হাদীছের বৈচিত্র্যে
পূর্ণাঙ্গ নামায

ড. আবুল কালাম আজাদ (বাশার)

লেখক পরিচিতি

ড. আবুল কালাম আজাদ (বাশার) কুমিল্লা জেলার অন্তর্গত চৌদ্দগ্রাম উপজেলার দুর্গাপুর গ্রামে ১৯৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নাম মরহুম মো: আব্দুল হাকিম ও মাতার নাম শাফিয়া বেগম।

তিনি গাছবাড়িয়া গাউছিয়া তৈয়্যবিয়া সিনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষা জীবন শুরু করেন। শুরুতে এ মাদ্রাসার হিফজুল কুরআন বিভাগে কিছুদিন অধ্যয়ন করেন। অতপর এ প্রতিষ্ঠান থেকে ইবতেদায়ী শিক্ষা সমাপ্ত করে ছুপুয়া ছফরিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হন। ছুফুয়া মাদ্রাসা থেকে ১৯৯৫ ইং সনে দাখিল পাশ করে দেশের ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কুমিল্লার দেবিদ্বারস্থ ধামতী আলিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। এ মাদ্রাসায় তিনি আলিম, ফাজিল ও কামিল (হাদীছ) অধ্যয়ন করেন।

অতপর তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে বি, এ অনার্স ও মাস্টার্স সমাপ্ত করেন। তারপর ঢাকা পীরজঙ্গী জামেয়া দ্বীনিয়া থেকে দাওরাহ হাদীছ ও সরকারি আলিয়া মাদ্রাসা- ঢাকা থেকে কামিল ফিকহ সমাপ্ত করেন। অতপর তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ২০১৩ সনে পিএইচডি ডিগ্রী অর্জন করেন।

শিক্ষা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি কৃতিত্বের সাক্ষর রাখেন। ক্লাস ওয়ান থেকে দাখিল পর্যন্ত প্রতিটি ক্লাসে প্রথম স্থান অর্জন করেছেন। দাখিল থেকে কামিল, দাওরাহ হাদীছ, অনার্স ও মাস্টার্সসহ সকল পরিক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ফাজিলে বোর্ড মেধা তালিকায় ৩য়, কামিল হাদীছে ৩য়, ফিকহে ৭ম ও অনার্সে ১৬ তম স্থান অর্জন করেন।

হাদীছের বৈচিত্র্যে পূর্ণাঙ্গ নামায

ড. মোঃ আবুল কালাম আজাদ (বাশার)
কামিল (হাদীস ও ফিক্‌হ), বি.এ (অনার্স), এম.এ (অলস্ট্যাণ্ড)
দাওরায়ে হাদীস (ফার্ষ্ট ক্লাস), পিএইচ.ডি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)
মুহাদ্দিস-মদীনাতুল উলূম কামিল মাদ্রাসা, তেজগাঁও, ঢাকা

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন ❖বাংলাবাজার ❖মগবাজার
www.ahsanpublication.com

হাদীছের বৈচিত্র্যে পূর্ণাঙ্গ নামায
ড. মো: আবুল কালাম আজাদ (বাশার)
ISBN : 978-984-90136-8-6

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার
আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা
০১৮১৫৪২২৪১৯, ০২৯৬৭০৬৮৬

অনলাইন পরিবেশক
ahsanpublication.com
ahsan.com.bd

প্রাপ্তিস্থান
খেয়া প্রকাশনী, ২৩০ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।
মক্কা পাবলিকেশন্স, ৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা।
র‍্যাকস পাবলিকেশন্স, বায়তুল মোকাররম, ঢাকা।
নলেজ প্রোডাক্টস, ৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা।
কুরআন মহল, সিলেট।
পৃথিবী বুক স্টল, দিনাজপুর।
আল হামরা লাইব্রেরী, বগুড়া।
আদর্শ লাইব্রেরী, বগুড়া।
আযাদ বুক্স আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর-২০২০
ষষ্ঠ প্রকাশ : এপ্রিল-২০২১

প্রচ্ছদ : রাকিব হোসাইন

কম্পোজ : এফ এ কম্পিউটার এন্ড প্রিন্টার্স
খিলগাঁও তালতলা, ঢাকা-১২১৯
মোবা : ০১৭২৬৮৬৮২০২, ০১৫৫৩৭৩৭৫০৫

মূল্য : দুইশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Hadither Biocittre Purnaggo Namaz written by **Dr. Md. Abul Kalam Azad (Bashar)** Published by Ahsan Publication, 38/3 Banglabazar, Dhaka-1100, 1st Edition December-2020, 5th Edition March-2021. **Price : Tk. 250/- only**

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وآله وأصحابه أجمعين۔

ইসলাম সর্বাঙ্গীন সুন্দর একটি ধর্ম। এখানে অসুন্দরের কোন স্থান নেই। অসুন্দরকে এড়িয়ে চলা এ মহান ধর্মের অনুসারীদের ব্রত হওয়া আবশ্যক।

বিগত কয়েক বছর ধরে আমাদের দেশে ইসলামের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফরয ইবাদাত নামাযের মাসায়িল নিয়ে ওলামায়ে কিরামের মাঝে চরম বিতর্ক লক্ষ্য করা যাচ্ছে। যা ইসলামের সৌন্দর্যকে শুধু বিনষ্টই করছে না; বরং ইসলামের ভ্রাতৃত্বের ইমারতকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে। কোথাও কোথাও এ বিতর্ক ঝগড়া-বিবাদ ও মারামারিতে পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। যা খুবই দুঃখজনক।

তাই চলমান এ বিতর্ক কমিয়ে আনার সংকল্প নিয়ে নামায বিষয়ক প্রান্তিক হাদীছগুলো একত্রিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করি।

একই বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন দলীল থাকার কারণে আমলের মাঝে ভিন্নতা তৈরী হয়েছে। আর এ ভিন্নতা নতুন কিছু নয়; বরং এটা সাহাবায়ে কিরাম (রা.)-এর যামানায়ও ছিল। দলীলের ভিন্নতা বা দলীলের মর্ম উদ্ঘাটনে চিন্তার ভিন্নতার কারণে ইমাম আবু হানিফা, শাফেঈ, মালেক, আহমদ ইবনু হাম্বল (র.)-এর মতো মহান ব্যক্তিবর্গ একই মাসআলায় ভিন্ন ভিন্ন মতামত উপস্থাপন করেছেন। একই আমলের ব্যাপারে ইমাম আবু হানিফা (র.)-এর সাথে তাঁরই ছাত্র আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র.) দ্বি-মত পোষণ করে ফাতওয়া প্রদান করেছেন। এ বিষয়টি তারা স্বাভাবিকভাবেই গ্রহণ করেছেন এবং এ কারণে তাঁদের পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসারও কমতি হয়নি। তাঁদের মাঝে ছিল না কোন কাদা ছোড়াছুড়িও। বিভিন্ন বিষয়ে আলিমগণের মাঝে মতান্তর ছিল কিন্তু মনান্তর ছিল না।

এ বইতে আমি নামাযের মাসায়িল সংক্রান্ত হাদীছ সংকলনের ক্ষেত্রে হাদীছের সনদ যাচাইকে প্রাধান্য দেইনি। তবে জেনে শুনে কোন জাল হাদীছ এ বইতে সংকলন করিনি। সহীহ, হাছান ও জঈফসহ হাদীছ হিসেবে সাব্যস্ত এমন সকল পর্যায়ের হাদীছ এখানে সংকলন করেছি। কেননা একই হাদীছকে কোন মুহাদ্দিস জঈফ বলেছেন, আবার কোন মুহাদ্দিস হাছান বা সহীহ বলে মতামত ব্যক্ত

করেছেন- এমন ঘটনাও বিরল নয়। তাই নামাযে কৃত আমলটি হাদীছ দিয়ে সাব্যস্ত কিনা, এটা প্রমাণ করাই আমার মূল উদ্দেশ্য।

হাদীছের প্রতি ন্যূনতম শ্রদ্ধাবোধ আছে এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই কোন আমলের সপক্ষে হাদীছ আছে এটা জানার পর তার ভিন্ন মাসলাকের ব্যক্তির প্রতিও নমনীয় আচরণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। তারপর তিনি হাদীছগুলোর মাঝে সহীহ বা অধিকতর সহীহ হাদীছের উপর আমল করায় প্রয়াসী হবেন। কিন্তু ঝগড়া বা বিবাদে লিপ্ত হবেন না। আর এতে করে পুনঃস্থাপিত হবে আমাদের ভালোবাসা এবং কমে যাবে চলমান বিবাদ।

যারা ফিকহের কিতাবসমূহ থেকে নামাযের মাসায়িল শিখেছেন, এ বইয়ের মাধ্যমে তাঁরা সরাসরি হাদীছ থেকে নামাযে কৃত আমলসমূহের দলীল পেয়ে উপকৃত হবেন- এ প্রত্যাশাও রাখছি।

আমার অযোগ্যতা বা অসতর্কতার কারণে বইটিতে সংঘটিত কোন ভুল বা অসঙ্গতি কারো নজরে পড়লে আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ হবো এবং পরবর্তী সংস্করণে সংশোধনের প্রয়াস পাবো, ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ তা'আলা আমার এ ছোট্ট খিদমাতকে আখিরাতের নাজাতের ওয়াসিলা হিসেবে কবুল করুন। তিনি উত্তম বিনিময় দান করুন ঐ সকল ব্যক্তিবর্গকে যারা আমাকে এ বই সংকলনে সহযোগিতা করেছেন। বিশেষ করে গাজীপুরের কাপাসিয়ার প্রিয়ভাই মাও. কাউছার আহমাদকে আল্লাহ উত্তম জাযা দান করুন। তিনি এ পুস্তক সংকলনে আমাকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেছেন। কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি আমার সম্মানীয় উস্তাজ, ধামতী আলিয়া মাদ্রাসার সাবেক হেড মুহাদ্দিস, শায়খুল হাদীছ আল্লামা ফজলুল করীম হাফিযাহুল্লাহকে। যাঁর দু'আ ও দিক নির্দেশনা আমার পথ চলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ পাথেয়। মাগফিরাত কামনা করছি, আমার মরহুম আব্বাজান মো: আব্দুল হাকিম ও মরহুম মামা মাও. আব্দুল আলিম আশ্রাফী সাহেবের জন্য। যাঁরা আমাকে দ্বীনের পথে চলতে শিখিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁদেরকে জান্নাতের উচ্চ মাকাম দান করুন। আমীন ॥

বিনীত

মোঃ আবুল কালাম আজাদ (বাশার)

সূচীপত্র

আযানের প্রচলন হয় যেভাবে

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُوْنَ حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ يَجْتَمِعُوْنَ فَيَتَحَيَّنُوْنَ الصَّلٰوةَ لَيْسَ يُنَادٰى لَهَا فَتَكَلَّمُوْا يَوْمًا فِىْ ذٰلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اِتَّخِذُوْا نَاقُوْسًا مِثْلَ نَاقُوْسِ النَّصَارٰى وَقَالَ بَعْضُهُمْ بَلْ بُوْقًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُوْدِ فَقَالَ عُمَرُ اَوَلَا تَبْعَثُوْنَ رَجُلًا يُنَادِىْ بِالصَّلٰوةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلٰوةِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– মুসলমানগণ মদীনায় আগমন করার পর নামাযের সময়কে অনুমান করে মসজিদে একত্রিত হতেন। সে সময় নামাযের জন্য আহ্বান করা হত না। একদিন তাঁরা এ সম্পর্কে আলোচনা করলেন। কিছু সংখ্যক সাহাবী বললেন, নাসারাদের মতো ঘণ্টা বানিয়ে নাও। অপর কয়েকজন মত প্রকাশ করলেন, না, তা নয়; বরং ইয়াহুদীদের শিঙ্গার মতো শিঙ্গা বানিয়ে নাও। এ সময় ওমর (রা.) বললেন : তোমরা একজন ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে দাও না কেন? সে নামাযের সময় লোকদেরকে আহ্বান করবে। তখন রাসূল (সা.) বললেন, হে বিলাল! দাঁড়াও। নামাযের জন্য আহ্বান কর'।[১]

عَنْ اَبِىْ عُمَيْرِ بْنِ اَنَسٍ عَنْ عُمُوْمَةٍ لَهُ مِنَ الْاَنْصَارِ قَالَ اِهْتَمَّ النَّبِىُّ ﷺ لِلصَّلَاةِ كَيْفَ يَجْمَعُ النَّاسَ لَهَا فَقِيْلَ لَهُ انْصِبْ رَايَةً عِنْدَ حُضُوْرِ الصَّلَاةِ فَاِذَا رَأَوْهَا اٰذَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فَلَمْ يُعْجِبْهُ ذٰلِكَ قَالَ فَذُكِرَ لَهُ الْقُنْعُ يَعْنِى الشَّبُّوْرَ وَقَالَ زِيَادٌ شَبُّوْرَ الْيَهُوْدِ قَالَ فَذُكِرَ لَهُ النَّاقُوْسُ فَقَالَ هُوَ مِنْ اَمْرِ النَّصَارٰى. فَانْصَرَفَ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ

---

১. বুখারী, আস সহীহ, হা-৫৬৯; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৩৬

وَهُوَ مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَأُرِىَ الْاَذَانَ فِىْ مَنَامِهٖ قَالَ فَغَدَا عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَاَخْبَرَهٗ فَقَالَ لَهٗ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّىْ لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظَانَ إِذْ أَتَانِىْ اٰتٍ فَأَرَانِىْ الْاَذَانَ. قَالَ وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ رَاٰهُ قَبْلَ ذٰلِكَ فَكَتَمَهٗ عِشْرِيْنَ يَوْمًا قَالَ ثُمَّ اَخْبَرَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ لَهٗ مَا مَنَعَكَ اَنْ تُخْبِرَنِىْ فَقَالَ سَبَقَنِىْ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَانْظُرْ مَا يَأْمُرُكَ بِهٖ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ فَافْعَلْهُ قَالَ فَاَذَّنَ بِلَالٌ.

'আবু 'উমাইর ইবনু আনাস থেকে তাঁর এক আনছারী চাচার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) নামাযের জন্য লোকদেরকে কিভাবে একত্রিত করা যায় সে বিষয়ে চিন্তিত ছিলেন। কেউ পরামর্শ দিলেন, নামাযের সময় উপস্থিত হলে একটা পতাকা উড়ানো হোক। তা দেখে একে অন্যকে সংবাদ জানিয়ে দেবে। কিন্তু রাসূল (সা.) এর নিকট এটা পছন্দ হলো না। কেউ কেউ প্রস্তাব করল, ইয়াহুদীদের ন্যায় শিঙ্গা ধ্বনি দেয়া হোক। রাসূল (সা.) এটাও পছন্দ করলেন না। কারণ তা ছিল ইয়াহুদীদের রীতি। কেউ কেউ ঘণ্টা ধ্বনি ব্যবহারের পরামর্শ দিলে তিনি বলেন– এটা নাসারাদের রীতি। আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ বিষয়টিকে রাসূল (সা.) এর চিন্তার কথা মাথায় নিয়ে প্রস্থান করলেন। **অত:পর স্বপ্নে তাকে আযান শিখিয়ে দেয়া হলো**। বর্ণনাকারী বলেন– পর দিন ভোরে তিনি রাসূল (সা.)-এর নিকট গিয়ে বিষয়টি অবহিত কালে বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! আমি কিছুটা তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিলাম। এমন সময় এক আগন্তুক এসে আমাকে আযান শিক্ষা দিলেন। বর্ণনাকারী বলেন, একইভাবে ওমর ইবনুল খাত্তাবও বিশ দিন আগে স্বপ্নযোগে আযান দেখেছিলেন। কিন্তু তিনি তা গোপন রেখেছেন। অত:পর তিনি তাঁর স্বপ্নের কথা রাসূল (সা.) এর নিকট জানালেন।

রাসূল (সা.) বললেন– তুমি আগে বললে না কেন? তিনি বললেন– আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ এ বিষয়টি আমার আগেই বলে দিয়েছেন। এজন্য আমি লজ্জিত। রাসূল (সা.) বললেন– বিলাল! উঠো এবং আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ তোমাকে যেরূপ বলতে নির্দেশ দেয়, তুমি তাই করো। অত:পর বিলাল (রা.) আযান দিলেন।'[২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهٖ قَالَ لَمَّا أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِالنَّاقُوْسِ يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ بِهٖ لِلنَّاسِ لِجَمْعِ الصَّلَاةِ طَافَ بِىْ وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوْسًا فِىْ يَدِهٖ فَقُلْتُ يَا عَبْدَ اللهِ اَتَبِيْعُ النَّاقُوْسَ قَالَ وَمَا تَصْنَعُ بِهٖ فَقُلْتُ نَدْعُو بِهٖ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَفَلَا أَدُلُّكَ عَلٰى مَا خَيْرٌ مِّنْ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لَهٗ بَلٰى قَالَ فَقَالَ تَقُوْلُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ..... لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ فَلَمَّا اَصْبَحْتُ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهٗ بِمَا رَأَيْتُ فَقَالَ إِنَّهَا لَرُؤْيَا حَقٌّ إِنْ شَاءَ اللهُ فَقُمْ مَعَ بِلَالٍ فَأَلْقِ عَلَيْهِ مَا رَأَيْتَ فَلْيُؤَذِّنْ بِهٖ فَإِنَّهٗ اَنْدٰى صَوْتًا مِّنْكَ فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَجَعَلْتُ أُلْقِيْهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهٖ. قَالَ فَسَمِعَ ذٰلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِىْ بَيْتِهٖ فَخَرَجَ يَجُرُّ رِدَاءَهٗ وَيَقُوْلُ وَالَّذِىْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأٰى فَقَالَ رَسُوْلُ ﷺ فَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন 'নাকুস' (ঘণ্টা ধ্বনি) দিয়ে লোকদের নামাযের জন্য একত্রিত করার নির্দেশ দিলেন, **তখন আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম** এক ব্যক্তি হাতে ঘণ্টা নিয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর বান্দা! ঘণ্টাটি বিক্রি করবে কি?

---

২. আবু দাউদ, আস-সুনান, হা-৪৯৮

লোকটি বলল : তা দিয়ে তুমি কি করবে? আমি বললাম আমরা এর সাহায্যে লোকদের নামাযের জন্য ডাকব। লোকটি বলল, আমি কি তোমাকে এর চাইতে উত্তম জিনিস অবহিত করব না? আমি বললাম, অবশ্যই।

তখন ঐ ব্যক্তি বললো, তুমি বলবে- আল্লাহু আকবার... লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অত:পর ভোর হলে আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট উপস্থিত হয়ে স্বপ্নে দেখা বিষয়টি অবহিত করি। তিনি বললেন, **এটা সত্য স্বপ্ন ইনশাআল্লাহ**। তুমি উঠো, বিলালকে সাথে নিয়ে গিয়ে তুমি স্বপ্নে যা দেখেছো তা তাকে শিখিয়ে দাও, যেন সে এভাবে আযান দেয়। কারণ তার কণ্ঠস্বর তোমার কণ্ঠস্বরের চেয়ে উচ্চ। অত:পর আমি বিলালকে নিয়ে দাঁড়ালাম এবং তাঁকে আযানের শব্দগুলো শিখাতে থাকলাম, বিলাল এগুলো উচ্চৈঃস্বরে বলতে লাগল। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) নিজ ঘর থেকে আযান শুনতে পেয়ে তৎক্ষণাৎ চাদর টানতে টানতে বের হয়ে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! ঐ মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য নবীরূপে পাঠিয়েছেন, **আমিও একই স্বপ্নে দেখেছি**। রাসূল (সা.) বললেন- সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য'।[৩]*

আযান ও ইকামাতের বাক্যসমূহ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ ..... طَافَ بِيْ وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوْسًا فِيْ يَدِهِ ..... فَقَالَ تَقُوْلُ اَللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ. اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন..... আমি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখি এক ব্যক্তি একটি ঘণ্টা হাতে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে..... অত:পর সে আমাকে বলল, তুমি বলবে- আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার (৪ বার)। আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহ। আশহাদু আন লাইলাহা ইল্লাল্লাহ (২ বার)। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ (২ বার)। হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ। হাইয়্যা আলাচ্ছালাহ (২ বার)। হাইয়্যা আলাল ফালাহ। হাইয়্যা আলাল ফালাহ (২ বার)। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার (২ বার)। লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ (১ বার, মোট ১৫টি বাক্য)'।[৪]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَاِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِّنَ النَّوْمِ.

'মুহাম্মাদ ইবনু আব্দুল মালিক ইবনু আবু মাহযূরাহ থেকে তার পিতা-দাদার সূত্রে বর্ণিত, আবু মাহযূরাহ (রা.) বলেন- রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন ফজরের নামাযের আযান দেবে- তখন বলবে, আচ্ছালাতু খাইরুম মিনান নাউম। আচ্ছালাতু খাইরুম মিনান নাউম (২ বার)'।[৫]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ..... طَافَ بِيْ وَاَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ نَاقُوْسًا فِيْ يَدِهِ..... ثُمَّ اسْتَأْخَرَ عَنِّيْ غَيْرَ بَعِيْدٍ ثُمَّ قَالَ وَتَقُوْلُ اِذَا اَقَمْتَ ..... قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ.

---

৩. আবু দাউদ, আস-সুনান, হা-৪৯৯

* উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়ে যে, আযান শুরু হবে اَللهُ اَكْبَرُ বাক্য দ্বারা। শেষ হবে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ বাক্য দ্বারা। সুতরাং আযানের শুরুতে কুরআন তিলাওয়াত, গজল বা দরূদ শরিফ পাঠ করাকে নিয়মিত অভ্যাসে পরিণত করা আযানের সুন্নাতের বিকৃতি তুল্য। আর যদি সাওয়াবের নিয়্যাতে এগুলো আযানের শুরুতে সংযুক্ত করা হয় তা হবে সুস্পষ্ট বিদ্‌আত।

৪. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৪৯৯

৫. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৫০০

'আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি ঘুমন্ত অবস্থায় দেখি এক ব্যক্তি ঘণ্টা হাতে নিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ..... অত:পর সে ব্যক্তি কিছুটা দূরে গিয়ে বললো- যখন তুমি ইকামাত দিবে তখন বলবে- কাদ কামাতিছ ছালাহ, কাদ কামাতিছ ছালাহ (২ বার)।'[৬]

عَنْ اَبِيْ مَحْذُوْرَةَ قَالَ عَلَّمَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْاَذَانَ تِسْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً وَالْاِقَامَةَ سَبْعَ عَشَرَةَ كَلِمَةً.

'আবু মাহযূরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) আমাকে আযানের বাক্য শিখিয়েছেন মোট ১৯টি। আর ইকামাতের বাক্য শিখিয়েছেন ১৭টি।'[৭]

عَنْ اَنَسٍ قَالَ اُمِرَ بِلَالٌ اَنْ يَّشْفَعَ الْاَذَانَ وَاَنْ يُّوْتِرَ الْاِقَامَةَ اِلَّا الْاِقَامَةَ.

'আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন : বিলাল (রা.) কে আযানের বাক্যগুলো **জোড়ায় জোড়ায়** এবং কাদকামাতিছ ছালাহ ব্যতীত **ইকামাতের বাক্যগুলো একবার একবার করে** বলার জন্য হুকুম দেয়া হয়েছিল।'[৮]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ كَانَ اُذَانُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ شَفْعًا شَفْعًا فِي الْاَذَانِ وَالْاِقَامَةِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর **আযান ও ইকামাতের বাক্যগুলো জোড়ায় জোড়ায় ছিল**'।[৯]*

---

৬. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৪৯৯

৭. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৫৮৮

৮. বুখারী, আস সহীহ, হা-৫৭০

৯. তিরমিযী, আস সুনান, হা-১৮৬

* ইকামাতের বাক্য ১ বার করে বলার পক্ষে হাদীছ রয়েছে, আবার ২ বার করে বলারও

হাদীছ রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়ে ইসলামের প্রশস্ততাকে সংকীর্ণ করা ঠিক নয়। বরং দু'টি নিয়মের একটি নিয়ম অনুসরণ করলেই সুন্নাহর অনুসরণ সাব্যস্ত হবে।

আযানের ১৫টি বাক্য নিম্নরূপ :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ = ৪ বার

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ = ২ বার

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ = ২ বার

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ = ২ বার

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ = ২ বার

اَللّٰهُ اَكْبَرُ = ২ বার

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ = ১ বার

সুনানু আবু দাউদের ৫০০ ও ৫০২ নং হাদীছে আবু মাহযূরাহ (রা.) থেকে আযানের বাক্য ১৯টি মর্মে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। সে ১৯টি বাক্য নিম্নরূপ :

اَللّٰهُ اَكْبَرُ = ৪ বার উচ্চৈঃস্বরে

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ = ২ বার নীচু স্বরে

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ = ২ বার নীচু স্বরে

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ = ২ বার উচ্চৈঃস্বরে

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللّٰهِ = ২ বার উচ্চৈঃস্বরে

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ = ২ বার

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ = ২ বার

اَللّٰهُ اَكْبَرُ = ২ বার

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ = ১ বার

আর ইকামাতের বাক্য জোড় ও বিজোড় তথা ১ বার বা ২ বার দু'টোই হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত। জোড় হলে-

اَللّٰهُ اَكْبَرُ = ৪ বার

আযানের জবাব দেয়ার নিয়ম

মুয়ায্যিন যা বলে তার অনুরূপ বলা :

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا سَمِعْتُمُ النِّدَاءَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ.

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ = ২ বার

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ = ২ বার

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ = ২ বার

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ = ২ বার

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ = ২ বার

اَللهُ اَكْبَرُ = ২ বার

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ = ১ বার

মোট ১৭টি বাক্য।

আর বিজোড় হলে–

اَللهُ اَكْبَرُ = ২ বার

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ = ১ বার

اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ = ১ বার

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ = ১ বার

حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ = ১ বার

قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ = ২ বার

اَللهُ اَكْبَرُ = ২ বার

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ = ১ বার

মোট ১১টি বাক্য।

'আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমরা যখন আযান শুন, তখন **মুয়ায্যিন যা কিছু বলে তোমরাও তাই বলবে**'।[১০]

আযানের জবাবের শব্দাবলী

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ فَقَالَ اَحَدُكُمْ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ ثُمَّ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ قَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ ثُمَّ قَالَ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ قَالَ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ ثُمَّ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مِنْ قَلْبِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ.

'ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : মুয়ায্যিন যখন আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার বলে তোমাদের কোন ব্যক্তি আন্তরিকতার সাথে তার উত্তরে বলে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। যখন মুয়ায্যিন বলে, আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ– এর উত্তরে সেও বলে, আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ; অত:পর মুয়ায্যিন বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ-এর উত্তরে সে বলে, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। অত:পর মুয়ায্যিন বলে হাইয়্যা আলাছ ছালাহ-এর উত্তরে সে বলে, লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ; অত:পর মুয়ায্যিন বলে হাইয়্যা আলাল ফালাহ-এর জবাবে সে বলে, লা হাওলা ওয়ালা কুয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। অত:পর মুয়ায্যিন বলে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার-এর

---

১০. বুখারী, আস সহীহ, হা- ৫৭৬; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৪৭; তিরমিযী, আস সুনান, হা-১৯৯

জবাবে সে বলে, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। অত:পর মুয়ায্যিন বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর জবাবে সে বলে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। আযানের এভাবে জবাব দেয়ার কারণে সে বেহেশতে যাবে'।[১১]

আযানের জবাব দেয়ার পর দরূদ পড়া সুন্নাহ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُوْلُوْا مِثْلَ مَا يَقُوْلُ ثُمَّ صَلُّوْا عَلَيَّ فَاِنَّهُ مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা.) কে বলতে শুনেছেন : তোমরা যখন মুয়ায্যিনকে আযান দিতে শুন, তখন **সে যা বলে তোমরা তাই বলো। অত:পর আমার উপর দরূদ পাঠ কর।** কেননা, যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ পাঠ করে, আল্লাহ তা'আলা এর বিনিময়ে তার উপর দশবার রহমত বর্ষণ করেন'।[১২]*

---

১১. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৪৯

১২. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৪৮; আবূ দাউদ, আস সুনান, হা-৫২৩

* আযানের জবাবে মুয়ায্যিন যা বলবে, শ্রোতাও তাই বলবে শুধু "হাইয়্যা আলা"-এর স্থান ব্যতীত। এখানে "লা হাওলা" পড়বে। আমাদের দেশের অধিকাংশ মানুষ "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর এর জবাবে এ বাক্যটি পুনরায় না বলে দরূদ শরিফ পড়ে। যা হাদীছের খেলাফ। বরং এখানে দরূদ না পড়ে "আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ" বলতে হবে। এটাই সুন্নাহ। তিন জায়গায় রাসূলের (সা.) নাম শুনে দরূদ পড়া যাবে না। ১. কুরআনের তিলাওয়াতে রাসূলের নাম পাওয়া গেলে। ২. কালেমার মধ্যে, (হাদীছের কিতাবগুলো দেখুন, কোন কিতাবে কালেমার মধ্যে রাসূলের নামের পর দরূদ লেখা হয়নি)। ৩. আযান ও ইকামাতের মধ্যে।

আযানের জবাব শেষ করে দরূদ পড়া সুন্নাহ। হাদীছে এ নির্দেশনাই রয়েছে। দরূদ আযানের শুরুতে নয়, মাঝে নয় বরং আযানের জবাব শেষ করে পড়তে হবে। কিন্তু আমরা হাদীছের উল্টো আমল করে চলছি। আযানের শেষে দরূদ পড়ার পর আযানের দু'আ (দু'আ ওয়াসিলা) পড়তে হয়– এ সুন্নাতের অনুশীলন বাংলাদেশে নাই বললেই

আযানের শেষে দু'আ পড়া ও তাতে হাত উত্তোলন করা

আযানের দু'আ :

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلٰوةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدَنِ الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُوْدَنِ الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

'জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি আযান শুনে এ দু'আ পড়বে "আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ্ দা'ওয়াতিত্ তাম্মাতি ওয়াস্-সালাতিল কায়িমাতি, আতি মুহাম্মাদানিল ওয়াসিলাতা ওয়াল ফাযীলাতা ওয়াব-য়াসহু মাকামাম মাহমুদানিল্লাযী ওয়াআদতাহ" কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তি আমার শাফা'আত লাভের অধিকারী হবে'।[১৩]

عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ حِيْنَ

চলে। বরং এটা যে সুন্নাত আমল তা অনেকেই জানেনই না। উল্লেখ্য যে, ইকামাতের জবাবেও অনুরূপই বলতে হবে। তবে বায়হাকীর একটি রেওয়ায়েতে قد قامت الصلاة এর সময় اقامها الله وادامها বলার কথা উল্লেখ রয়েছে। (বায়হাকী, হা-২০১৬)। বর্ণনাটি দুর্বল ও সহীহ হাদীছের খেলাফ মর্মে একদল আলেম মতামত ব্যক্ত করেছেন।

অনুরূপ الصلوة خير من النوم এর জবাবে মুয়ায্যিন যা বলে তাই বলতে হবে। যদিও কোন কোন আলেম এখানে صدقت وبررت বলতে হবে মর্মে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু মুল্লা আলী কারী (র.) বলেন- ليس له اصل 'এর কোন ভিত্তি নেই।' (আল আসরার আল মারফুয়া, পৃ. ২৩৩)

১৩. বুখারী, আস সহীহ, হা-৫৭৯; তিরমিযী, আস সুনান, হা-২০২; আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৫২৯

يَسْمَعُ الْمُؤَذِّنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيْتُ بِاللهِ رَبًّا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ.

‘সাদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : মুয়ায্যিনের আযান শুনে যে ব্যক্তি বলে, “আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকালাহু, ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু, রাদীতু বিল্লাহি রব্বান ওয়া বিমুহাম্মাদিন রাসূলান ওয়া বিল ইসলামি দ্বীনান” তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে’।[১৪]*

---

১৪. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৫০; তিরমিযী, আস সহীহ, হা-২০১; আবূ দাউদ, আস সুনান, হা-৫২৫

* আযানের শেষে দু'আ করা সুন্নাত এবং এ দু'আতে হাত না তোলাও সুন্নাত। আযানের শেষে, খাবার গ্রহণের আগে-পরে, মাসজিদে প্রবেশের আগে-পরে ইত্যাদি দু'আয় রাসূল (সা.) ও সাহাবাগণ হাত তোলেননি সুতরাং এগুলোতে হাত না তোলে শুধু দু'আ পড়াই সুন্নাত। ব্যতিক্রম করা খেলাফে সুন্নাত। আর আযানের দু'আতে শব্দ বাড়ানোর প্রবণতাও সুন্নাতের বিকৃতি। সহীহ হাদীছ দ্বারা আযানের দু'আ হিসেবে যা পাওয়া যায় তা হলো–

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ اٰتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُوْدًا الَّذِىْ وَعَدْتَّهُ.

কেউ কেউ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ বাক্যটিও যোগ করেন।

ইবনুস সুন্নী وَالدَّرَجَةَ الرَّفِيْعَةَ বাক্যটি যোগ করেছেন। আল্লামা সাখাভী বলেন- উক্ত অংশগুলো কোন হাদীছে বর্ণিত হয়নি। (সাখাভী, আল মাক্বাছিদুল হাসানাহ, পৃ. ২১২)। বায়হাকীতে বর্ণিত একটি হাদীছের শেষে اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيْعَادَ বাক্যটি এসেছে। কিন্তু হাদীছটি সহীহ নয়। আলবানী (রহ.) বলেছেন- وَهِىَ شَاذَّةٌ لِاَنَّهَا لَمْ تَرِدْ فِىْ جَمِيْعِ طُرُقِ الْحَدِيْثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَيَّاشٍ. ‘এটি শায। কেননা আলী ইবনু আইয়াশ থেকে কোন সূত্রেই তা বর্ণিত হয় নি।’ (ইরওয়াউল গালীল, হা-২৪৩-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

আযানের ফযীলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِى النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْاَوَّلِ ثُمَّ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا اَنْ يَسْتَهِمُوْا عَلَيْهِ لَا سْتَهَمُوْا.

‘আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, লোকেরা যদি আযান দেয়া ও (নামাযে) প্রথম কাতারে দাঁড়াবার ফযীলত জানত এবং এই সঙ্গে একথাও জানত যে, লটারীর সাহায্য ছাড়া তা লাভ করা সম্ভব নয়, তাহলে অবশ্যই তারা লটারীর সাহায্য নিত’।[১৫]

عَنْ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْمُؤَذِّنُوْنَ اَطْوَلُ النَّاسِ اَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

‘মুয়াবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন মুয়ায্যিনদের ঘাড় সর্বাধিক লম্বা হবে’।[১৬]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ مَنْ اَذَّنَ سَبْعَ سِنِيْنَ مُحْتَسِبًا كُتِبَ لَهُ بَرَاءَةٌ مِّنَ النَّارِ.

‘ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি ছাওয়াবের আশায় একাধারে সাত বছর আযান দিবে. তার জন্য দোযখের আগুন থেকে মুক্তি লিখে রাখা হয়েছে’।[১৭]

ইকামাত দেয়ার অধিক হকদার কে?

عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصُّدَائِىِّ قَالَ اَمَرَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ اُؤَذِّنَ فِىْ

---

১৫. বুখারী, আস সহীহ, হা-৫৮০

১৬. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৫১; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৭২৫

১৭. তিরমিযী, আস সুনান, হা-১৯৭; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৭২৭

صَلَاةِ الْفَجْرِ فَأَذَّنْتُ فَأَرَادَ بِلَالٌ أَنْ يُقِيمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّ أَخَا صُدَاءٍ قَدْ أَذَّنَ فَهُوَ يُقِيمُ.

'যিয়াদ ইবনু হারেস আস-সুদাঈ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে ফজরের নামাযের আযান দিতে বললেন। আমি আযান দিলাম। বিলাল (রা.) ইকামাত দিতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন : **"ভাই সুদাই আযান দিয়েছে, আর যে আযান দিবে, ইকামাতও সে-ই দিবে"**।[১৮]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَيْدٍ... فَأَذَّنَ بِلَالٌ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ أَنَا رَأَيْتُهُ وَأَنَا كُنْتُ أُرِيدُهُ قَالَ فَأَقِمْ أَنْتَ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু যায়িদ (রা.) থেকে বর্ণিত।... অত:পর বিলাল (রা.) আযান দিলেন। আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, আমি স্বপ্নে আযান দেখেছি, সেজন্য আমিই আযান দিতে চেয়েছিলাম। নবী (সা.) বললেন : আচ্ছা, তুমি ইকামাত দাও'।[১৯]*

আযান দেয়ার সময় কানে আঙ্গুল দেয়া

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ بِلَالًا يُؤَذِّنُ وَيَدُورُ وَيُتْبِعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا وَإِصْبَعَاهُ فِي أُذُنَيْهِ.

'আওন ইবনু আবু জুহাইফা (রা.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবু জুহাইফা) বলেন, আমি বিলাল (রা.) কে আযান দিতে দেখলাম এবং

---

১৮. তিরমিযী, আস সুনান, হা-১৯০; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৭১৭

১৯. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৫১২

* উল্লেখিত দু'টি হাদীছ দ্বারা দু'টি বিষয় বুঝা যায়– ১. যে আযান দিবে, সে-ই ইকামাত দিবে। এটাই সুন্নাত। ২. ভিন্ন কেউ যদি ইকামাত দেয় তা-ও অনুমোদিত।

তাঁকে এদিক সেদিক ঘুরতে ও মুখ ঘুরাতে দেখলাম। **তাঁর (দুই হাতের) দুই আঙ্গুল উভয় কানের মধ্যে ছিল'**।[২০]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِلَالًا أَنْ يَجْعَلَ إِصْبَعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَقَالَ إِنَّهُ أَرْفَعُ لِصَوْتِكَ.

'আব্দুর রহমান ইবনু সাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। ... রাসূল (সা.) বিলাল (রা.) কে **তার দু'কানের ছিদ্রে তার দু'আঙ্গুল প্রবিষ্ট করার নির্দেশ দেন** এবং বলেন তাতে তোমার কণ্ঠস্বর আরো উচ্চ হবে'।[২১]

মুসাফিরের আযান ও ইকামাত

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ يُرِيدَانِ السَّفَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ إِذَا أَنْتُمَا خَرَجْتُمَا فَأَذِّنَا ثُمَّ أَقِيمَا ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا.

'মালিক ইবনু হুয়ায়রিস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দু'জন লোক সফরে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করার জন্য নবী (সা.) এর নিকট এলো। নবী (সা.) তাদেরকে বললেন : তোমরা যখন সফরে বাহির হবে (নামাযের সময় হলে) তখন আযান দিবে, অত:পর ইকামাত দিবে এবং তোমাদের উভয়ের মধ্যে যে বয়সে বড় সে ইমামতি করবে'।[২২]

উযু ব্যতীত আযান দেয়া

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا مُتَوَضِّئٌ.

---

২০. তিরমিযী, আস সুনান, হা-১৮৮

২১. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৭১০

২২. বুখারী, আস সহীহ, হা-৫৯৪; নাসাঈ, আস সুনান, হা-৬৩৫

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, বিনা উযুতে কেউ যেন আযান না দেয়'।[২৩]

عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ.

'আল মুহাজির ইবনু কুনফুয (রা.) সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : পবিত্রতা ছাড়া আল্লাহর নাম নেয়া আমি অপছন্দ করি'।[২৪]

দাঁড়িয়ে আযান দেয়া

عَنْ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ حَقٌّ وَسُنَّةٌ مَسْنُوْنَةٌ أَنْ لَا يُؤَذِّنُ إِلَّا وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَا يُؤَذِّنُ إِلَّا وَهُوَ قَائِمٌ.

'ওয়াইল ইবনু হুজর থেকে বর্ণিত। দায়িত্ব ও সুন্নাত হল পবিত্র অবস্থা ব্যতীত যেন আযান না দেয় এবং দাঁড়ানো অবস্থা ব্যতীত যেন আযান না দেয়'।[২৫]*

আযান শুনে শয়তানের পলায়ন

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ ذَهَبَ حَتَّى يَكُوْنَ مَكَانَ الرَّوْحَاءِ.

'জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা.) কে বলতে শুনেছি : শয়তান আযানের শব্দ শুনে পালাতে পালাতে রাওহা পর্যন্ত চলে যায়'।[২৬]

---

২৩. তিরমিযী, আস সুনান, হা-১৯১, ১৯২

২৪. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১৭

২৫. বায়হাকী, সুনানু কুবরা, খণ্ড-১, হা-৩৯৭; ইবনু হাজর, আত তালখীছ আল হাবীর, খণ্ড-১, হা-৩৩৭

* উযুসহ আযান দেয়া সুন্নাতে মুস্তাহাব্বাহ বা উত্তম সুন্নাত। এটা সুন্নাতে ওয়াজিবা বা বাধ্যতামূলক সুন্নাত নয়। তবে বিনা জরুরতে শুধু শুধু সুন্নাত পরিত্যাগ করা সমীচীন নয়।

২৬. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৫২

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ حُصَاصٌ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : মুয়ায্যিন যখন আযান দেয় **তখন শয়তান পিছনের বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালিয়ে যায়'**।[২৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ أَحَالَ لَهُ ضُرَاطٌ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ فَإِذَا سَمِعَ الْإِقَامَةَ ذَهَبَ حَتَّى لَا يَسْمَعَ صَوْتَهُ فَإِذَا سَكَتَ رَجَعَ فَوَسْوَسَ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন : শয়তান যখন নামাযের আযান শুনতে পায় তখন বায়ু ছাড়তে ছাড়তে পালাতে থাকে যেন আযানের শব্দ তার কানে পৌছতে না পারে। মুয়ায্যিন যখন আযান শেষ করে তখন সে ফিরে এসে (নামায আদায়কারীর মনে) সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকে। সে পুনরায় যখন ইকামাত শুনতে পায় সে চলে যায়, যেন এর শব্দ তার কানে না যেতে পারে। যখন ইকামাত শেষ হয়, তখন সে ফিরে এসে (নামায আদায়কারীর অন্তরে) সংশয়-সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকে'।[২৮]

ইকামাতের সময় মুসল্লিগণ কখন দাঁড়াবে?

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُوْمُوْا حَتَّى تَرَوْنِي وَفِي رِوَايَةٍ حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ.

---

২৭. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৫৪

২৮. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৫৩

'আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন ইকামাত হবে, তোমরা আমাকে না দেখে দাঁড়াবে না। অন্য রেওয়ায়েতে রয়েছে, আমাকে বের হতে দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না'।[২৯]*

---

২৯. বুখারী, আস সহীহ, হা-৬৩৭; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৬০৪

* রাসূল (সা.) সুন্নাত নামায স্বাভাবিকত ঘরে পড়েই বের হতেন। মুয়ায্যিন রাসূল (সা.) কে বের হতে দেখে ইকামাত দিতেন। ইকামাত দেয়ার পূর্ব থেকে বা রাসূল (সা.) হুজরা থেকে বের হওয়ার আগ থেকেই ফরয নামাযের জন্য মুসল্লিদের দাঁড়িয়ে থাকা তিনি পছন্দ করতেন না। তাই তিনি তাঁকে না দেখে দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু যারা বসে বসে নামাযের জন্য অপেক্ষা করছেন- তারা ইকামাত দেয়ার সময় কখন দাঁড়াবে এ প্রসঙ্গে রাসূল (সা.) কিছু বলেন নি। বরং এ বিষয়ে তিনি প্রশস্ততা রেখেছেন। ইবনু উসাইমিন (র.) বলেন–

لم ترد السنة محددة لموضع القيام فمتى قام الانسان فى اول الاقامة او فى اثنائها او عند انتهائها فكل ذلك جائز إلا قول النبى ﷺ لا تقوموا حتى ترونى.

'ইকামাতের সময় মুসল্লিদের দাঁড়াবার জন্য কোন স্থান সুন্নাহ নির্ধারণ করে দেয়নি। বরং মুসল্লি প্রথমে, মাঝে বা বা শেষে যখনই দাঁড়াতে চায় সবটাই জায়েয। (মাজমু' ফাতাওয়া ইবনু উসাইমিন, ৮/১৩)।

ইবনু রুশদ আল মালেকী (র.) বলেন-

ليس فيها شرع وانه متى قام كل واحد فحسن والحديث المتقدم وجب العمل به.

'এ ব্যাপারে শরীয়াতের কোন বিধি-নিষেধ নেই। যখনই যার দাঁড়াতে মন চায় সবটাই ভালো। তবে উল্লেখিত হাদীসের আলোকে আমল করা ওয়াজিব (রাসূল (সা.) কে না দেখে দাঁড়ানো যাবে না)। (আল মাউসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, ৩৪/১১২)।

ইমাম নববী (র.) বলেন- আত্বা ও জুহ্‌রী বলেন ইকামাতের শুরুতে দাঁড়াবে।

ইমাম আবু হানিফা (র.) এর মতে- হাইয়া আলাছ ছালাহ্-এর সময় দাঁড়াবে।

ইমাম শাফেঈ (র.) বলেন- ইকামাত শেষ হলে দাঁড়াবে।

ইমাম মালেক (র.) বলেন- ইকামাতের শুরুতে, মাঝে বা শেষে দাঁড়াবে। সময় নির্ধারিত নেই।

ইমাম আহমাদ (র.) বলেন- ইমামকে দেখলে, দেখার সাথে সাথে দাঁড়াবে। আর না দেখলে قد قامت الصلاة বললে দাঁড়াবে।

এ সব মতামত ব্যক্ত করার পর ইমাম নববী (র.) বলেন–

ليس هناك دليل واضح من السنة على احد هذه الاقوال انما هى اجتهادات من الائمة.

'এ বিষয়ে হাদীছ থেকে সুস্পষ্ট কোন দলীল নেই। বরং এগুলো ইমামগণের গবেষণা মাত্র'। (আল মাজমু'-৩/২৩৩)

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُوْلِ اللهِ فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ اَنْ يَقُوْمَ النَّبِىُّ ﷺ مَقَامَهُ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) এর উদ্দেশ্যে নামাযের ইকামাত দেয়া হত। আর নবী (সা.) নিজের স্থানে দাঁড়ানোর পূর্বেই লোকজন (তাঁকে দেখেই) কাতার বেঁধে দাঁড়িয়ে যেত'।[৩০]*

নারীদের আযান দেয়ার বিধান

রাসূলুল্লাহ (সা.) ও সাহাবীগণের যুগে কোন নারী আযান দিয়েছেন তা হাদীছে পাওয়া যায় না। বরং মদীনায় যাওয়ার পর রাসূল (সা.) সাহাবীগণের যে মাজলিসে নামাযের জন্য আহ্বানের পন্থা কি হবে তা নিয়ে পরামর্শ করেছিলেন ঐ মাজলিসে হযরত ওমর (রা.) বলেছিলেন–

اَوَلَا تَبْعَثُوْنَ رَجُلًا يُنَادِىْ بِالصَّلَاةِ؟

'তোমরা কি কোন পুরুষকে পাঠাবে না, যে নামাযের জন্য ডাকবে?'[৩১] এখানে "পুরুষ" উল্লেখ করা হয়েছে। নারীর কথা উল্লেখ করা হয় নি।

নামাযে যদি ইমাম ভুল করে তাহলে পুরুষগণ আওয়াজ দিয়ে বলবে "সুবহানাল্লাহ" কিন্তু নারীগণ হাতের কব্জিতে আঘাত করবে। মুখে আওয়াজ করবে না। এখানেও নারীদের কণ্ঠস্বরকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। রাসূল (সা.) বলেছেন–

اَلتَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.

---

৩০. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২৫৭

* এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম যদি আগ থেকে উপস্থিত না থাকেন, তাঁকে দেখে মুয়ায্যিন যখন ইকামাত দিতে শুরু করবেন, তখনই মুসল্লিগণ চাইলে ইকামাতের শুরুতে দাঁড়িয়ে যেতে পারবেন।

৩১. বুখারী, আস সহীহ, হা-৬০৪; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৩৭৭

'পুরুষদের জন্য তাসবীহ এবং নারীদের জন্য তাছফীক ।'[৩২]

আযানের সুন্নাহ হচ্ছে- সর্বোচ্চ ধ্বনিতে আওয়াজ করা । আর নারীদের কণ্ঠ উচ্চ করা তাদের পর্দার সাথে সাংঘর্ষিক । ইসলামের স্বর্ণযুগ তথা কুরুনে ছালাছায় নারীদের আযান দেয়ার দলীল পাওয়া না । এটা থেকেই ধারণা করা হয় নারীদের জন্য আযান দেয়া অনুমোদিত নয় ।

নিয়্যাত করা

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ.

'ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী (সা.) বলেন- সমস্ত আমল নিয়্যাতের উপর নির্ভরশীল ।'[৩৩]*

কিবলামুখী হওয়া

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلَاةِ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যখন

---

৩২. বুখারী, আস সহীহ, হা-১২০৪

৩৩. বুখারী, আস সহীহ, হা-১

* নামাযে নিয়্যাত করা আবশ্যক, কিন্তু নিয়্যাত পড়া আবশ্যক নয় । নিয়্যাত মনের সাথে সম্পৃক্ত, মুখের সাথে নয় । নিয়্যাত শব্দের অর্থ হলো- সংকল্প করা, ইচ্ছা করা আর পরিভাষায় নিয়্যাত হলো- تَوَجُّهُ النَّفْسِ نَحْوَ الْعَمَلِ 'কাজের প্রতি মনের ঝোঁক হলো নিয়্যাত ।' (মু'জামুল ওয়াসীত, পৃ. ৯৬৬) ।

নামাযের নিয়্যাত মানে হলো- কোন্ ওয়াক্তের কোন্ নামায কত রাকা'আত ইত্যাদি মনে মনে সংকল্প করা । মুখে "নাওয়াইতু আন উছাল্লিয়া" ইত্যাদি উচ্চারণ করার কোন প্রয়োজন নেই । হাদীছে এ জাতীয় শব্দাবলী পাওয়া যায় না । সুতরাং যা হাদীছে নেই তা মুস্তাহাব বা উত্তম মনে করে আমল করা মোটেও সঠিক নয় ।

নামায আদায়ের ইচ্ছা করবে, তখন ভালভাবে অযু কর এবং কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াও' ।[৩৪]*

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন :

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ.

'সুতরাং তোমার চেহারা মসজিদুল হারামের দিকে ফিরাও' ।[৩৫]

দাঁড়িয়ে, বসে বা শুয়ে নামায পড়া

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ كَانَ بِىَ النُّصُوْرُ فَسَأَلْتُ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ صَلِّ قَائِمًا فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا وَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلٰى جَنْبٍ.

---

৩৪. বুখারী, আস সহীহ, হা-৫৮০৯; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৮১

* কিবলামুখী হয়ে নামায পড়া ফরয । যদি এমন কোন স্থানে নামায পড়া হয় যেখানে কোন্ দিকে কিবলা তা কেউ জানে না । তাহলে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে মন যে দিকে ধাবিত হবে সেদিককে কিবলা মনে করে নামায পড়তে হবে । নামায চলাকালে যদি প্রমাণ হয় যে এদিকটা কিবলা নয় । তাহলে সাথে সাথে কিবলামুখী হয়ে বাকী নামায আদায় করতে হবে । আর নামায শেষ হয়ে গেলে ওয়াক্তের ভেতর কিবলা জানতে পারলে আবার নামায দোহরাতে হবে । কেননা ফরয লঙ্ঘন হয়ে গেছে । আর যদি ওয়াক্ত চলে যাওয়ার পর কিবলা জানা যায়, তাহলে নামায দোহরাতে হবে না । কেননা কুরআনের অন্যত্র রয়েছে–

وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ.

'পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহরই । অতএব তোমরা যেদিকে মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ আছেন ।' (সূরা বাকারা : ১১৫)

কিবলার দিকে মুখ করে নামায শুরু করার পর যদি বাহন (লঞ্চ, বাস, বিমান ইত্যাদি) অন্যদিকে ফিরে যায়, তাহলে নামাযীও কিবলার দিকে ফিরে যেতে হবে । আর যদি অসম্ভব হয় তাহলে ঐ অবস্থায়ই নামায শেষ করতে হবে । বাহন থেকে নেমে ওয়াক্ত পাওয়া গেলে নামায দোহরাতে হবে । আর ওয়াক্ত পাওয়া না গেলে পুনরায় কাযা পড়তে হবে না । তবে কিবলার দিকে ফিরেই নামায শুরু করতে হবে । কেউ কেউ বলেন- বাহনে কিবলার দিকে ফিরতে হবে না– এ কথা একেবারেই ভিত্তিহীন । তবে বাহনে নফল নামায পড়লে কিবলামুখী হওয়া আবশ্যক নয় ।

৩৫. সূরা বাকারা : ১৪৪

'ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পাঁজরে ব্যথাজনিত রোগ ছিল। আমি নবী (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে, তাতে সক্ষম না হলে বসে আদায় করবে এবং তাতেও সক্ষম না হলে (পার্শ্বদেশের উপর) শুয়ে নামায আদায় করবে'।[৩৬]*

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ الرَّجُلِ قَاعِدًا فَقَالَ صَلَاتُهُ قَائِمًا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا وَصَلَاتُهُ قَاعِدًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَائِمًا وَصَلَاتُهُ نَائِمًا عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدًا.

'ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা.) কে কারো বসে নামায আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তার বসে নামায আদায়ের চাইতে দাঁড়িয়ে নামায পড়া উত্তম। তার বসে নামায

---

৩৬. বুখারী, আস সহীহ, হা-১০৪৭

* ফরয নামায দাঁড়িয়ে পড়া ফরয। যার সামর্থ আছে তাকে দাঁড়িয়েই নামায পড়তে হবে। অন্যথায় নামায বাতিল হবে। যার দাঁড়ানোর সামর্থ নেই, শুধু সে বসে নামায পড়বে। দাঁড়ানোর সামর্থ আছে কিন্তু ঝুঁকে রুকু করা বা মাটিতে কপাল রেখে সাজদা করার সামর্থ নেই। তাহলে দাঁড়ানো অবস্থায় কিরাআত পড়ে দাঁড়িয়ে যতটুকু ঝুঁকা সম্ভব ততটুকু ঝুঁকে রুকু করতে হবে এবং তারপর বসে যতটুক ঝুঁকা সম্ভব ততটুকু ঝুঁকে শূন্যে সাজদা করতে হবে। বসার ক্ষেত্রে মাটিতেই বসতে হবে। এটাই সুন্নাহ। রাসূল (সা.) নিজেও বসে নামায পড়েছেন মর্মে হাদীছ রয়েছে, কিন্তু তিনি চেয়ারে বসেছেন- এমন হাদীছ পাওয়া যায় না। নামায হলো বিনয় প্রকাশের সর্বশ্রেষ্ঠ মাধ্যম। মনিবের সম্মুখে গোলামের মাটিতে বসার মাঝেই বিনয়ের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। চেয়ারে বসার মাঝে নয়। তাই চেয়ার পরিহার করা উচিৎ। তবে হ্যাঁ, যদি কোন ব্যক্তির পক্ষে মাটিতে বসাও অসম্ভব হয়, তাহলে শুয়ে নামায পড়ার তুলনায় চেয়ারে বসে নামায পড়া অধিক সিদ্ধ হবে।

আর শুয়ে নামায পড়ার নিয়ম হলো- হাদীছের নির্দেশ- فَعَلَى جَنْبٍ তথা পার্শ্বদেশের উপর নামায পড়। পার্শ্বদেশের উপর শুয়ে নামায পড়লেই কেবল কিবলামুখী হওয়া সম্ভব। আর যদি পার্শ্বদেশের উপর শুয়ে নামায পড়া অসম্ভব হয়, তাহলে মুখ কিবলামুখী হওয়ার নিকটবর্তী করার জন্য কিবলার দিকে পা দিয়ে উপরের দিকে মুখ করে মাথা বালিশ বা উঁচু কিছুতে রেখে সামর্থ পরিমাণ মাথা ঝুঁকিয়ে রুকু-সাজদাহ ইশারা দ্বারা আদায় করতে হবে।

আদায় করা (সাওয়াবের ক্ষেত্রে) দাঁড়িয়ে নামায আদায় করার অর্ধেক এবং তার শুয়ে নামায আদায় করা বসে নামায আদায় করার অর্ধেক'।[৩৭]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ فِيْ شَيْءٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ جَالِسًا قَطُّ حَتَّى دَخَلَ فِي السِّنِّ فَكَانَ يَجْلِسُ فِيهَا فَيَقْرَأُ حَتَّى إِذَا بَقِيَ اَرْبَعُوْنَ اَوْثَلَاثُوْنَ آيَةً قَامَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ سَجَدَ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে রাতের নামাযে (তাহাজ্জুদ) কখনো বসে কিরা'আত পড়তে দেখিনি। অবশেষে বৃদ্ধ বয়সে পৌছুলে তিনি রাতের নামাযে বসে কিরা'আত পড়তেন। চল্লিশ বা ত্রিশ আয়াত বাকী থাকতে উঠে দাঁড়িয়ে তা পাঠ সম্পন্ন করে সাজদায় যেতেন'।[৩৮]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ بِهِ وَهُوَ يُصَلِّيْ جَالِسًا فَقَالَ صَلَاةُ الْجَالِسِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) তাকে অতিক্রম করছিলেন এমতাবস্থায় যে, তিনি বসে নামায আদায় করছিলেন। তখন রাসূল (সা.) বললেন- যে ব্যক্তি বসে নামায পড়বে, সে দাঁড়িয়ে নামায পড়া ব্যক্তির অর্ধেক (সাওয়াব পাবে)'।[৩৯]*

---

৩৭. বুখারী, আস সহীহ, হা-১০৪৫

৩৮. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৯৫৩

৩৯. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১২২৯

* এ হাদীছে বসে নফল নামায পড়ার অনুমোদন পাওয়া যায়। অর্থাৎ দাঁড়িয়ে নামায পড়তে সক্ষম ব্যক্তিও বসে নফল নামায পড়তে পারবে। তবে দাঁড়িয়ে পড়ার তুলনায় সাওয়াব পাবে অর্ধেক।

উল্লেখ্য যে, কোন কোন অঞ্চলে নফল নামায বসে পড়লে সাওয়াব বেশী- এমন কথার প্রচলন রয়েছে। অথচ একথা একেবারেই ভিত্তিহীন।

নামাযে দু'পা একত্র করে দাঁড়ানো

عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ قَالَ اِنَّ عَبْدَ اللهِ رَاى رَجُلًا يُصَلِّيْ قَدْ صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ وَلَوْ رَاوَحَ بَيْنَهُمَا كَانَ اَفْضَلَ.

'আবু উবাইদাহ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) এক ব্যক্তিকে তার দুই পা একত্রে মিলিয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তে দেখেন। তিনি বলেন, সে সুন্নাতের বিপরীত করছে। সে যদি তার এক পা থেকে অপর পা আলাদা রাখতো তবে তাই উত্তম হতো'।[৪০]*

নামায অবস্থায় চোখ যেখানে থাকবে

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْكَعْبَةَ وَمَا خَلَفَ بَصَرُهُ مَوْضَعَ سُجُوْدِهِ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) কা'বায় প্রবেশ করলেন এবং **সাজদার স্থান** থেকে তাঁর দৃষ্টি ফিরেনি।'[৪১]

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَا اَنَسُ اِجْعَلْ بَصَرَكَ حَيْثُ تَسْجُدُ.

'হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নিশ্চয় রাসূল (সা.) বলেন, হে আনাস! **নামাযে সাজদার স্থানে তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখো**।'[৪২]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ كَانُوْا يَلْتَفِتُوْنَ فِيْ صَلَاتِهِمْ حَتّٰى نَزَلَتْ قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ فَاَقْبَلُوْا عَلٰى صَلَاتِهِمْ وَنَظَرُوْا اَمَامَهُمْ وَكَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ اَنْ لَا يُجَاوِزَ بَصَرُ اَحَدِهِمْ مَوْضَعَ سُجُوْدِهِ.

'মুহাম্মদ ইবনু সিরীন থেকে বর্ণিত। তাঁরা (সাহাবাগণ) নামাযে এদিক সেদিক তাকাতেন। এক পর্যায়ে নাযিল হলো– মুমিনগণ সফল, যারা নামাযে বিনয়ী। তখন তাঁরা নামাযে মনোযোগী হলেন এবং সামনের দিকে তাকিয়ে নামায পড়তেন। আর তাঁরা তাঁদের কারো দৃষ্টি সাজদার স্থান অতিক্রম না করাকে পছন্দ করতেন।'[৪৩]

তাকবীর বলে নামায শুরু করা

عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اَللّٰهُ اَكْبَرُ.

'আবূ হুমাইদ আস-সাইদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাযের জন্য কিবলামুখী হয়ে দাঁড়াতেন। হাত উপরে উঠিয়ে বলতেন 'আল্লাহু আকবার'।[৪৪]

عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ.

'আবু বকর ইবনু আবদুর রহমান (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা.) কে বলতে শুনেছেন: 'রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন নামাযে দাঁড়াতেন **আল্লাহু আকবার** বলে নামায শুরু করতেন'।[৪৫]

---

৪০. নাসাঈ, আস সুনান, হা-৮৯৩

* মুসল্লির দু'পায়ের মাঝখানে কতটুকু ফাঁক থাকবে তা মুসল্লির উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। নামাযের সৌন্দর্য ও মুসল্লির প্রশান্তি দু'টোর প্রতি খেয়াল রেখে নামাযে দাঁড়াতে হবে।

৪১. আল বানী, সিফাতুছ ছালাহ, পৃ. ৮৯

৪২. নববী, আল খুলাছাহ, খণ্ড-১, পৃ. ৪৮৩

৪৩. ইবনু হাজর, ফাতহুল বারী, খণ্ড-২, পৃ. ২৭১

৪৪. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৮০৩

৪৫. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৬৫; বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৫৯

তাকবীর বলার সময় হাত যে পর্যন্ত উঠবে

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ.

'সালেম ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) নামায শুরু করার সময় **কাঁধ বরাবর** দু'হাত উঠাতেন'।[৪৬]

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ اِذَا كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا اُذُنَيْهِ.

'মালিক ইবনু হুয়াইরিস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তাকবীর বলতেন, উভয় হাত **কান পর্যন্ত** উত্তোলন করতেন'।[৪৭]*

তাকবীর বলার সময় হাতের অবস্থা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا كَبَّرَ لِلصَّلٰوةِ نَشَرَ اَصَابِعَهُ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) যখন নামাযের জন্য তাকবীর তাহরীমা বলতেন **হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে ছড়িয়ে দিতেন**'।[৪৮]

---

৪৬. বুখারী, আস সহীহ, হা-৬৯১; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৫৯

৪৭. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৬২; নাসাঈ, আস সুনান, হা-৮৮২

* তাকবীরে তাহরীমার সময় উভয় হাত কাঁধ বরাবর অথবা কান বরাবর উত্তোলন করা, এ দু'টোই রাসূল (সা.) এর আমল দ্বারা প্রমাণিত। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল মুসল্লির ক্ষেত্রে হাদীছগুলো প্রযোজ্য। দু'টো হাদীছের যে কোন একটি আমল করলেই সুন্নাহর অনুসরণ হয়ে যাবে।

৪৮. তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৩৯

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ سَمْعَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًّا.

'সাঈদ ইবনু সাম'আন (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু হুরায়রা (রা.) কে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন নামাযে দাঁড়াতেন, **তখন নিজের উভয় হাত খাড়া করে উপরে তুলতেন**'।[৪৯]

নামাযে হাত বাঁধার স্থান

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يُؤْمَرُوْنَ اَنْ يَّضَعَ الرَّجُلُ الْيَدَ الْيُمْنٰى عَلٰى ذِرَاعِهِ الْيُسْرٰى فِي الصَّلٰوةِ وَقَالَ اَبُوْ حَازِمٍ لَا اَعْلَمُهُ اِلَّا يُنْمِيْ ذٰلِكَ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ.

'সাহল ইবনু সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকদেরকে নির্দেশ দেয়া হত যে নামাযে প্রত্যেকে **ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখবে**। আবু হাযেম বলেছেন, এ কাজটিকে আমি নবী (সা.) এর কাজ বলেই জানি'।[৫০]

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ اَنَّهُ رَاَى النَّبِيَّ ﷺ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى.

'ওয়াইল ইবনু হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা.) কে দেখেছেন **ডান হাত বাম হাতের উপরে রাখতে**'।[৫১]

عَنْ طَاؤُسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى ثُمَّ يَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلٰى صَدْرِهٖ وَهُوَ فِي الصَّلٰوةِ.

---

৪৯. তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৩৯

৫০. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৪০; মালিক, আল মুয়াত্তা, হা-৩৬৫

৫১. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৯১

'তাউস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) নামায আদায় কালে স্বীয় **ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে তা নিজের বুকের উপরে বাঁধতেন'**।[৫২]

عَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ اَنَّ عَلِيًّا قَالَ السُّنَّةُ وَضْعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِى الصَّلٰوةِ تَحْتَ السُّرَّةِ.

'আবু জুহাইফা (র.) সূত্রে বর্ণিত, আলী (রা.) বলেন- নামাযের সময় (বাম) হাতের তালুর উপর (ডান) হাতের তালু **নাভীর নিচে** রাখা সুন্নাত'।[৫৩]

عَنِ ابْنِ جَرِيْرٍ الضَّبِّىِّ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيًّا يُمْسِكُ شِمَالَهُ بِيَمِيْنِهِ عَلَى الرُّسْغِ فَوْقَ السُّرَّةِ.

'ইবনু জারীর আদ দাব্বী থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী (রা.) কে নামায আদায়কালে **নাভীর উপরে** ডান হাত দ্বারা বাম হাতের কব্জি ধরে রাখতে দেখেছি'।[৫৪]

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ..... ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرٰى وَالرُّسْغِ مِنَ السَّاعِدِ.

'ওয়াইল ইবনু হুজর থেকে বর্ণিত।..... অত:পর তিনি তাঁর ডান হাত তাঁর বাম হাতের তালুর পিঠ এবং বাহুর **কব্জির উপর রাখলেন'**।[৫৫]

عَنْ وَائِلٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلَى الْيُسْرٰى فِى الصَّلٰوةِ قَرِيْبًا مِنَ الرُّسْغِ.

---

৫২. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৭৫৯

৫৩. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৭৫৬

৫৪. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৭৭৫

৫৫. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৭২৭, ইবনু হিব্বান, আস সহীহ, হা-১৮৬০

'ওয়াইল ইবনু হুজর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি দেখলাম রাসূল (সা.) নামাযের মধ্যে তাঁর ডান হাত বাম হাতের উপর **কব্জির কাছাকাছি রেখেছেন'**।[৫৬]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) قَالَ: وَضْعُ الْيَمِيْنِ عَلَى الشِّمَالِ فِى الصَّلٰوةِ عِنْدَ النَّحْرِ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে সূরা কাউছার (তোমার রবের জন্য নামায পড় এবং নাহর কর)-এর ব্যাখ্যা এসেছে- নাহর করার অর্থ ডান হাতকে বাম হাতের উপর **কণ্ঠনালীর কাছাকাছি স্থাপন কর'**।[৫৭]*

---

৫৬. আহমাদ, আল মুসনাদ, ৪/৩১৮; আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৯৩২

৫৭. বায়হাকী, আস সুনান আল কুবরা, খ-২, পৃ. ৩১; আয যাহাবী, আল মুহাযযাব, খ-১, পৃ. ৪৮৪

* উল্লেখিত হাদীছগুলো দ্বারা নামাযে নিম্নোক্ত স্থানে হাত বাঁধা সাব্যস্ত হয়।

(১) ডান হাত বাম হাতের উপর (স্থান অনির্ধারিত)

(২) ডান হাত বাম হাতের কব্জির উপর, নাভীর উপরে।

(৩) ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর উপর, নাভীর নীচে।

(৪) ডান হাত বাম হাতের উপর, বুকের মাঝে।

(৫) ডান হাত বাম হাতের উপর, কব্জির কাছাকাছি।

(৬) ডান হাত বাম হাতের উপর, কণ্ঠনালীর কাছাকাছি।

সবগুলো হাদীছ দ্বারা একটি বিষয় সাব্যস্ত হয়, তা হলো- ডান হাত বাম হাতের উপর থাকবে। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হাদীছে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কোথায় রাখতে হবে, স্থানটি নির্ধারণ করা হয় নি।

অন্যান্য হাদীছগুলোতে বিভিন্ন স্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এতে বুঝা যায়, এ বিষয়ে ইসলামে প্রশস্ততা রয়েছে। ডান হাত-বাম হাতের উপর রেখে নামাযী যেখানে হাত বেঁধে স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে নামায আদায় করবে তাতেই সুন্নাত আদায় হয়ে যাবে। এ নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া মোটেও কাম্য নয়। মক্কা-মাদীনায় কিছু লোককে হাত না বেঁধে হাত সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে নামায পড়তে দেখা যায়। যারা হাত না বেঁধে হাত ছেড়ে দিয়ে নামায আদায় করে থাকেন, তাদের এ আমলের পক্ষে অনেক অনুসন্ধান করেও কোন দলীল পাওয়া যায়নি। ওয়াল্লাহু আ'লাম।

বিভিন্ন প্রকার ছানা

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ قَالَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالٰى جَدُّكَ وَلَا إِلٰهَ غَيْرُكَ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) নামায শুরু করার পর এই দু'আ পড়তেন– "সুবহানাকা আল্লা-হুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবা-রাকাসমুকা ওয়া তা'আলা- জাদ্দুকা ওয়া লা- ইলাহা গয়রুকা-" (অর্থাৎ হে আল্লাহ! তুমি পূত-পবিত্র । তোমার পূত-পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করার সাথে সাথে আমরা আরো বলছি, তুমি খুবই বারাকাতপূর্ণ । তোমার শান অনেক উর্ধ্বে । তুমি ছাড়া প্রকৃত আর কোন মা'বুদ নেই' ।[৫৮]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَسْكُتُ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ اِسْكَاتَةً قَالَ اَحْسِبُهُ قَالَ هُنَيَّةً فَقُلْتُ بِاَبِىْ اَنْتَ وَاُمِّىْ يَارَسُوْلَ اللهِ اِسْكَاتُكَ بَيْنَ التَّكْبِيْرِ وَبَيْنَ الْقِرَاءَةِ مَاتَقُوْلُ قَالَ اَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِىْ وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ والْمَغْرِبِ اَللّٰهُمَّ نَقِّنِىْ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ اَللّٰهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ.

অনুরূপ রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত ঝুলিয়ে রাখা হবে, না কি- আবার হাত বাঁধা হবে । তা নিয়েও দু'রকম আমল দেখতে পাওয়া যায় । তবে রুকু থেকে উঠে দাঁড়িয়ে হাত আবার বাঁধতে হবে– অনুসন্ধান করেও এমন হাদীছ পাওয়া যায় নি । তাই হাত ঐ অবস্থায় ঝুলিয়ে রাখাই সুন্নাত বলে বিবেচিত হবে । যদিও কোন কোন আলিম দাঁড়ানো অবস্থার উপর কিয়াস করে রুকু থেকে উঠে আবার হাত বেঁধে থাকেন । এটা তাঁদের ব্যক্তিগত ইজতিহাদ হিসেবে গণ্য হবে । সুন্নাত হিসেবে নয় ।

৫৮. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৭৭৬; তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৪৩

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ (সা.) (নামায শুরু করে) তাকবীরে তারহীমা ও কিরাআতের মাঝে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন । (আবু যার'আ বলেন) আমার মনে হয় বর্ণনাকারী আবু হুরায়রা বলেছিলেন যে, তিনি অল্প কিছুক্ষণ চুপ থাকতেন । আবু হুরায়রা বলেন, আমি বললাম– হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, তাকবীর ও কিরাআতের মাঝখানে নিশ্চুপ থাকার সময় আপনি কি বলেন? উত্তরে তিনি বললেন, তখন আমি বলি "হে আল্লাহ! পূর্ব পশ্চিমের মধ্যে যেরূপ ব্যবধান রয়েছে, আমার এবং আমার গুনাহের মধ্যে তদ্রূপ ব্যবধান সৃষ্টি কর । হে আল্লাহ! সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে যেরূপ পবিত্র করা হয়, তদ্রূপ আমাকে গুনাহ থেকে পবিত্র কর । হে আল্লাহ! আমার গুনাহ ও পাপরাশিকে তুমি পানি, বরফ ও তুষার কণিকা দ্বারা ধৌত করে দাও' ।[৫৯]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلٰوةِ كَبَّرَ ثُمَّ قَالَ : وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِىْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ حَنِيْفًا مُسْلِمًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْمَلِكُ لَا اِلٰهَ إِلَّا اَنْتَ اَنْتَ رَبِّىْ وَاَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِىْ وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِىْ فَاغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ جَمِيْعًا إِنَّهٗ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا اَنْتَ وَاهْدِنِىْ لِأَحْسَنِ الْاَخْلَاقِ لَا يَهْدِىْ لِأَحْسَنِهَا إِلَّا اَنْتَ وَاصْرِفْ عَنِّىْ سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ سَيِّئَهَا إِلَّا اَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهٗ فِىْ يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ اِلَيْكَ اَنَا بِكَ وَاِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ.

---

৫৯. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭০০; মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২৪২

'আলী বিন আবু তালেব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) যখন নামাযে দাঁড়াতেন তখন তাকবীর দিতেন অত:পর বলতেন– ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদা..... আসতাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা'।[৬০*]

কিরাআতের শুরুতে (তা'আউউজ) আ'উযু বিল্লাহ পড়া

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ كَبَّرَ ثُمَّ يَقُوْلُ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ..... ثُمَّ يَقُوْلُ اَعُوْذُ بِاللهِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ..... ثُمَّ يَقْرَأُ.

'আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) রাতে নামাযে দাঁড়ালে তাকবীরে তাহরীমার পর ছানা পড়তেন..... তারপর বলতেন, আ'উযু বিল্লাহিস সামিইল আলীমি মিনাশ শায়তানির রাজীম..... তারপর কিরাআত পাঠ করতেন'।[৬১]

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

---

৬০. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৭৬০; মুসলিম আস সহীহ, হা-১৬৮৯

* উল্লেখিত হাদীছগুলো দ্বারা বুঝা যায়, রাসূল (সা.) তাকবীরে তাহরীমার পর এক এক সময় এক এক রকমের ছানা পড়তেন। কিন্তু তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাজি..... বা এ জাতীয় কোন দু'আ পড়তেন তা হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত নয়। কিন্তু আমাদের দেশে মুসল্লার দু'আ বা জায়নামাযের দু'আ বলে– 'ইন্নী ওয়াজ্জাহতু..... ওয়া মা আনামিনাল মুশরিকীন'- এ দু'আ তাকবীরে তাহরীমার আগে প্রচলিত আছে তা হাদীছের সম্পূর্ণ বিপরীত। হযরত আলী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে দেখা যায়– এ দু'আটি রাসুল (সা.) তাকবীরে তাহরীমা বলার পর পড়তেন– আগে নয়।

৬১. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৭৭৫

'সুতরাং যখন আপনি কুরআন পাঠ করবেন তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করুন'।[৬২]

বিসমিল্লাহ (তাসমিয়াহ) পড়া

عَنْ نُعَيْمِ الْمُجْمِرِ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ اَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَرَأَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ثُمَّ قَرَأَ بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ.

'নুয়াইম মুজমির (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবূ হুরায়রা (রা.) এর পেছনে নামায আদায় করি। তিনি প্রথমে পড়লেন বিসমিল্লাহির রাহমানির রহীম, এরপর সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন'।[৬৩]

عَنْ اَنَسٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَلَمْ اَسْمَعْ اَحَدًا مِّنْهُمْ يَجْهَرُ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এবং আবু বকর, উমর ও উসমান (রা.)-এর পিছনে নামায আদায় করেছি। তাদের কাউকে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম উচ্চৈঃস্বরে পড়তে শুনিনি'।[৬৪]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَرَأْتُمُ الْفَاتِحَةَ فَاقْرَءُوْا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَإِنَّهَا إِحْدٰى اٰيَاتِهَا.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমরা যখন সূরা ফাতিহা পড়বে, তখন বিসমিল্লাহির রহমানির রহীমসহ পড়বে। কেননা বিসমিল্লাহ সূরা ফাতিহারই এক আয়াত'।[৬৫]

---

৬২. সূরা আন নাহল-৯৮

৬৩. নাসাঈ, আস সুনান, হা-৯০৮

৬৪. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৮৮৫; নাসাঈ, আস সুনান, হা-৯১০

৬৫. বায়হাকী, আস সুনান, হা-২৪৮৬

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبْزٰى عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ فَجَهَرَ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ.

'সাঈদ ইবনু আব্দুর রহমান বিন আবজা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন- আমি হযরত ওমর (রা.) এর পিছনে নামায পড়েছি। তিনি স্বশব্দে বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম পড়েছেন'।[৬৬]

সূরা ফাতিহা পড়া এবং পড়ার পদ্ধতি

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا صَلٰوةَ لِمَنْ لَا يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

'উবাদা ইবনু সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে লোক নামাযে সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার নামাযই হয় না'।[৬৭]

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ كَانُوْا يَفْتَتِحُوْنَ الصَّلٰوةَ بِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ.

'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.), আবু বকর (রা.) এবং ওমর (রা.) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ দিয়ে নামায শুরু করতেন'।[৬৮]

عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا ذَكَرَتْ قِرَاءَةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ . اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ . مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ يُقَطِّعُ قِرَاءَتَهُ اٰيَةً اٰيَةً.

---

৬৬. ত্বাহাবী, শরহু মাআনিল আছার, খ-১, পৃ. ১৪৭

৬৭. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭১২; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭২২

৬৮. বুখারী, আস সহীহ, হা-৬৯৯; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৩৯৯

'উম্মু সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কুরআন পাঠ বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর কিরাআত ছিলো এরূপ : বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে থামতেন। আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন পড়ে থামতেন। আর রাহমানির রাহীম পড়ে থামতেন। মালিকি ইয়াওমিদ্দীন পড়ে থামতেন। এভাবে তার কিরাআত ছিলো প্রতিটি আয়াত বিরতি দিয়ে'।[৬৯]*

ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে কি-না?

عَنْ اَبِىْ نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُوْلُ مَنْ صَلّٰى رَكْعَةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ فَلَمْ يُصَلِّ اِلَّا اَنْ يَّكُوْنَ وَرَاءَ الْاِمَامِ.

'আবু নুয়াইম ওয়াহব ইবনু কাইসান (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) কে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি নামায পড়ল অথচ তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করল না, সে নামাযই পড়েনি। **হ্যাঁ ইমামের পিছনে হলে ভিন্ন কথা** (সে ক্ষেত্রে ফাতিহা পাঠের প্রয়োজন নেই)'।[৭০]

عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قَرَأَ الْاِمَامُ فَاَنْصِتُوْا.

'আবু মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : **ইমামের কিরাআত পাঠ করার সময় তোমরা নিরব থাক**'।[৭১]

---

৬৯. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৪০০১; তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৯২৭

* রাসূল (সা.) এর কিরাআত পড়ার নিয়ম ছিল এক আয়াত পর তিনি ওয়াক্ফ করতেন। আর এটাই হলো আল্লাহ তা'আলার আদেশ وَرَتِّلِ الْقُرْاٰنَ تَرْتِيْلًا. 'কুরআন আবৃত্তি করুন সুবিন্যস্তভাবে ও স্পষ্টভাবে' (সূরা মুযযাম্মিল-৪)। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো- আমরা ফরয নামাযে এ বিধান মেনে চললেও রমযান মাসে তারাবীহ'র নামাযে এ বিধান অনেকেই খেয়াল রাখি না। অহরহ এ বিধান লঙ্ঘিত হচ্ছে। যা কোনভাবেই কাম্য নয়।

৭০. তিরমিযী, আস সুনান, হা-৩১৪

৭১. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৮৪৭; আলবানী, সহীহুল জামে, হা-৭২৮

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, **ইমাম যখন কিরাআত পাঠ করবে তখন তোমরা চুপ থাকবে'**।[৭২]

ইমাম মুসলিম (রহ.) কে এই হাদীছ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল :

قَالَ لَهُ أَبُوْ بَكْرٍ فَحَدِيْثُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ فَقَالَ هُوَ صَحِيْحٌ يَعْنِيْ وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوْا فَقَالَ هُوَ عِنْدِيْ صَحِيْحٌ فَقَالَ لِمَ لَمْ تَضَعْهُ هَاهُنَا قَالَ لَيْسَ كُلُّ شَيْءٍ عِنْدِيْ صَحِيْحٌ وَضَعْتُهُ هَاهُنَا. إِنَّمَا وَضَعْتُ هَاهُنَا مَا أَجْمَعُوْا عَلَيْهِ.

'আবু বকর তাঁকে (মুসলিম রহ. কে) বললেন, আবু হুরায়রার এই বর্ণনা সম্পর্কে আপনার কী মত? তিনি বললেন, **তাঁর বর্ণনা সহীহ**। **ইমাম যখন কুরআন পাঠ করে তোমরা চুপ থাক**। **ইমাম মুসলিম** বলেন, এ হাদীছ আমার মতে সহীহ। আবু বকর বললেন, তাহলে আপনার কিতাবে তা যোগ করেননি কেন? তিনি বললেন, আমি যেটা সহীহ মনে করি শুধু তাই আমার কিতাবে লিপিবদ্ধ করা জরুরী মনে করি না। বরং যেসব হাদীছ সহীহ বলে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আমি কেবল তাই আমার কিতাবে সংকলন করেছি'।[৭৩]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَإِنَّ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ.

'জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : **যাদের ইমাম আছে, ইমামের কিরাআতই তার (মুসল্লির) কিরাআত'**।[৭৪]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيْهَا بِأُمِّ

---

৭২. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৬০৪; নাসাঈ, আস সুনান, হা-৯২৪

৭৩. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৮০০

৭৪. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৮৫০

الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ ثَلَاثًا غَيْرُ تَمَامٍ فَقِيْلَ لِأَبِيْ هُرَيْرَةَ إِنَّا نَكُوْنُ وَرَاءَ الْإِمَامِ. فَقَالَ اقْرَأْ بِهَا فِيْ نَفْسِكَ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন : যে ব্যক্তি নামায আদায় করল অথচ তাতে উম্মুল কুরআন (সূরা ফাতিহা) পাঠ করেনি তার নামায ত্রুটিপূর্ণ থেকে গেল। পূর্ণাঙ্গ হলো না। এ কথাটি তিনবার বলেছেন। আবু হুরায়রা (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হল, আমরা যখন ইমামের পিছনে নামায আদায় করব তখন কি করব? **তিনি বললেন, তোমরা চুপে চুপে তা পড়ে নাও'**।[৭৫]*

---

৭৫. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৭৪; নাসাঈ, আস সুনান, হা-৯১২

* 'সূরা ফাতিহা ব্যতীত নামায হয় না'– এ বিষয়ে কোন আলিম দ্বিমত করেছেন বলে আমার জানা নেই। দ্বিমত হলো, ইমামের সূরা ফাতিহা মুক্তাদির সূরা ফাতিহা হিসেবে গণ্য হবে কি-না? এ বিষয়ের মতবিরোধ খুব জটিল পর্যায়ের মতবিরোধ হিসেবে আমার কাছে অনুমিত হয়। উল্লেখিত হাদীছগুলোতে যা পাওয়া যায় তা হলো–

১. ইমামের কিরাআতই মুক্তাদির কিরাআত হিসেবে গণ্য হবে। তাই মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পড়বে না বরং চুপ থাকবে। ইমাম মুসলিমও এ হাদীছকে সহীহ বলে অভিমত দিয়েছেন।

২. ইমামের পিছনে মুক্তাদিও মনে মনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। যা হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেছেন।

৩. ইমামের কিরাআত পাঠকালে মুক্তাদি চুপ থাকবে।

পবিত্র কুরআনে এসেছে– وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهُ وَأَنْصِتُوْا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ.

'আর যখন কুরআন পাঠ করা হয়, তখন তা মনোযোগ দিয়ে শুনো এবং চুপ থাক, যাতে তোমাদের উপর রহম করা হয়।' (সূরা আরাফ-২০৪)।

ইমামের কিরাআতকে মুক্তাদির কিরাআত হিসেবে গণ্য করা হলে– "মনোযোগ দিয়ে শুনো"– "চুপ থাক।" এ আদেশগুলো একই সঙ্গে মেনে নেয়া সম্ভব। কিন্তু ইমামের সঙ্গে সঙ্গে মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পড়তে থাকলে– কুরআনের আদেশ "মনোযোগ দিয়ে শুনো" এবং কুরআন ও হাদীছের আদেশ "চুপ থাকো"– দু'টোর কোনটিই পালন করা সম্ভব নয়। অথচ দু'টোই মেনে চলা ফরয।

ইমামের পিছনে মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পড়লে এ ছাড়া আরো কিছু সমস্যা নামাযের মধ্যে উদ্ভব হয়– যার সমাধান খুবই জটিল।

যেমন– (১) মুক্তাদি এমন সময় নামাযে শামিল হলো, যখন ইমাম সূরা ফাতিহার

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الصُّبْحَ فَثَقُلَتْ عَلَيْهِ الْقِرَأَةُ فَلَمَّا اِنْصَرَفَ قَالَ اِنِّىْ اَرَاكُمْ تَقْرَءُوْنَ وَرَاءَ اِمَامِكُمْ قَالُوْا اِىْ وَاللهِ. قَالَ فَلَا تَفْعَلُوْا اِلَّا بِأُمِّ الْقُرْاٰنِ فَاِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا.

'উবাদা ইবনু ছামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) কোন একদিন ফজরের নামাযে কিরাআত পড়তে কষ্ট অনুভব করছিলেন। নামায শেষে তিনি বললেন- আমি দেখছি তোমরা তোমাদের ইমামের পিছনে কিরাআত

মাঝখানে। মুক্তাদির সূরা ফাতিহা অর্ধেক পড়ার পর ইমাম অন্য কিরাআত শুরু করে দিলো। তখন তো কিরাআত শুনা ও চুপ থাকা মুক্তাদির জন্য ফরয। মুক্তাদি কি সূরা ফাতিহা অর্ধেক পড়ে থেমে যাবে?' (২) মুক্তাদি যখন নামাযে শামিল হলো- তখন ইমামের সূরা ফাতিহা শেষ। ইমাম অন্য কিরাআত শুরু করলেন। এখন মুক্তাদি কি করবে? যদি সূরা ফাতিহা পড়ে- তাহলে শুনা ও চুপ থাকার ফরয আদেশ লজ্ঞন হবে। আর যদি সূরা ফাতিহা না পড়ে তাহলে- "নামায হবে না" এ জটিলতায় পড়তে হবে। যদি বলে এ রাকআত বাদ- তাহলে তো রাকআত সংখ্যা বেড়ে যাবে। এতো আরেক জটিলতা। এখন কি করবে?

সুতরাং ইমাম যখন কিরাআত পড়বে তখন মুসল্লি চুপ থাকবে। ইমামের কিরাআত মুসল্লির কিরাআত হিসেবে গণ্য হয়ে যাবে- এ হাদীছগুলোর আলোকে আমল করলে জটিলতা থাকে না।

বলবেন- ইমাম যখন চুপি চুপি কিরাআত পড়ে তখন মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পড়তে আপত্তি কেন? বলবো- ওখানেও তো একই সমস্যা। মুক্তাদি যদি সূরা ফাতিহার ২ আয়াত পড়ার পর ইমাম রুকুতে চলে গেলেন, তখন কি হবে? এটা কি হতে পারে না? মুক্তাদি যদি রুকু না করে সূরা ফাতিহা পড়তে থাকেন, তাহলে ইমামের অনুসরণ লজ্ঞন করার অপরাধ হবে এবং রুকুও মিস হবে। আর যদি সূরা ফাতিহা না পড়েন তাহলে "নামায হবে না"- এ জটিলতায় পড়বেন। এখন কি হবে?

কেউ কেউ বলেন- সূরা ফাতিহা নাকি কুরআনের ভূমিকা। এটি মূল কুরআন নয়। তাই এটা তিলাওয়াতকালে শুনা ও চুপ থাকা ফরয না। অথচ রাসূল (সা.) আবু সাঈদ বিন আল মুয়াল্লা (রা.) কে বলেছেন- 'আমি তোমাকে কুরআনের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ সূরা শিক্ষা দেব- هِىَ اَعْظَمُ السُّوَرِ فِى الْقُرْاٰنِ তারপর বললেন- আলহামদু লিল্লাহ রব্বিল আলামিন.... (বুখারী, আস সহীহ, হা-৪৪৭৪)।

পড়ছো? তারা বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন- না, এটা করো না। তবে সূরা ফাতিহা ব্যতীত। কেননা যে সূরা ফাতিহা পড়বে না, তার নামায হবে না'।[৭৬]

আমীন বলা, সশব্দে- নাকি নিঃশব্দে?

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا اَمَّنَ الْاِمَامُ فَأَمِّنُوْا فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اٰمِيْنَ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, নামাযে ইমাম যখন আমীন বলে তখন **তোমরাও আমীন বল**। কেননা যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পূর্ববর্তী সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে'।[৭৭]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ تَرَكَ النَّاسُ التَّأْمِيْنَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قَالَ (غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ) قَالَ اٰمِيْنَ حَتّٰى يَسْمَعَهَا اَهْلُ الصَّفِّ الْاَوَّلِ فَيَرْتَجُّ بِهَا الْمَسْجِدُ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা আমীন বলা ত্যাগ করেছে, রাসূল (সা.) গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়ালাদ দল্লীন বলার পর **আমীন বলতেন, এমনকি প্রথম সারির লোকেরা তা শুনতে পেতো এবং এতে মসজিদ প্রতিধ্বনিত হতো**'।[৭৮]

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قَرَأَ وَلَا الضَّآلِّيْنَ قَالَ اٰمِيْنَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ.

---

৭৬. তিরমিযী, আস সুনান, হা-৩১১

৭৭. বুখারী, আস সহীহ, হা-৩৩৭; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৮১০

৭৮. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৯৩৪; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৮৫৩

'ওয়াইল ইবনু হুজর (রা.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নামায আদায়কালে) রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন "ওয়ালাদ্দল্লীন" পড়তেন **তখন তিনি সশব্দে আমীন বলতেন'**।[৭৯]

তিরমিযীতে ওয়াইল ইবনু হুজর (রা.) এর এ রেওয়ায়েতটি বর্ণিত হয়েছে দু'টি সূত্রে।

* এক. সুফিয়ান সাওরির সূত্রে-

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ وَقَالَ آمِينَ وَمَدَّ بِهَا صَوْتَهُ.

'ওয়াইল ইবনু হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) কে গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়াদ দল্লীন পড়তে এবং আমীন বলতে শুনেছি। আমীন বলতে গিয়ে তিনি নিজের **কণ্ঠস্বরকে দীর্ঘ করলেন'**।[৮০]

* দুই. শু'বা সূত্রে-

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ فَقَالَ آمِينَ وَخَفَضَ بِهَا صَوْتَهُ.

'নবী (সা.) গাইরিল মাগদূবি আলাইহিম ওয়াদ দল্লীন পড়লেন, **অত:পর নীচু স্বরে 'আমীন' বললেন'**।[৮১]

* শু'বা-র সূত্রে বর্ণিত এ হাদীসের ব্যাপারে ইমাম তিরমিযী (রহ.) বলেন :

سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ حَدِيثُ سُفْيَانَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ فِي هٰذَا وَأَخْطَأَ شُعْبَةُ فِي مَوَاضِعَ مِنْ هٰذَا الْحَدِيثِ.

'আমি মুহাম্মাদ আল বুখারীকে বলতে শুনেছি এ বিষয়ে শু'বার হাদীছের

---

৭৯. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৯৩২

৮০. তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৩৬

৮১. তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৩৬

তুলনায় সুফিয়ানের হাদীছ অধিকতর সহীহ, কেননা শু'বা এ হাদীছের কয়েকটি স্থানে ভুল করেছেন'।[৮২]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُخْفِي الْإِمَامُ أَرْبَعًا. اَلتَّعَوُّذَ وَبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَآمِيْنَ وَرَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

'আবদুর রহমান ইবনু আবী লায়লা বলেন, ওমর (রা.) বলেছেন, **ইমাম চারটি বিষয় নিঃশব্দে পড়বে**। আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ, **আমীন** ও রাব্বানা লাকাল হামদ'।[৮৩]

عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ كَانَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ لَا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَلَا بِالتَّعَوُّذِ وَلَا بِالتَّأْمِيْنِ.

'আবু ওয়াইল (রহ.) থেকে বর্ণিত। ওমর (রা.) ও আলী (রা.) বিসমিল্লাহ, আউযু বিল্লাহ ও **আমীন সশব্দে পড়তেন না'**।[৮৪]

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَجَهَرَ بِآمِيْنَ.

'ওয়াইল ইবনু হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূল (সা.) এর পিছনে নামায আদায় করেন। তখন রাসূল (সা.) **সশব্দে আমীন বলেন'**।[৮৫]*

---

৮২. তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৪৯

৮৩. ইবনু হাযম, আল মুহাল্লা, খ-২, পৃ.২৮০

৮৪. ত্বাহাবী, শরহু মা'আনিল আছার, খ-১, পৃ.১৫০

৮৫. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৯৩৩

* আমীন সশব্দে বলার পক্ষে রাসূল (সা.) এর আমল সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আর নিঃশব্দে বলার পক্ষে ইমাম তিরমিযী (রহ.) হযরত শু'বা কর্তৃক বর্ণিত যে হাদীছ এনেছেন– তা তিনিই অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন। তবে নিঃশব্দে আমীন বলার ক্ষেত্রে সাহাবাগণের আমল পাওয়া যায়। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো– যারা এ ক্ষেত্রে সশব্দে আমীন বলে রাসূল (সা.) এর সরাসরি সুন্নাহ অনুসরণ করছেন– আমরা তাদেরকে কটাক্ষ করে কথা বলছি। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন।

সূরা ফাতিহার পর অন্য সূরা পাঠ করা

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ أُمِرْنَا أَنْ نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَّرَ.

'আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমরা যেন নামাযে সূরা ফাতিহা এবং **তার সাথে কুরআন থেকে সহজ পাঠ্য কোন আয়াত পড়ি**'।[৮৬]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنْ أُنَادِيَ أَنَّهُ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে আদেশ করেন যে, **আমি যেন ঘোষণা করি সূরা ফাতিহা ও তার সাথে অন্য (সূরা বা আয়াত) না মিলালে নামাযই হবে না**'।[৮৭]

عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الْفَجْرِ إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ.

'আমর ইবনু হুরায়ছ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে ফজরের নামাযে إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ পাঠ করতে শুনেছি'।[৮৮]

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ بِالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوْجِ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَنَحْوِهِمَا.

৮৬. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৮১৮

৮৭. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৮২০; নাসাঈ, আস সুনান, হা-৯১৪

৮৮. নাসাঈ, আস সুনান, হা-৯৫৫; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৮৭১

'জাবির ইবনু সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) যুহর ও আসরের নামাযে "ওয়াস সামায়ি যাতিল বুরূজ" এবং "ওয়াস সামায়ি ওয়াত তারিক" এবং এতদুভয়ের মত সূরা পাঠ করতেন'।[৮৯]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ فِي الْأُوْلَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ وَسُوْرَتَيْنِ وَفِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُخْرَيَيْنِ بِأُمِّ الْكِتَابِ.

'আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) যুহরের প্রথম দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও দু'টি সূরা পড়তেন এবং **শেষ দু'রাক'আতে সূরা ফাতিহা পড়তেন**'।[৯০]

রুকুর সময় তাকবীর বলা

عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَقُوْمُ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ.

'আবু বকর ইবনু আবদুর রহমান (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু হুরায়রা (রা.) কে বলতে শুনেছেন : রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন নামাযে দাঁড়াতেন আল্লাহু আকবার বলে নামায শুরু করতেন। অত:পর তিনি তাকবীর বলে রুকুতে যেতেন'।[৯১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِيْ كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ وَقِيَامٍ وَقُعُوْدٍ وَأَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ.

৮৯. নাসাঈ, আস সুনান, হা-৯৮৩

৯০. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৩২; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৯০৬

৯১. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৪৫; মুসলিম আহ সহীহ, হা-৭৬৫; নাসাঈ, আস সুনান, হা-১১৫৩

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রত্যেকবার নিচু হওয়া, উঠা, দাঁড়ানো ও বসার সময় আল্লাহু আকবার বলতেন। আবু বকর ও ওমর (রা.)ও এরূপ আমল করতেন'।[৯২]

রুকু করার সময় রফউল ইয়াদাইন (হাত উত্তোলন) করা বা না করা

عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتّٰى يُحَاذِىَ مَنْكِبَيْهِ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ.

'সালেম (রহ.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আব্দুল্লাহ) বলেন, আমি দেখেছি যখন রাসূলুল্লাহ (সা.) নামায শুরু করতেন তখন নিজের কাঁধ পর্যন্ত হাত উঠাতেন এবং **যখন রুকুতে যেতেন এবং রুকু থেকে উঠতেন (তখনও এরূপ) করতেন'**।[৯৩]

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَلَا اُصَلِّىْ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَصَلّٰى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ اِلَّا فِىْ اَوَّلِ مَرَّةٍ.

'আলকামা (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রা.) বললেন, আমি কি তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিয়মে নামায পড়ে দেখাব না? তিনি (আব্দুল্লাহ) নামায পড়লেন, **কিন্তু প্রথমবার (তাকবীরে তাহরীমার সময়) ছাড়া আর কোথাও রফউল ইয়াদাইন করেননি'**।[৯৪]

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا كَبَّرَ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ حَتّٰى بَلَغَتَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ.

---

৯২. তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৫৩

৯৩. বুখারী, আস সহীহ, হা-৬৯১, ৬৯৪; তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৪২

৯৪. তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৪৩; আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৭৪৮; নাসাঈ, আস সুনান, হা-১০৫১

'মালিক ইবনু হুয়াইরিছ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দেখেছি, তিনি যখন তাকবীর বলতেন, **যখন রুকু করতেন এবং রুকু থেকে মাথা তুলতেন তখন স্বীয় উভয় হাত উঠাতেন যা তার কানের নিম্নভাগ পর্যন্ত পৌছত'**।[৯৫]

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ اِلٰى قَرِيْبٍ اُذُنَيْهِ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ.

'বারা ইবনু আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) নামায শুরু করার সময় কানের কাছাকাছি হাত তুলতেন। **এরপর আর কোথাও হাত তুলতেন না'**।[৯৬]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ ثُمَّ لَا يَعُوْدُ.

'ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) যখন নামায শুরু করতেন তখন রফয়ে ইয়াদাইন করতেন। **এরপর আর করতেন না**।'[৯৭]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ وَاِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوْعِ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ رَفَعَهُمَا كَذٰلِكَ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) যখন নামায শুরু করতেন তখন কাঁধ বরাবর হাত তুলতেন। **যখন রুকুর জন্য তাকবীর দিতেন এবং রুকু** থেকে মাথা তুলতেন তখন দু'হাত কাঁধ বরাবর তুলতেন।'[৯৮]*

---

৯৫. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১০২৭

৯৬. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৭৫২

৯৭. ইবনু আবি শায়বাহ, আল মুছান্নাফ, হা-২৪৬৭

৯৮. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৩৫; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৩৯০

রুকুতে হাঁটু জড়িয়ে ধরা ও আঙ্গুল ফাঁক করা

عَنْ عُمَرَ قَالَ سُنَّتْ لَكُمُ الرُّكَبُ فَامْسِكُوْا بِالرُّكَبِ.

'ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাঁটু জড়িয়ে ধরা তোমাদের জন্য সুন্নাত করা হয়েছে। অতএব, তোমরা হাঁটু জড়িয়ে ধরবে'।[৯৯]

عَنْ اَبِيْ حُمَيْدِ السَّاعِدِيْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ..... إِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ.

'আবু হুমাইদ সাইদী রাসূল (সা.) এর নামায সম্পর্কে বলেন, আমি তাঁকে দেখেছি... তিনি যখন রুকু করতেন দু'হাত দিয়ে হাঁটু শক্ত করে ধরতেন'।[১০০]

عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو اَنَّهُ رَكَعَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَفَرَّجَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ مِنْ وَرَاءِ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ هٰكَذَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ.

'আবু মাসউদ উকবা ইবনু আমর (রা.) রুকু করলেন এবং তাঁর **হস্তদ্বয় দু'হাঁটুর উপর রাখলেন এবং আঙ্গুলগুলো হাঁটুর নীচে ফাঁক করে ছড়িয়ে দিলেন**। তার পর বললেন– আমি রাসূল (সা.) কে এভাবে নামায পড়তে দেখেছি'।[১০১]

---

* নামাযে শুধু একবার অথবা বারবার দু'হাত উত্তোলন সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন হাদীছ পাওয়া যায়। সনদের বিশ্লেষণ করার পর বারবার হাত উত্তোলনের হাদীছের সনদগুলোকে অধিক শক্তিশালী অনুমিত হয়। তবে শুধু একবার হাত উত্তোলনের পক্ষেও রাসূল (সা.) এবং কয়েকজন সাহাবীর আমল পাওয়া যায়। সর্বোপরি বিষয়টি মুস্তাহাব পর্যায়ের আমল। তাই এটাকে নিয়ে বাড়াবাড়ি পর্যায়ের আচরণ কোনভাবেই কাম্য নয়।

৯৯. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১০৩৭; তিরমিযী, আস সহীহ, হা-২৪৪

১০০. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৮২

১০১. শাওকানী, নাইলুল আওতার, খ-২, পৃ.২৭০

রুকুতে বগল পৃথক রাখা

عَنْ سَالِمِ الْبَرَّادِ قَالَ قَالَ اَبُوْ مَسْعُوْدٍ اَلَا أُرِيْكُمْ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ قُلْنَا بَلٰى فَقَامَ وَكَبَّرَ فَلَمَّا رَكَعَ جَافٰى بَيْنَ إِبْطَيْهِ.

'সালিম বাররাদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু মাসউদ (রা.) বলেছেন : আমি কি তোমাদেরকে দেখাবো না রাসূল (সা.) কিভাবে নামায আদায় করতেন? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি দাঁড়িয়ে তাকবীর বললেন। **যখন তিনি রুকু করলেন উভয় বগল পৃথক করে রাখলেন**'।[১০২]

রুকু অবস্থায় পিঠ সোজা রাখা

عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقِيْمُ الرَّجُلُ فِيْهَا صُلْبَهُ فِي الرُّكُوْعِ وَالسُّجُوْدِ.

'আবু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি রুকু ও সাজদায় তার পিঠ সোজা করে না, তার নামায পূর্ণাঙ্গ হয় না'।[১০৩]

عَنْ وَابِصَةَ بْنَ مَعْبَدٍ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ فَكَانَ إِذَا رَكَعَ سَوّٰى ظَهْرَهُ حَتّٰى لَوْ صُبَّ عَلَيْهِ الْمَاءُ لَاسْتَقَرَّ.

'ওয়াবিসা ইবনু মা'বাদ (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নামায আদায় করতে দেখেছি। তিনি যখন রুকু করতেন, তখন তাঁর **পিঠ এমনভাবে সোজা করতেন যে, তার উপর পানি ঢাললে অবশ্যই তা স্থির থাকতো**'।[১০৪]

---

১০২. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১০৪১

১০৩. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১০৩০, ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৮৭০; তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৫০

১০৪. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৮৮২

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأْسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ وَلٰكِنْ بَيْنَ ذٰلِكَ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন রুকু করতেন তখন তাঁর মাথা উঁচুও করতেন না, নিচুও করতেন না বরং সোজা রাখতেন'।[১০৫]

রুকুতে যা পড়তে হবে

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَرَكَعَ فَقَالَ فِيْ رُكُوْعِهِ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ.

'হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সাথে নামায আদায় করেছি। তিনি রুকু করতে গিয়ে বললেন, **'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম'** (আমার মহান প্রভুর পবিত্রতা বর্ণনা করছি)।[১০৬]

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) রুকু ও সাজদায় এ দু'আ পড়তেন : **"সুব্বূহুন, কুদ্দূসুন, রব্বুল মালা-য়িকাতি ওয়ার রূহ"** (পবিত্র, কল্যাণকর, ফেরেস্তা ও জিব্রাইলের প্রভু)।[১০৭]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ.

---

১০৫. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২০২
১০৬. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১০৪৯; মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৬৯১
১০৭. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৯৮৪

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) রুকু ও সাজদায় এই দু'আ পড়তেন : **"সুবহানাকা আল্লাহুম্মা রব্বানা, ওয়াবিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগফিরলী"** (হে আল্লাহ, আমাদের প্রভু! তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করছি তোমার প্রশংসাসহ। হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করে দাও)'।[১০৮]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِذَا رَكَعَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ اَنْتَ رَبِّيْ خَشَعَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَدَمِيْ وَلَحْمِيْ وَعَظْمِيْ وَعَصَبِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

'জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) যখন রুকু করতেন তখন বলতেন :

আল্লাহুম্মা লাকা রাকা'য়াতু, ওয়া বিকা আমানতু, ওয়া লাকা আসলামতু, ওয়া আলাইকা তাওয়াক্কালতু, আনতা রাব্বি, খাশাআ সামঈ, ওয়া বাছারি, ওয়া দামি, ওয়া লাহমি, ওয়া আজমি, ওয়া আসাবি লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন।

(হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য রুকু করলাম, তোমার উপর ঈমান আনলাম এবং তোমার নিকট আত্মসমর্পণ করলাম। সুতরাং আমার কান, আমার চোখ, আমার সকল হাড় ও স্নায়ুগুলো তোমার জন্যই অবনমিত)'।[১০৯]

عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ اَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا رَكَعَ (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمِ) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَإِذَا سَجَدَ قَالَ (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْاَعْلٰى) ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

'হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি শুনেছেন, রাসূল (সা.) যখন রুকুতে যেতেন তিন বার **"সুবহানা রাব্বিয়াল আ'যীম"** বলতেন।

---

১০৮. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৫০; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৯৭৮
১০৯. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১০৫৪; মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৬৮৯

যখন সাজদায় যেতেন- "সুবহানা রাব্বিয়াল আ'লা" (আমার মহান রবের পবিত্রতা জ্ঞাপন করছি)- তিন বার বলতেন'।[১১০]

রুকু ও সাজদায় কুরআন পাঠ করা নিষেধ

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ نَهَانِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ اَقْرَأَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا.

'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে রুকু বা সাজদায় কুরআন পাঠ করতে নিষেধ করেছেন'।[১১১]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَشَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ السِّتَارَةَ وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ خَلْفَ اَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اَلَا اِنِّيْ نُهِيْتُ اَنْ اَقْرَأَ الْقُرْاٰنَ رَاكِعًا اَوْ سَاجِدًا فَاَمَّا الرُّكُوْعُ فَعَظِّمُوْا فِيْهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ وَاَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ اَنْ يُّسْتَجَابَ لَكُمْ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) (মৃত্যু শয্যায় থাকা কালীন সময়ে) হুজরার পর্দা তুলে দিলেন। লোকেরা এ সময় আবু বকরের পিছনে নামাযের কাতারে দাঁড়ানো ছিল। তিনি বললেন, সাবধান! আমাকে নিষেধ করা হয়েছে আমি যেন রুকু বা সাজদারত অবস্থায় কুরআন পাঠ না করি। তোমরা রুকু অবস্থায় মহান প্রভুর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণনা করবে এবং সাজদারত অবস্থায় অধিক দু'আ পড়ার চেষ্টা করবে। কেননা তোমাদের দু'আ কবুল হওয়ার উপযোগী'।[১১২]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ قَالَ

১১০. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৮৮৮; তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৪৭
১১১. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৯৬৯; নাসাঈ, আস সুনান, হা-১০৪৫
১১২. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৯৬৭

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِجْعَلُوْهَا فِيْ رُكُوْعِكُمْ فَلَمَّا نَزَلَتْ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى قَالَ اجْعَلُوْهَا فِيْ سُجُوْدِكُمْ.

'উকবা ইবনু আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল- فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, **এই তাসবীহ তোমরা রুকুতে পাঠ করবে**। আর যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল- سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى তখন রাসূল (সা.) বলনে, **এই তাসবীহ সাজদায় পাঠ করবে**'।[১১৩]

রুকু থেকে উঠার সময় এবং উঠে দাঁড়িয়ে যা পড়তে হবে

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الْاِمَامُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ وَقُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ فَاِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلٰئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাযে রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় ইমাম যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলবে তোমরা তখন **"আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ"** বল, কেননা যে ব্যক্তির একথা ফেরেশতাদের এ কথার সাথে (অর্থাৎ একই সময়ে) উচ্চারিত হবে, তার অতীতের সকল গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে'।[১১৪]*

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ.

১১৩. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৮৬৯; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৮৮৭
১১৪. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৫২; তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৫২
* এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় মুক্তাদি "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বাক্যটি বলতে হবে না।

'আলী ইবনু আবু তালেব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) রুকু থেকে মাথা তোলার সময় বলতেন : **"সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, আল্লাহুম্মা রাব্বানা লাকাল হামদ, মিলআস সামাওয়াতি ওয়াল আরদি, ওয়া মিলআ মা-বাইনাহুমা, ওয়া মিলআ মা শি'তা মিন শাই-ইন বা'দু"**।[১১৫]

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيِّ قَالَ كُنَّا يَوْمًا نُصَلِّيْ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ قَالَ رَجُلٌ وَرَاءَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيْهِ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ مَنِ الْمُتَكَلِّمُ قَالَ اَنَا قَالَ رَأَيْتُ بِضْعًا وَّثَلٰثِيْنَ مَلَكًا يَبْتَدِرُوْنَهَا اَيُّهُمْ يَكْتُبُهَا اَوَّلُ.

'রিফা'আ ইবনু রাফে' যুরাকী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা নবী (সা.) এর পিছনে নামায আদায় করছিলাম। তিনি রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বললেন– পিছন থেকে (মুক্তাদিদের মধ্য থেকে) এক ব্যক্তি বলে উঠল **"রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ, হামদান কাছীরান, তাইয়িবান মুবারাকান ফীহি"** নামায শেষ করে তিনি (নবী সা.) জিজ্ঞেস করলেন, কে কথা বলছিল? লোকটি বলল, আমি বলেছি। তখন নবী (সা.) বললেন, আমি দেখলাম (কথাগুলো বলার পর) ত্রিশজনেরও অধিক ফেরেশতা সর্বাগ্রে তা লিখে নেয়ার জন্য (নিজেদের মধ্যে) প্রতিযোগিতা শুরু করে দিয়েছে'।[১১৬]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ..... ثُمَّ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْلُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ حِيْنَ يَرْفَعُ صُلْبَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ ثُمَّ يَقُوْلُ وَهُوَ قَائِمٌ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

১১৫. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৯৬০; নাসাঈ, আস সুনান, হা-১০৭০
১১৬. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৫৫; মুসলিম আস সহীহ, হা-১২৪৫

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। ..... অতপর রাসূল (সা.) যখন রুকুতে যেতেন তাকবীর দিতেন। যখন রুকু থেকে মেরুদণ্ড উত্তোলন করতেন, তখন বলতেন– 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ।' অতপর বলতেন– **"রাব্বানা লাকাল হামদ"**।[১১৭]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ..... فَقَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত।..... অতপর তিনি (সা.) বললেন– 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ, **রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ**'।[১১৮]*

রুকু থেকে উঠে সোজা হয়ে দাঁড়ানো

عَنْ ثَابِتٍ قَالَ كَانَ اَنَسٌ يَنْعَتُ لَنَا صَلٰوةَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يُصَلِّيْ فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامَ حَتّٰى نَقُوْلَ قَدْ نَسِيَ.

'ছাবিত (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস (রা.) আমাদেরকে নবী (সা.) যেভাবে নামায পড়েন তা বর্ণনা করে শুনাতেন এবং নামায পড়ে দেখাতেন। সুতরাং নামাযে যখন তিনি রুকু থেকে উঠে মাথা তুলে দাঁড়াতেন, এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন যে, আমরা মনে করতাম তিনি সাজদায় যাওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভুলে গেছেন'।[১১৯]

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ رُكُوْعُ النَّبِيِّ ﷺ وَسُجُوْدُهُ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِنَ السَّوَاءِ.

'বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) এর রুকু ও সাজদাহ

১১৭. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৮৯
১১৮. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৯০১
* এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম এবং একাকী নামাযীর "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" এবং "রাব্বানা লাকাল হামদ" দু'টোই বলা সুন্নাত।
১১৯. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৫৬; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৯৫৩

এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর পর এবং দু'সাজদার মাঝের বিরতি এসবের মাঝে সময় প্রায় একই পরিমাণ হত'।[১২০]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ ﷺ ..... إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ لَمْ يَسْجُدْ حَتّٰى يَسْتَوِيَ قَائِمًا.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত।..... রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন রুকু থেকে মাথা উঠাতেন, সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে সাজদাহ করতেন না'।[১২১]

সাজদার ফযীলত ও সাজদায় দু'আ করা

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلّٰهِ سَجْدَةً إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَمَحَا عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً وَرَفَعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةً فَاسْتَكْثِرُوْا مِنَ السُّجُوْدِ.

'উবাদাহ ইবনুস সামিত (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছেন : যখন কোন বান্দা আল্লাহর জন্য একটি সাজদাহ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তাকে একটি নেকী দান করেন, তার একটি গুনাহ মাফ করেন এবং তার মর্যাদা এক ধাপ উন্নত করেন। অতএব তোমরা অধিক সংখ্যায় সাজদাহ করো'।[১২২]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَقْرَبُ مَا يَكُوْنُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : বান্দা

১২০. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৫৭; মুসলিম আস সহীহ, হা-৯৪২
১২১. মুসলিম আস সহীহ, হা-১০০২
১২২. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১৪২৪

সাজদারত অবস্থায় তার প্রতিপালকের খুব নিকটে অবস্থান করে। অতএব তোমরা অধিক পরিমাণে (সাজদায়) দু'আ করো'।[১২৩]*

সাজদার জন্য তাকবীর বলা

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ حِيْنَ يَسْجُدُ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) যখন সাজদায় যেতেন তখন তাকবীর বলতেন'।[১২৪]

১২৩. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৯৭৬

* সাজদাহ হচ্ছে দু'আ কবুলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থান। রাসূল (সা.) বলেছেন–

وَأَمَّا السُّجُوْدُ فَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ.

'আর তোমরা সাজদায় বেশি বেশি দু'আ করো, কেননা এটাই দু'আ কবুলের উপযুক্ত স্থান।' (আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৮৭৬)।

দু'আগুলো সাজদার তাসবীহ পড়ার পর করা উত্তম। সেগুলোর অর্থ জেনে, অর্থের প্রতি খেয়াল রেখে সাজদায় পড়তে হবে। মানুষের এমন কোন জরুরত নেই– যা কুরআন ও হাদীছে উল্লেখ করা হয়নি। তাই হাদীছে শিখানো দু'আগুলো পড়া উত্তম। যারা আরবী দু'আগুলো জানেনা তারা কি বঞ্চিত হবে? এ প্রসঙ্গে আলিমগণের মাঝে মতবিরোধ বিদ্যমান। একদল আলিম বলেন– রাসূল (সা.) দু'আ করতে বলেছেন কিন্তু উনার শিখানো শব্দে দু'আ করতে বলেননি। বরং দু'আর বিষয়টি আম বা ব্যাপক রেখেছেন। সুতরাং নির্ধারিত শব্দাবলী, বা নির্ধারিত ভাষায় সীমিত করলে আল্লাহর অসংখ্য বান্দা– এ ফযীলত থেকে বঞ্চিত হবে। তাই মুসল্লি নিজস্ব ভাষাতেও দু'আ করতে পারবেন। আরেক দল আলিম বলেন– অনারবী ভাষায় সাজদায় দু'আ করা ঠিক নয়। যদিও তাদের নিকট নিষেধাজ্ঞার কোন দলীল উপস্থিত নেই। তাঁরা রাসূল (সা.) এর আরবী ভাষায় দু'আ করার উপর কিয়াস করে এ মত ব্যক্ত করেছেন।

তাই আমাদের মন্তব্য হলো– কোন পীরের দরবারে গিয়ে নয়, মাজারে গিয়ে নয়, কোন ব্যক্তির কাছে নয়– বরং সাজদায় গিয়ে মনের যত আকুতি আছে সব রবের কাছে উপস্থাপন করুন। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বদ্রষ্টা।

উল্লেখ্য যে, রুকু ও সাজদাতে কুরআন তিলাওয়াত করা নিষিদ্ধ। কিন্তু দু'আ হিসেবে কুরআনের আয়াত সাজদায় পড়া নিষিদ্ধ নয়। যদিও কোন কোন আলিম এর বিপরীত মত পোষণ করেছেন। রাসূল (সা.) নফল নামাযের সাজদায় বেশী বেশী দু'আ করতেন। ফরয নামাযের সাজদায় শুধু তাসবীহ পড়তেন।

১২৪. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৬৫; বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৪৫

সাজদার সময় হাত উঠানো (রফউল ইদাইন)

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ اَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ رَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ صَلَاتِهِ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ وَاِذَا سَجَدَ وَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُوْدِ حَتّٰى يُحَاذِيَ بِهِمَا فُرُوْعَ اُذُنَيْهِ.

'মালিক ইবনু হুয়াইরিছ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা.) কে নামাযে উভয় হাত উঠাতে দেখেছেন, যখন তিনি রুকু করতেন, যখন রুকু থেকে তাঁর মাথা তুলতেন, আর যখন সাজদাহ করতেন এবং সাজদাহ থেকে মাথা উঠাতেন। তাঁর হাতদ্বয় তাঁর উভয় কানের লতি বরাবর হতো'।[১২৫]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ اِذَا افْتَتَحَ الصَّلٰوةَ وَاِذَا رَكَعَ وَاِذَا رَفَعَ وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذٰلِكَ فِي السُّجُوْدِ.

'ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন নামায আরম্ভ করতেন তখন তাঁর হাতদ্বয় উঠাতেন। আর যখন রুকু করতেন এবং রুকু থেকে মাথা উঠাতেন। আর সাজদায় এরূপ করতেন না'।[১২৬]

সাজদাহ করার পদ্ধতি

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اُمِرَ النَّبِيُّ ﷺ اَنْ يَّسْجُدَ عَلٰى سَبْعَةِ اَعْضَاءٍ الْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী (সা.) সাতটি অঙ্গের দ্বারা সাজদাহ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছিলেন। অঙ্গগুলো হলো- কপাল, দু'হাত, দু'হাঁটু এবং দু'পা'।[১২৭]*

---

১২৫. নাসাঈ, আন সুনান, হা-১০৮৮

১২৬. বুখারী, আস সহীহ, হা-৬৯১; নাসাঈ, আস সুনান, হা-১০৯১

১২৭. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৬৪; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৯৮৮; তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৫৭

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ وَهُوَ غَيْرُ كَذُوْبٍ قَالَ كُنَّا خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ فَاِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ يَحْنِ اَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتّٰى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الْاَرْضِ.

'সত্যবাদী বারা ইবনু 'আযেব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সা.) এর পিছনে নামায পড়তাম, তিনি যখন সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন, তখন আমাদের কেউ সাজদায় যাওয়ার জন্য পিঠ বাঁকাতো না, যতক্ষণ না নবী (সা.) তাঁর কপাল মাটিতে স্থাপন করতেন'।[১২৮]

সাজদায় হাত বিছিয়ে দেয়া যাবে না

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِعْتَدِلُوْا فِي السُّجُوْدِ وَلَا يَبْسُطْ اَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ اِنْبِسَاطَ الْكَلْبِ.

'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমরা সাজদার মধ্যে অঙ্গ প্রতঙ্গের ভারসাম্য বজায় রেখো (ঠিকভাবে সাজদাহ কর)। তোমাদের কেউ যেন নিজের বাহুদ্বয় কুকুরের মতো বিছিয়ে না দেয়'।[১২৯]*

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ.

---

* এ হাদীছে সাত অঙ্গের মধ্যে নাকের কথা উল্লেখ নেই। কিন্তু পরবর্তী পৃষ্ঠায় আবূ হুমাইদ আস সাইদী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে কপালের সাথে নাকের কথা উল্লেখ রয়েছে।

১২৮. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৬৬; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৪৭৪

১২৯. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৭৬; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৯৯৪

* কুকুর দু'বাহু মাটিয়ে বিছিয়ে দিয়ে বসে। সাজদার সময় দু'বাহু কুকুরের মত মাটিতে বিছিয়ে দিতে নিষেধ করা হয়েছে। নারী-পুরুষে সকলেই এ নিষেধাজ্ঞার অধীনেই রয়েছে। বরং দু'বাহু মাটি থেকে আলাদা রেখে সাজদাহ দিতে হবে।

'বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যখন তুমি সাজদাহ কর তোমার **হাতের তালু মাটিতে রাখ এবং উভয় কনুই উঁচু করে রাখ**'।[১৩০]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ اِذَا صَلّٰى فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتّٰى يَبْدُوَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু মালিক ইবনে বুহাইনা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) নামায পড়ার সময় (সাজদায়) দুই হাত এমনভাবে ফাঁক রাখতেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়ত'।[১৩১]

عَنْ مَيْمُوْنَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا سَجَدَ لَوْ شَاءَتْ بَهْمَةٌ اَنْ تَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ لَمَرَّتْ.

'মায়মূনা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) যখন সাজদাহ করতেন, কোন মেষ শাবক ইচ্ছা করলে তাঁর বাহুর ফাঁক দিয়ে চলে যেতে পারত'।[১৩২]

عَنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا سَجَدَ اَمْكَنَ اَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ الْاَرْضَ نَحّٰى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

'আবু হুমাইদ আস সাইদী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) যখন সাজদাহ করতেন, তখন **নিজের নাক ও কপাল জমিনের সাথে লাগিয়ে রাখতেন, উভয় হাত পাঁজর থেকে পৃথক রাখতেন এবং হাতের তালু কাঁধ বরাবর রাখতেন**'।[১৩৩]

---

১৩০. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৯৯৬
১৩১. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৯৯৭; তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৫৯
১৩২. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৯৯৯; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৮৮০
১৩৩. তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৫৫

সাজদায় চেহারা কোথায় থাকবে?

عَنْ اَبِيْ اِسْحَاقَ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَيْنَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَضَعُ وَجْهَهُ اِذَا سَجَدَ فَقَالَ بَيْنَ كَفَّيْهِ.

'আবু ইসহাক (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বারাআ ইবনু 'আযেব (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম : **নবী (সা.) সাজদার সময় মুখমণ্ডল কোন জায়গায় রাখতেন? তিনি বললেন, দুই হাতের তালুর মাঝ বরাবর রাখতেন**'।[১৩৪]*

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اَمَرَ بِوَضْعِ الْيَدَيْنِ وَنَصْبِ الْقَدَمَيْنِ.

'আমের ইবনু সা'দ (রা.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী (সা.) (সাজদায়) **হাত মাটিতে রাখতে এবং পা খাড়া রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন**'।[১৩৫]

সাজদায় যাওয়ার সময় আগে যে অঙ্গ জমিনে রাখতে হবে

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَاِذَا نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

'ওয়ায়িল ইবনু হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে দেখেছি, যখন তিনি সাজদাহ করতেন তখন **হাতদ্বয়ের পূর্বে তার দুই হাঁটু জমিনে রাখতেন। আর যখন উঠতেন হাঁটুর আগে হাত উঠাতেন**'।[১৩৬]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ.

---

১৩৪. তিরমিযী, আস সুনান, হা-১৫৬
* পূর্বে উল্লেখিত হাদীছে, দু'হাতের তালু কাঁধ বরাবর রাখার কথা বর্ণিত হয়েছে।
১৩৫. তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৫২
১৩৬. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৮৩৮; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৮৮২

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, তোমাদের কেউ যখন সাজদাহ করে, তখন সে যেন **হাঁটু স্থাপনের পূর্বে তার উভয় হাত স্থাপন করে'**।[১৩৭]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا سَجَدَ اَحَدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِرُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেন- যখন তোমাদের কেউ সাজদাহ দিবে, তখন সে যেন **দুই হাত দেয়ার পূর্বে দুই হাঁটু দিয়ে শুরু করে'**।[১৩৮]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ اِنَّهُ كَانَ اِذَا سَجَدَ بَدَأَ بِوَضْعِ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَكَانَ يَقُوْلُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَصْنَعُ ذٰلِكَ.

'ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি যখন সাজদাহ করতেন, তখন দুই হাঁটু রাখার পূর্বে দুই হাত রাখতেন। আর বলতেন, রাসূল (সা.) এমনটি করতেন'।[১৩৯]*

সাজদার দু'আ ও তাসবীহ

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقُوْلُ فِيْ سُجُوْدِهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَاَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

---

১৩৭. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১০৯৪

১৩৮. ত্বাহাবী, শরহু মা'আনিল আছার, খ-১, পৃ. ২৫৫

১৩৯. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, হা-২৭৪৪

* সাজদাতে যাওয়ার সময় আগে দু'হাত বা আগে দু'হাঁটু- দু'টো রাখার হাদীছই বিদ্যমান। সুতরাং দু'টোর একটি আমল করলেই সুন্নাত পালনের ছাওয়াব পাওয়ার আশা করা যায়। তাই এটা নিয়ে বাড়াবাড়ি পরিত্যাগ করাই শ্রেয়।

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) সাজদায় গিয়ে বলতেন : "আল্লাহুম্মাগ ফিরলী যানবী কুল্লাহু, দাক্কাহু, ওয়া জাল্লাহু, ওয়া আওয়ালাহু, ওয়া আখিরাহু, ওয়া আলানিয়্যাতাহু, ওয়া সিররাহু"।

(হে আল্লাহ! আমার সকল গুনাহ মাফ করে দাও। ছোট, বড়, প্রথম ও শেষ, প্রকাশ্য ও গোপন গুনাহ)'।[১৪০]

عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَبِيْ طَالِبٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اِذَا سَجَدَ قَالَ اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَلَكَ اَسْلَمْتُ سَجَدَ وَجْهِيْ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

'আলী ইবনু আবু তালিব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন সাজদা করতেন তখন বলতেন : আল্লাহুম্মা লাকা সাজাদতু, ওয়াবিকা আ-মানতু, ওয়া লাকা আসলামতু, সাজাদা ওয়াজহী লিল্লাযী খালাকাহু, ওয়া সাওওয়ারাহু, ওয়া শাককা সামআহু, ওয়া বাছারাহু, তাবারাকাল্লাহু আহসানুল খলিকীন।

(হে আল্লাহ। তোমারই উদ্দেশ্যে আমি সাজদা করলাম। তোমারই প্রতি আমি ঈমান পোষণ করেছি, তোমারই উদ্দেশ্যে আমি আত্মসমর্পণ করেছি। আমার মুখমণ্ডল সে মহান সত্তার উদ্দেশ্যে সাজদাহ করল, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং আকৃতি দান করেছেন, কান ও চোখ ফুটিয়ে শুনা ও দেখার উপযোগী করে তৈরি করেছেন। মহাকল্যাণময় আল্লাহ, তিনি কতইনা উত্তম সৃষ্টিকর্তা')।[১৪১]*

দুই সাজদার মাঝখানে কিছু সময় বসা

عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ كَانَ سُجُوْدُ النَّبِيِّ ﷺ وَرُكُوْعُهُ وَقُعُوْدُهُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ قَرِيْبًا مِّنَ السَّوَاءِ.

---

১৪০. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৯৭৭; আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৭৮৮

১৪১. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৬৮৯

* সাজদায় পঠিত অন্যান্য তাসবীহগুলো রুকুর তাসবীহ-এর সাথে আলোচিত হয়েছে।

'বারাআ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) এর সাজদাহ, রুকু এবং দু'সাজদার মাঝে বসার সময় প্রায় সমানই লাগত'।[১৪২]

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ اِنِّیْ لَا اٰلُوْ اَنْ اُصَلِّیَ بِكُمْ كَمَا رَاَیْتُ النَّبِیَّ ﷺ یُصَلِّیْ لَنَا قَالَ ثَابِتٌ كَانَ اَنَسُ بْنُ مَالِكٍ یَصْنَعُ شَیْئًا لَمْ اَرَكُمْ تَصْنَعُوْنَهُ كَانَ اِذَا رَفَعَ رَاْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ قَامَ حَتّٰی یَقُوْلَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِیَ وَبَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ حَتّٰی یَقُوْلَ الْقَائِلُ قَدْ نَسِیَ.

'আনাস ইবনু মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা.) কে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছি তোমাদের সাথে কম বেশী না করে অনুরূপ নামাযই পড়ব। সাবেত বর্ণনা করেছেন, আনাস ইবনু মালেক এমন কিছু করছেন যা তোমাদের করতে দেখি না। তিনি রুকু থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে এতটা দেরী করতেন যে, লোকেরা মনে মনে বলত তিনি হয়ত সাজদার কথা ভুলেই গিয়েছেন এবং দু'সাজদার মাঝেও তিনি এতটা সময় বসতেন যে লোকেরা মনে মনে বলত তিনি বুঝি দ্বিতীয় সাজদার কথা ভুলে গেছেন'।[১৪৩]

عَنْ عَلِیٍّ قَالَ لِیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تُقْعِ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ.

'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) আমাকে বলেছেন : তুমি দুই সাজদার মাঝে কুকুরের ন্যায় বসো না'।[১৪৪]

দুই সাজদার মাঝখানে পঠিত দু'আ

عَنْ حُذَیْفَةَ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ كَانَ یَقُوْلُ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ رَبِّ اغْفِرْ لِیْ رَبِّ اغْفِرْ لِیْ.

---

১৪২. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৭৪; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৯৪১

১৪৩. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৭৫

১৪৪. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৮৯৮

'হুযায়ফা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) দুই সাজদার মাঝখানে বসে বলতেন : **"রব্বিগফিরলী, রব্বিগফিরলী"** (প্রভু আমায় ক্ষমা করুন, প্রভু আমায় ক্ষমা করুন')।[১৪৫]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ یَقُوْلُ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ فِیْ صَلَاةِ اللَّیْلِ رَبِّ اغْفِرْ لِیْ وَارْحَمْنِیْ وَاجْبُرْنِیْ وَارْزُقْنِیْ وَارْفَعْنِیْ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) রাতের নামাযে দুই সাজদার মাঝখানে (বসে) বলতেন- **রব্বিগফিরলী, ওয়ার হামনী, ওয়াজবুরনী, ওয়ারযুকনী, ওয়ারফা'নী**- (হে প্রভু! আমায় ক্ষমা করুন, আমাকে দয়া করুন, আমার বিপদ দূর করুন, আমাকে রিযিক দান করুন এবং আমার মর্যাদা বর্ধিত করুন)'।[১৪৬]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ كَانَ یَقُوْلُ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ وَارْحَمْنِیْ وَاجْبُرْنِیْ وَاهْدِنِیْ وَارْزُقْنِیْ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) দুই সাজদার মাঝখানে বলতেন : **আল্লাহুম্মাগ ফিরলী, ওয়ারহামনী, ওয়াজবুরনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারযুকনী**'।[১৪৭]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ كَانَ یَقُوْلُ بَیْنَ السَّجْدَتَیْنِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِیْ وَارْحَمْنِیْ وَعَافِنِیْ وَاهْدِنِیْ وَارْزُقْنِیْ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) দুই সাজদার মাঝে বলতেন- **আল্লাহুম্মাগফিরলী, ওয়ার হামনী, ওয়া আ'ফিনী, ওয়াহদিনী, ওয়ারযুকনী**। (হে আল্লাহ! আমাকে ক্ষমা করুন, আমার উপর রহম করুন, আমাকে মাফ করুন, আমাকে হেদায়াত দিন এবং আমাকে রিযিক দিন'।[১৪৮]*

---

১৪৫. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৮৯৭; তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৮৪

১৪৬. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৮৯৮

১৪৭. তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৬৭

১৪৮. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৮৫০

জলসায়ে ইস্তেরা-হা (বেজোড় রাক'আতে কিছুক্ষণ বসা)

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ فَإِذَا كَانَ فِيْ وِتْرٍ مِّنْ صَلَاتِهٖ لَمْ يَنْهَضْ حَتّٰى يَسْتَوِيَ جَالِسًا.

'মালিক ইবনু হুয়াইরিস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে নামায আদায় করতে দেখেছি। তিনি যখন তাঁর নামাযের বেজোড় রাক'আত আদায় করতেন, তখন সোজা হয়ে না বসে উঠতেন না'।[১৪৯]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قُمْتَ اِلَى الصَّلٰوةِ فَاَسْبِغِ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْاٰنِ ثُمَّ ارْكَعْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ حَتّٰى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِيَ وَتَطْمَئِنَّ جَالِسًا ثُمَّ اسْجُدْ حَتّٰى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا ثُمَّ ارْفَعْ حَتّٰى تَسْتَوِيَ قَائِمًا.

'নবী (সা.) (ভুলভাবে নামায আদায়কারী ব্যক্তিকে) বলেছেন– তুমি যখন নামায পড়তে ইচ্ছা কর, তখন ভালভাবে ওযু করে নাও। অতপর কিবলামুখী হও। আল্লাহু আকবার বলো এবং কুরআনের যতটুকু তোমার জন্য সহজ পাঠ কর। অতপর রুকু কর এবং স্থির হয়ে রুকু কর। এরপর মাথা তোল এবং স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাক। এরপর সাজদাহ কর এবং সাজদায় স্থির হয়ে থাক। অতপর ওঠো এবং স্থির ও শান্ত হয়ে বসে পড়।

---

* দু'সাজদার মাঝখানে পঠিত এ দু'আ অনেক মুসল্লি জানেও না, পড়েও না। যদি পড়তো তাহলে এ সুন্নাতের আমলের কারণে তা'দীলে আরকান তথা দু'সাজদার মাঝে সোজা হয়ে বসার ওয়াজিবটাও আদায় হয়ে যেতো।

১৪৯. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৭৭; নাসাঈ, আস সুনান, হা-১১৫৫

এরপর আবার সাজদাহ কর এবং সাজদায় স্থির হয়ে থাক। অতপর সোজা উঠে দাঁড়াও'।[১৫০]

عَنْ نُعْمَانَ بْنِ اَبِيْ عَيَّاشٍ قَالَ اَدْرَكْتُ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ اِذَا رَفَعَ رَأْسَهٗ مِنَ السَّجْدَةِ فِيْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ وَالثَّالِثَةِ قَامَ كَمَا هُوَ وَلَمْ يَجْلِسْ.

'নুমান ইবনু আবি আইয়াশ (রা.) বলেন, আমি রাসূল (সা.) এর একাধিক সাহাবীকে দেখেছি, তাঁরা ১ম ও ৩য় রাক'আতে সাজদাহ থেকে উঠে সোজা দাঁড়িয়ে যেতেন, বসতেন না।[১৫১]

عَنْ اَبِيْ قِلَابَةَ..... فَاِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ جَلَسَ وَاعْتَمَدَ عَلَى الْاَرْضِ.

'আবু কিলাবা (রা.) থেকে বর্ণিত।... অতপর যখন তিনি দ্বিতীয় সাজদা থেকে মাথা উঠাতেন। তখন বসতেন এবং মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন'।[১৫২]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَنْهَضُ فِي الصَّلٰوةِ عَلٰى صُدُوْرِ قَدَمَيْهِ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) নামাযে নিজের দু'পায়ের তালুতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে যেতেন'।[১৫৩]*

---

১৫০. বুখারী, আস সহীহ, হা-৬৬৬৭

১৫১. ইবনু আবি শায়বা, আল মুছান্নাফ, হা-৪০১১

১৫২. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৭৮

১৫৩. তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৮৮

* বেজোড় রাক'আতে সামান্য কিছুক্ষণ বসে তারপর উঠে দাঁড়ানো বা সরাসরি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যাওয়া দু'টোই হাদীছ দিয়ে সাব্যস্ত রয়েছে। সুতরাং কোন একটি হাদীছকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া, অথবা ভিন্ন হাদীছের আলোকে আমলকারীকে হেয় করে কথা বলা মোটেও কাম্য নয়।

সাজদাহ অবস্থায় দু'পা যেভাবে থাকবে

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً مِنَ الْفِرَاشِ فَالْتَمَسْتُهُ فَوَقَعَتْ يَدِىْ عَلٰى بَطْنِ قَدَمَيْهِ وَهُوَ فِى الْمَسْجِدِ وَهُمَا مَنْصُوْبَتَانِ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক রাতে আমি রাসূল (সা.) কে বিছানায় খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমি তাঁকে তালাশ করছিলাম। তারপর আমার একটি হাত তাঁর দু'পায়ের তলায় পতিত হলো। এমতাবস্থায় যে, তিনি দু'পা খাড়া করে সাজদায় রত আছেন'।[১৫৪]*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ فَوَجَدْتُهُ سَاجِدًا رَاصًّا عَقِبَيْهِ مُسْتَقْبِلًا بِاَطْرَافِ اَصَابِعِهِ لِلْقِبْلَةِ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি রাসূল (সা.) কে এমতাবস্থায় পেলাম যে, তিনি তাঁর দু'গোড়ালী একত্রিত করে, আঙ্গুলসমূহ কিবলামুখী করে সাজদায় রত আছেন'।[১৫৫]

عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىْ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ اِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ.

'আবু হুমাইদ আস সাইদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) যখন সাজদায় যেতেন, তখন তাঁর দু'উরু পৃথক করে রাখতেন'।[১৫৬]*

---

১৫৪. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৪৮৬

* এ হাদীছকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে একদল আলিম বলেন, দু'পা খাড়া করে সাজদাহ দেয়া অবস্থায় মা আয়েশার একটি হাত রাসূল (সা.) এর দু'পায়ের তলায় পতিত হওয়াই প্রমাণ করে দু'পা একসাথে লাগানো ছিল। যদিও এ হাদীছে দু'পা মিলিত ছিল এমন কোন বক্তব্য সুস্পষ্টভাবে পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তী হাদীছে দু'পা মিলিত থাকার কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে।

১৫৫. ইবনু হিশাম, আস সহীহ, হা-১৯৩৩

১৫৬. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৭৩৫

* এ হাদীছকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে কোন কোন আলিম বলেন, দু'উরু পৃথক করে রেখে সাজদাহ করা দ্বারা বুঝা যায়, সাজদায় তাঁর দু'হাঁটু ও দু'পা পৃথকই থাকতো।

তাশাহহুদে বসার নিয়মসমূহ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اِنَّمَا سُنَّةُ الصَّلٰوةِ اَنْ تَنْصِبَ رِجْلَكَ الْيُمْنٰى وَتَثْنِىَ الْيُسْرٰى.

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত ।..... নামাযে (বসার) সুন্নাহ তরীকাহ হল তুমি **ডান পা খাড়া রাখবে এবং বাম পা বিছিয়ে রাখবে**'।[১৫৭]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةَ وَكَانَ يَفْتَرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَيَنْصِبُ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রত্যেক দুই রাক'আতে আত্তাহিয়্যাতু পড়তেন এবং **বাম পা বিছিয়ে দিতেন ও ডান পা খাড়া রাখতেন**'।[১৫৮]

عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِىْ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ ..... فَاِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلٰى رِجْلِهِ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْيُمْنٰى. وَاِذَا جَلَسَ فِى الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَنَصَبَ الْاُخْرٰى وَقَعَدَ عَلٰى مَقْعَدَتِهِ.

'আবু হুমাইদ সাইদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) দু'রাক'আতের পর যখন বসতেন তখন **বাম পায়ের উপরে বসতেন আর ডান পা খাড়া করে দিতেন** এবং যখন শেষ রাক'আতে বসতেন তখন **বাঁ পা এগিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতম্বের উপরে বসতেন**'।[১৫৯]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ مِنْ سُنَّةِ الصَّلٰوةِ اَنْ تَنْصِبَ الْقَدَمَ الْيُمْنٰى وَاسْتِقْبَالَهُ بِاَصَابِعِهَا الْقِبْلَةَ وَالْجُلُوْسُ عَلَى الْيُسْرٰى.

---

১৫৭. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৮১

১৫৮. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১০০২; আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৭৮০

১৫৯. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৮২; আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৯৬৩

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাযের সুন্নাতের মধ্যে এটাও যে ডান পা খাড়া রাখা, আর তার আঙ্গুলসমূহ কিবলার দিকে রাখা এবং বাঁ পায়ের উপর বসা'।[১৬০]*

তাশাহহুদের বৈঠকে হাত কোথায় এবং কিভাবে রাখতে হবে?

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا قَعَدَ يَدْعُوْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى.

'আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন দু'আর জন্য বসতেন তখন ডান হাতটি ডান উরুর উপর এবং বাঁ হাতটি বাঁ উরুর উপর রাখতেন'।[১৬১]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا جَلَسَ فِى الصَّلٰوةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ.

'ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) নামায আদায়ের সময় যখন বসতেন (বৈঠক করতেন) তখন দু'হাত দু'হাঁটুর উপর রাখতেন'।[১৬২]

১৬০. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১১৬১
* ইবনু ওমর ও আয়েশা (রা.) এর হাদীছে তাশাহহুদের বৈঠকের সুন্নাহ রীতি বলা হয়েছে, তবে ১ম ও শেষ বৈঠকের পার্থক্য করা হয়নি। তাই দুই বৈঠক একই রকম বুঝা যায়। আর আবূ হুমাইদ আস সাইদী (রা.) বর্ণিত হাদীছে দুই বৈঠকের পার্থক্য করা হয়েছে।
১৬১. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১১৯৬; নাসাঈ, আস সুনান, হা-১২৬৯
১৬২. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১১৯৭

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَعَدَ فِى التَّشَهُّدِ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى رُكْبَتِهِ الْيُمْنٰى وَعَقَدَ ثَلَاثَةً وَّ خَمْسِيْنَ وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন নামাযের মধ্যে তাশাহহুদে বসতেন তখন বাঁ হাতটি বাঁ হাঁটুর উপর এবং ডান হাত ডান হাঁটুর উপর রাখতেন। আর (হাতের আঙ্গুলসমূহ গুটিয়ে আরবী) তিপ্পান্ন সংখ্যার মত করে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন'।[১৬৩]

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ قُلْتُ لَاَنْظُرَنَّ اِلٰى صَلٰوةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ كَيْفَ يُصَلِّىْ ..... ثُمَّ جَلَسَ فَافْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرٰى وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَحَدَّ مِرْفَقَهُ الْاَيْمَنَ عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ ثِنْتَيْنِ وَحَلَّقَ وَرَاَيْتُهُ يَقُوْلُ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِشْرٌ بِالسَّبَّابَةِ مِنَ الْيُمْنٰى وَحَلَّقَ الْاِبْهَامَ وَالْوُسْطٰى.

'ওয়াইল ইবনু হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নামাযের প্রতি লক্ষ্য রাখব যে, তিনি কিভাবে নামায আদায় করেন।..... অতপর তিনি বসলেন, তাঁর বাম পা বিছালেন ও বাম হাত বাম উরুর উপর রাখলেন। আর ডান কনুই (হাত) ডান উরুর উপর রাখলেন এবং আঙ্গুল দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানালেন। তাকে এরূপই করতে দেখেছি। রাবী বিশর (রহ.) তর্জনি অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করলেন এবং মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি দ্বারা গোলাকার বৃত্ত বানালেন'।[১৬৪]

১৬৩. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১১৯৮; আহমাদ, আল মুসনাদ, হা-৬১৫৩
১৬৪. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১২৬৮

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُشِيْرُ بِأُصْبَعِهِ إِذَا دَعَا وَلَا يُحَرِّكُهَا.

'আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন নামাযে বসা অবস্থায় দু'আ পাঠ করতেন, **নিজের শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন, কিন্তু তা নাড়াচাড়া করতেন না**'।[১৬৫]

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ ..... فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُوْ بِهَا.

'ওয়াইল ইবনু হুজর (রা.) থেকে বর্ণিত। ..... অতপর আমি তাঁকে দেখলাম তিনি তা **(অঙ্গুলি) নাড়াচ্ছেন**'।[১৬৬]

عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا قَعَدَ يَدْعُوْ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَّابَةِ وَضَعَ إِبْهَامَهُ عَلٰى إِصْبَعِهِ الْوُسْطٰى وَيُلْقِمُ كَفَّهُ الْيُسْرٰى رُكْبَتَهُ.

'আমের ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল (সা.) যখন দু'আ করার জন্য বসতেন, তখন ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন এবং বাম হাত বাম উরুর উপর রাখতেন। **তর্জনী আংগুল দ্বারা ইশারা করতেন। বৃদ্ধাঙ্গুলকে মধ্যমা আঙ্গুলের উপর রাখতেন। আর বাম হাতের তালু দ্বারা বাম হাঁটু আঁকড়ে ধরতেন**'।[১৬৭]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلٰوةِ وَضَعَ

১৬৫. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৯৮৯; নাসাঈ, আস সুনান, হা-১২৬৯
১৬৬. নাসাঈ, আস সুনান, হা-৮৮২
১৬৭. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১১৮৬

كَفَّهُ الْيُمْنٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُمْنٰى وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِيْ تَلِي الْإِبْهَامَ وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرٰى عَلٰى فَخِذِهِ الْيُسْرٰى.

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) যখন নামাযে বসতেন, তাঁর ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন এবং **সমস্ত আঙ্গুল গুটিয়ে রেখে বৃদ্ধাঙ্গুলির নিকটস্থ আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন**। আর বাম হাতের তালু বাম উরুর উপর রাখতেন'।[১৬৮]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلٰوةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَرَفَعَ بِإِصْبَعِهِ الْيُمْنٰى الَّتِيْ تَلِي الْإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا وَيَدَهُ الْيُسْرٰى عَلٰى رُكْبَتِيْهِ الْيُسْرٰى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا.

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) **যখন নামাযে বসতেন তখন দুই হাত দুই হাঁটুর উপর রাখতেন এবং ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির পাশের আঙ্গুলি উঠিয়ে তা দ্বারা (ইংগিত) দু'আ করতেন**। আর বাম হাত বাম হাঁটুর উপর বিছিয়ে রাখতেন'।[১৬৯]*

১৬৮. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১১৮৯
১৬৯. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১১৮৭
* তাশাহহুদের বৈঠকে বসার পর হাত ও আঙ্গুল রাখার ব্যাপারে যা হাদীছে পাওয়া গেলো– তার সারমর্ম হলো- হাত উরুতে ও হাঁটুতে উভয় জায়গায় রাখা যাবে। অর্থাৎ বাম হাত দ্বারা বাম হাঁটু জড়িয়ে রাখা বা বাম হাত বাম উরুতে বিছিয়ে রাখা উভয়টিরই সুযোগ আছে। ডান হাতের আঙ্গুলগুলো রাখার ব্যাপারে বাম হাতের সাথে একটু ভিন্নতা রয়েছে। ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্রিত করে বাকীগুলোকে গোল করে তর্জনী (শাহাদাত) আঙ্গুল ইশারা করা (তুলে রাখা)। আর এ কাজটি বৈঠকে বসার পর পরই করতে হবে, এটাই হাদীছের ভাষ্য। তর্জনী নাড়ানো বা না নাড়ানো দু'টোরই অবকাশ রয়েছে। তবে আমাদের দেশে প্রচলিত لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ বলার সময় তর্জনী উঠা-নামা করানোর আমলটি অনেক অনুসন্ধানের পরও হাদীছে পাওয়া যায় নি। এ প্রসঙ্গে উলামায়ে কেরামের দু'ধরনের বক্তব্য পাওয়া যায়। আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী (রহ.) বলেন-

তাশাহহুদের বৈঠকে দৃষ্টি যেখানে থাকবে

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ اِذَا قَعَدَ فِي التَّشَهُّدِ أَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ لَا يُجَاوِزُ بَصَرُهُ إِشَارَتَهُ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন তাশাহহুদ আদায় করতে বসতেন- তর্জনী দ্বারা ইশারা করতেন। আর দৃষ্টি তাঁর আঙ্গুলের ইশারা অতিক্রম করত না'।[১৭০]

قال الطيبى اى رفعها عند قوله الا الله ليطابق القول الفعل على التوحيد وعندنا يرفعها عند لا اله ويضعها عند إلا الله.

ত্বিবী বলেন- আঙ্গুল উঠানো হবে إلا الله বলার সমস, যেন তাওহীদের সাক্ষ্যর ব্যাপারে মুখের কথার সাথে আঙ্গুলের কাজের মিল পাওয়া যায়। আর আমাদের মতে (মুসান্নিফ) لا اله বলার সময় আঙ্গুল ওঠানো হবে। আর إلا الله বলার সময় আঙ্গুল নামানো হবে। (মিরকাতুল মাফাতীহ, খ-২, পৃ. ৩২৮)

আর আল্লামা নাসির উদ্দীন আলবানী (র.) বলেন-

والظاهر من الحديث ان الاشارة والرفع عقب الجلوس وما يقال ان الرفع انما هو عند قوله لا اله وفى المذهب الاخر عند قوله الا الله فكله رأى لا دليل عليه من السنة فوهم محض فانه لا اصل لذلك باسناد صحيح ولا ضعيف بل ولا موضوع ومثله ووضع الاصبع بعد الرفع لا اصل له.

'সুস্পষ্ট হাদীছ হলো- আঙ্গুল উত্তোলন ও ইশারা করা হবে বৈঠকের পর পরই। لا اله বলার সময় অথবা إلا الله বলার সময় আঙ্গুল উঠানো সম্পর্কে যত বক্তব্য আছে সবগুলো ধারণা প্রসূত বক্তব্য। হাদীছে এর কোন ভিত্তি নেই। এর পক্ষে কোন সহীহ, জঈফ বা জাল হাদীছও নেই। অনুরূপ আঙ্গুল উত্তোলনের পর আঙ্গুল নামিয়ে ফেলারও কোন ভিত্তি নেই'। (তাহক্বীক মিশকাত, আলবানী, হা-৯০৬ নং হাদীছের টীকা দ্রষ্টব্য, ১/২৮৫)।

১৭০. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১২৭৮; আবূ দাউদ আস সুনান, হা-৯৯০

তাশাহহুদের প্রথম বৈঠক সংক্ষিপ্ত হবে

عَنْ اَبِيْ عُبَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْاُوْلَيَيْنِ كَاَنَّهُ عَلَى الرَّضْفِ.

'আবু উবাইদা (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নিশ্চয়ই রাসূল (সা.) নামাযের প্রথম দু'রাক'আতে এরূপে বসতেন, যেন গরম পাথরের উপর বসেছেন'।[১৭১]

তাশাহহুদ কয় ভাবে ও কিভাবে পড়তে হয়?

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كُنَّا نَقُوْلُ التَّحِيَّةُ فِي الصَّلَاةِ وَنُسَمِّيْ وَيُسَلِّمُ بَعْضُنَا عَلٰى بَعْضٍ فَسَمِعَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ قُوْلُوا التَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নামাযের (বৈঠকে) আত্তাহিয়্যাতু বলতাম, তখন আমাদের একে অপরকে সালামও করতাম। রাসূল (সা.) তা শুনে ইরশাদ করলেন : তোমরা বলবে– "আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস সালাওয়াতু ওয়াত-তাইয়িবাতু আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস সালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস সালিহীন। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু'।[১৭২]

---

১৭১. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৯৯৫; তিরমিযী, আস সুনান, হা-৩৩৬

১৭২. বুখারী, আস সহীহ, হা-১১২৪

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُعَلِّمُنَا التَّشَهُّدَ كَمَا يُعَلِّمُنَا الْقُرْاٰنَ وَكَانَ يَقُوْلُ اَلتَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّٰهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) আমাদের কুরআন শিক্ষা দেয়ার মত করেই তাশাহহুদ শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন– আত্তাহিয়্যাতুল মুবারাকাতুছ ছালাওয়াতুত তায়্যিবাতু লিল্লাহি। আসসালামু আলাইকা আইয়্যুহান্নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আসসালামু আলাইনা ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিছ ছালিহীন। আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ'।[১৭৩]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَلسُّنَّةُ اَنْ يُخْفِيَ التَّشَهُّدَ.

'ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন– তাশাহহুদ নিঃশব্দে পড়া সুন্নাত'।[১৭৪]*

শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর দুরূদ ও দু'আ পড়া

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الْاٰخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْ اَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ.

---

১৭৩. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৯৭৪

১৭৪. আবু দাউদ আস সুনান, হা-৯৮৬

* তাশাহহুদের বাক্য আরো কয়েক রকম শব্দাবলীতে হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। আমরা যেভাবে পড়ি তা-ই একমাত্র তাশাহহুদের বাক্য নয়। তাই কাউকে ভিন্নভাবে পড়তে দেখলে তিরস্কার করা যাবে না।

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন **শেষ তাশাহহুদ পাঠ করবে, তখন যেন সে চারটি জিনিস থেকে (আল্লাহর কাছে) আশ্রয় চায়।** জাহান্নামের আযাব থেকে, কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং মাসীহ্ দাজ্জালের অপকারিতা থেকে'।[১৭৫]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ اَبِيْ لَيْلٰى قَالَ لَقِيَنِيْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ اَلَا اُهْدِيْ لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ ﷺ فَقُلْتُ بَلٰى فَاَهْدِهَا لِيْ فَقَالَ سَاَلْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ الصَّلٰوةُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ فَاِنَّ اللهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكُمْ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

'আবদুর রহমান ইবনু আবি লাইলা (রহ.) বলেন, কা'ব ইবনু 'উজরা (রা.) এর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হলো। তিনি আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে এমন একটি জিনিস হাদিয়া দিব না যা আমি হুজুর (সা.) এর কাছে শুনেছি? আমি বললাম, অবশ্যই আমাকে তা হাদিয়া দিন। তিনি বললেন, আমরা হুজুর (রা.) এর কাছে জানতে চেয়ে বললাম, আপনাদের উপর তথা আহলে বাইতের উপর দুরূদ কিভাবে পাঠ করব? আপনাদের উপর সালাম পাঠ করার পদ্ধতি তো আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে শিখিয়েছেন। তিনি বললেন, তোমরা বলো : আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাঁদিও ওয়া আলা

---

১৭৫. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২১৩, ৫৮৮; আবূ দাউদ, আস সুনান, হা-৯৮৩

আলি মুহাম্মাদ। কামা সাল্লাইতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাঁদিও ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ। কামা বারাকতা আলা ইবরাহীমা ওয়া আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ'।[১৭৬]

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَإِذَا قَعَدَ اَحَدُكُمْ فِي الصَّلٰوةِ فَلْيَقُلْ اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ..... وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْمَسْأَلَةِ مَا شَاءَ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন- যখন তোমাদের কেউ নামাযে বসবে, তখন বলবে- আত্তাহিয়্যাতু লিল্লাহি..... ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু। এরপর তার যা মনে চায় দু'আ করবে'।[১৭৭]

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ ... ثُمَّ يَتَخَيَّرُ بَعْدُ مِنَ الدُّعَاءِ.

'ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন- ... অতপর সে যে কোন দু'আ করতে পরবে'।[১৭৮]

ইমাম মুসলিম (রহ.)

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّدِ.

'তাশাহহুদের পর দরূদ' অধ্যায়ের অধীনে এ হাদীছ উল্লেখ করেছেন-

عُنْ اَبِيْ حُمَيْدٍ السَّاعِدِيْ اَنَّهُمْ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ نُصَلِّيْ عَلَيْكَ قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى

১৭৬. বুখারী, আস সহীহ, হা-৩১৩২
১৭৭. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৮২
১৭৮. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৮৫

اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ وَبَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اَزْوَاجِهٖ وَذُرِّيَّتِهٖ كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

'আবূ হুমাইদ আস সাইদী (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা (সাহাবাগণ) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কিভাবে আপনার উপর দরূদ পড়বো। তখন তিনি বললেন- আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আযওয়াজিহী ও যুররিয়্যাতিহী কামা সাল্লাইতা আলা আলি ইবরাহীমা, ওয়া বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আওয়াজিহী ওয়া যুররিয়্যাতিহী কামা বারাকতা আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ'।[১৭৯]

ইমাম আবূ দাউদ (রহ.)

بَابُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بَعْدَ التَّشَهُّدِ.

'তাশাহহুদের পর রাসূলের উপর দরূদ' অধ্যায়ের অধীনে এ হাদীছ উল্লেখ করেছেন-

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُوْلُوْا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ.

'ওকবাহ ইবনু আমর থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন- তোমরা বলো- আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদানি ন্নাবিয়্যিল উম্মী, ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ'।[১৮০]

দু'আ মাছুরা নির্ধারিত নয়

عَنْ اَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَنَّهٗ قَالَ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَلِّمْنِيْ دُعَاءً اَدْعُوْ بِهٖ فِيْ

১৭৯. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৯৬
১৮০. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৯৮১

صَلَاتِي قَالَ قُلْ اَللّٰهُمَّ اِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيْرًا وَّلَا يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ اِلَّا اَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

'আবু বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা.) কে বললেন, আমাকে একটি দু'আ শিখিয়ে দিন, যার মাধ্যমে আমি নামাযে দু'আ করবো। তিনি বললেন, তুমি বলো, আল্লাহুম্মা ইন্নী যলামতু নাফসী যুলমান কাছীরা ওয়ালা ইয়াগফিরুয্যুনুবা ইল্লা আনতা ফাগফিরলী মাগফিরাতাম মিন ইনদিকা ওয়ার হামনী ইন্নাকা আনতাল গফূরুর রহীম'।[১৮১]

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ اَخْبَرَتْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَدْعُوْ فِي الصَّلٰوةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ اَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) এই বলে নামাযে দু'আ করতেন : আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিন আযাবিল কাবরি, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাসীহিদ দাজ্জাল, ওয়া আউযুবিকা মিন ফিতনাতিল মাহইয়া ওয়াল মামাতি, আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল মা'ছামি ওয়াল মাগরাম।

(হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে কবরের আযাব থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার কাছে মাসীহ দাজ্জালের ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার কাছে জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে আশ্রয় চাই। আমি তোমার কাছে গুনাহ ও ঋণ থেকে আশ্রয় চাই)'।[১৮২]

عَنْ مِحْجَنِ بْنِ الْاَدْرَعِ قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَسْجِدَ فَاِذَا هُوَ بِرَجُلٍ

১৮১. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৮৭

১৮২. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৯৪; মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২১২

قَدْ قَضَى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَتَشَهَّدُ وَهُوَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّي اَسْئَلُكَ يَا اللهُ الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ اَنْ تَغْفِرَ لِي ذُنُوْبِي اِنَّكَ اَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ قَالَ فَقَالَ قَدْ غُفِرَ لَهُ قَدْ غُفِرَ لَهُ ثَلَاثًا.

'মিহজান ইবনুল আদরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) মাসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন– এক ব্যক্তি নামায শেষে তাশাহহুদ পড়ছে এবং সে এটাও পড়ছে– আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা ইয়া আল্লাহ, আল আহাদ, আছ ছামাদ, আল্লাযী লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ, ওয়া লাম ইয়াকুল লাহু কুফু'আন আহাদ। আন তাগফিরালী যুনুবী, ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম। (হে আল্লাহ, হে একক ও অমুখাপেক্ষী আল্লাহ, যিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি, তাঁর সমকক্ষও কেউ নেই। আমি আপনার নিকট প্রার্থনা করছি, আপনি আমার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিন। আপনি ক্ষমাশীল ও মেহেরবান)। লোকটির এ দু'আ শুনে নবী (সা.) বললেন– তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তিনি একথাটি তিন বার বলবেন'।[১৮৩]*

সালাম কতবার ও কিভাবে ফিরাতে হয়?

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ اَلطُّهُوْرُ وَتَحْرِيْمُهَا التَّكْبِيْرُ وَتَحْلِيْلُهَا التَّسْلِيْمُ.

'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন– নামাযের চাবি হচ্ছে পবিত্রতা। তাকবীর বলে নামায শুরু করার দ্বারা পার্থিব সকল কাজ হারাম

১৮৩. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৯৮৫

* তাশাহহুদের পর দুরূদ ও দু'আ পাঠ করার কথা হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। দুরূদ একাধিক শব্দে বর্ণিত হয়েছে। ঠিক দু'আ মাছূরাও ভিন্ন ভিন্ন শব্দাবলীতে বর্ণিত হয়েছে। দু'আর ব্যাপারে মুসল্লিকে স্বাধীনতাও দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ মুসল্লি দুরূদের পর হাদীছে উল্লেখিত দু'আ বা তার ইচ্ছা মতো যে কোন বিষয়ে দু'আ করার এখতিয়ার রাখে।

হয়ে যায়। আর সালাম ফিরানোর দ্বারা নামায সমাপ্তির কারণে পার্থিব কাজ হালাল হয়ে যায়'।[১৮৪]

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) তাঁর ডানে ও বামে সালাম ফিরাতেন এবং বলতেন : **আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ'**।[১৮৫]

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ كُنْتُ اَرٰى رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتّٰى اَرٰى بَيَاضَ خَدِّهِ.

'আমের ইবনু সা'দ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) কে এমনভাবে ডানে এবং বামে সালাম ফিরাতে দেখেছি যে **তাঁর গালের শুভ্রতা দেখা যেতো'**।[১৮৬]

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَكَانَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَعَنْ شِمَالِهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ.

'আলকামা ইবনু ওয়াইল (রহ.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি নবী (সা.) এর সাথে নামায আদায় করেছি। তিনি ডান দিকে সালাম ফিরানোর সময় বলতেন **'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বাকারাকাতুহু'** এবং বাঁ দিকে সালাম ফিরানোর সময় বলতেন **'আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ'**।[১৮৭]

---

১৮৪. তিরমিযী, আস সুনান, হা-৬১

১৮৫. তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৯৫; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৯১৫

১৮৬. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১১৯৩

১৮৭. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৯৯৭

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُسَلِّمُ فِى الصَّلَاةِ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً تِلْقَاءَ وَجْهِهِ يَمِيْلُ اِلَى الشِّقِّ الْاَيْمَنِ شَيْئًا. قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَقَدْ قَالَ بِهِ بَعْضُ اَهْلِ الْعِلْمِ فِى التَّسْلِيْمِ فِى الصَّلَاةِ وَاَصَحُّ الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ تَسْلِيْمَتَانِ وَعَلَيْهِ اَكْثَرُ اَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَالتَّابِعِيْنَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ. وَرَوٰى قَوْمٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً فِى الْمَكْتُوْبَةِ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ اِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيْمَةً وَاحِدَةً وَاِنْ شَاءَ سَلَّمَ تَسْلِيْمَتَيْنِ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) নামাযে সালাম ফিরাতেন একবারই। প্রথমে সামনের দিকে শুরু করে তারপর ডান দিকে কিছুটা মুখ ঘুরাতেন।

আবু ঈসা (ইমাম তিরমিযী) বলেন– কোন কোন আলিম এ হাদীছে উল্লেখিত নিয়মে সালাম ফিরানোর পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। কিন্তু সব চাইতে সহীহ বর্ণনা মতে, নবী (সা.) দু'দিকে সালাম ফিরাতেন। বেশির ভাগ সাহাবী, তাবিঈ ও পরবর্তী ওলামায়ে কেরাম এ মতই গ্রহণ করেছেন। একদল সাহাবী ও অন্যান্য আলিম ফরয নামাযে একবার সালাম ফিরানোর রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। ইমাম শাফেঈ (রহ.) বলেছেন– দু'টি পদ্ধতিরই অনুমতি আছে। চাইলে এক বার সালাম ফিরাতে পারবে। আবার কেউ চাইলে দু'বার সালাম ফিরাতে পারবে'।[১৮৮]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ حَذْفُ السَّلَامِ سُنَّةٌ قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ يَعْنِىْ اَنْ لَا تَمُدَّهُ مَدًّا قَالَ اِبْرَاهِيْمُ النَّخَعِىُّ اَلتَّكْبِيْرُ جَزْمٌ وَالسَّلَامُ جَزْمٌ.

'আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সালামের মাঝে "হযফ"

---

১৮৮. তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৯৬

করা সুন্নাত। ইবনুল মুবারক বলেন– "হযফ" হলো– সালাম খুব লম্বা না টেনে স্বাভাবিক অবস্থায় রাখা।

ইব্রাহীম আন নাখঈ বলেন– তাকবীর ও সালাম লম্বা টানে হবে না'।[১৮৯]

সালাম ফিরানোর পর ইমামের করণীয়

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا صَلَّى صَلَاةً أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

'সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) যখন নামায শেষ করতেন তখন আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসতেন'।[১৯০]

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ أَحْبَبْنَا أَنْ نَكُوْنَ عَنْ يَمِيْنِهِ يُقْبِلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ.

'বারা ইবনু 'আযিব (রা.) বলেন– আমরা যখন রাসূল (সা.) এর পিছনে নামায পড়তাম, তখন রাসূল (সা.) এর ডান পাশে থাকাকে পছন্দ করতাম। **কেননা তিনি (ডান দিকে মোড় দিয়ে) আমাদের দিকে ফিরে বসতেন'**।[১৯১]*

عَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ هُلْبٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَؤُمُّنَا فَيَنْصَرِفُ عَلَى جَانِبَيْهِ جَمِيْعًا عَلَى يَمِيْنِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ.

---

১৮৯. তিরমিযী, আস সুনান, হা-২৯৭

১৯০. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৯৭; নাসাঈ, আস সুনান, হা-১৩৩৭

১৯১. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭০৯

* এ কর্মটি রাসূল (সা.) প্রতি ওয়াক্তেই করতেন। তাই এটা সুন্নাহ। আমাদের দেশে শুধু ফজর ও আসরের সময় এমনটি করা হয়ে থাকে। বাকী ওয়াক্তগুলোতে এ সুন্নাহ কর্মটি পাইকারী হারে তরক করা হচ্ছে। যা মোটেও কাম্য নয়। এ সুন্নাহ কর্মটি পুনর্জীবিত করা দরকার। কোন্ কারণে রাসূলের (সা.) নিয়মিত আমল করা এ সুন্নাহ কর্মটি আমাদের দেশে তরক করা হচ্ছে তার কোন সদুত্তর আমাদের জানা নেই।

'কাবিছা ইবনু হুলব তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন– রাসূল (সা.) আমাদের ইমামতি করতেন। (সালাম ফিরানোর পর) **তিনি ডান ও বাম উভয় পার্শ্বেই ফিরে বসতেন'**।[১৯২]

সালাম ফিরানোর পর সুন্নাহ যিকিরসমূহ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ إِنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالذِّكْرِ حِيْنَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوْبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا انْصَرَفُوْا بِذٰلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) এর সময় **মুসল্লীগণ ফরয নামায শেষ করে উচ্চৈঃস্বরে যিকর করতেন**। ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, আমি এরূপ শুনে বুঝতাম, মুসল্লীগণ নামায শেষ করেছেন'।[১৯৩]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ بِالتَّكْبِيْرِ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, **আমরা তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলার দ্বারা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নামায শেষ হওয়া বুঝতে পারতাম'**।[১৯৪]

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مُعَقِّبَاتٌ لَا يَخِيْبُ قَائِلُهُنَّ يُسَبِّحُ اللهَ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَيَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ وَيُكَبِّرُهُ أَرْبَعًا وَّثَلَاثِيْنَ.

---

১৯২. তিরমিযী, আস সুনান, হা-৩০১

১৯৩. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৯৩; মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২০৫

১৯৪. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২০৩; আবূ দাউদ, আস সুনান, হা-৯২০

'কাব ইবনু উজরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন : নামাযের পরে পাঠ করার মত এমন কিছু বিষয় আছে যে, যার পাঠক কখনো বঞ্চিত হয় না। **প্রতি ওয়াক্তের নামাযের পর ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ, ৩৪ বার আল্লাহু আকবার পড়বে'**।[১৯৫]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ اَقْرَأَ الْمُعَوِّذَاتِ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ.

'উকবা ইবনু আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে প্রতি নামাযের শেষে সূরা ফালাক ও সূরা নাস পাঠ করার নির্দেশ দিয়েছেন'।[১৯৬]

عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اِسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا وَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ.

'সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) নামায শেষ করে তিনবার ইসতিগফার পড়তেন (৩ বার বলতেন, আস্তাগফিরুল্লাহ) এবং বলতেন "আল্লা-হুম্মা আনতাস সালামু, ওয়া মিনকাস সালামু, তাবা-রকতা যাল জালালি ওয়াল ইকরাম'।[১৯৭]

عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُوْلُ فِيْ دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِيْنَ يُسَلِّمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَلَا نَعْبُدُ اِلَّا اِيَّاهُ

১৯৫. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২৩৭; নাসাঈ, আস সুনান, হা-১৩৫২
১৯৬. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১৫২৩; নাসাঈ, আস সুনান, হা-১৩৩৫
১৯৭. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২২২

لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

'আবুয যুবাইর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন : আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযে সালাম ফিরানোর পর বলতেন : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়ালাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কদীর। লা হাওলা ওয়া লা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহি। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া লা না'বুদু ইল্লা ইয়্যা-হু, লাহুন নি'মাতু, ওয়া লাহুল ফাদলু, ওয়া লাহুস সানাউল হুসনু, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, মুখলিসীনা লাহুদ্দীনা, ওয়া লাও কারিহাল কাফিরূন'।[১৯৮]

عَنْ سَعْدٍ اَنَّهُ كَانَ يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هٰؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَقُوْلُ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلَاةِ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُبِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ اَرْذَلِ الْعُمُرِ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ.

'সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তার সন্তানদেরকে দু'আর এ কালিমাগুলো শিক্ষা দিতেন ও বলতেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাযের পর এ কালিমাগুলো দ্বারা আল্লাহর নিকটে আশ্রয় চাইতেন : "আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিনাল জুবনি, ওয়া আ'উযুবিকা মিনাল বুখলি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন আরযালির উমুরি, ওয়া আ'উযুবিকা মিন ফিতনাতিদ দুনইয়া ওয়া 'আযাবিল কবরি'।[১৯৯]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ سَبَّحَ فِيْ دُبُرِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِائَةَ تَسْبِيْحَةٍ وَهَلَّلَ مِائَةَ تَهْلِيْلَةٍ غُفِرَ لَهُ ذُنُوْبُهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زُبَدِ الْبَحْرِ.

১৯৮. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২৩১; নাসাঈ, আস সুনান, হা-১৩৪২
১৯৯. বুখারী, আস সহীহ, হা-২৬১২

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি সকালের নামাযের পর **একশত বার সুবহানাল্লাহ এবং একশত বার লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ** বলবে, তার গুনাহসমূহ মাফ করে দেয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা সম হয়'।[২০০]

كَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى مُعَاوِيَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

'মুগিরা ইবনু শু'বা (রা.) হযরত মুয়াবিয়া (রা.) এর নিকট লিখে পাঠালেন যে, রাসূল (সা.) নামায শেষে সালাম ফিরিয়ে বলতেন– লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু, ওয়া লাহুল হামদু, ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর। আল্লাহুম্মা লা মানিয়া, লিমা আ'ত্বাইতা, ওয়া লা মু'ত্বিয়া লিমা মানা'তা। ওয়া লা ইয়ানফা'উ যাল যাদ্দি মিনকাল যাদ্দু। (আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরিক নেই। রাজত্ব শুধুই তাঁর। প্রশংসাও তাঁরই প্রাপ্য। তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। হে আল্লাহ! তুমি যা দিতে চাও, তা কেউই রোধ করতে পারবে না। তুমি যা রোধ কর, তা কেউই দিতে পারে না। কোন সম্পদশালীর সম্পদ তোমার আযাব থেকে তাকে রক্ষা করতে পারবে না')।[২০১]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ.

'আবু উমাম আল বাহেলী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন– যে

---

২০০. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১৩৫৭

২০১. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২১৬

ব্যক্তি প্রত্যেক ফরয নামাযের পর আয়াতুল কুরসী পড়বে, তার জান্নাতের প্রবেশের মাঝে বাধা একমাত্র তার মৃত্যু'।[২০২*]

নামাযী ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাওয়া নিষেধ

عَنْ أَبُو جُهَيْمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ.

'আবু জুহাইম (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, যদি মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রমকারী জানতো এটা কত বড় অপরাধ, তাহলে সে মুসল্লীর সামনে দিয়ে অতিক্রম করার চেয়ে চল্লিশ (দিন/মাস/বছর) দাঁড়িয়ে থাকা উত্তম মনে করতো'।[২০৩]

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلْيَدْرَأْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ.

---

২০২. নাসাঈ, আস সুনান, আল কুবরা, হা- ৯৯২৮; ত্বাবারানী, মু'জামুল কাবীর, হা-৭৫৩২

* রাসূল (সা.) সালাম ফিরানোর পর মুসল্লিদের দিকে ফিরে বসে বিভিন্ন দু'আ পড়তেন। অনেকগুলো হাদীছ দিয়ে তা প্রমাণিত। তবে সবগুলো দু'আ একই নামাযের পরে পড়তেন, তা নয়। কিন্তু আজ এ সুন্নাহ হারিয়ে যাচ্ছে। প্রায় মাসজিদে ইমাম সাহেবগণও হাদীছে উল্লেখিত দু'আগুলো পড়েন না, মুসল্লিদেরও পড়তে দেখা যায় না। অথচ এটা ছিলো রাসূল (সা.) এর নিয়মিত সুন্নাহ। আমরা চালু করেছি সালাম ফিরানোর সাথে সাথে সম্মিলিত মুনাজাত। যা রাসূল (সা.) সাহাবাগণকে সাথে নিয়ে করতেন না। আমরা সেটাকে সুন্নাত বানিয়ে নিয়েছি। আর প্রকৃত সুন্নাতের আমল নিয়মিত বর্জন করে চলছি।

হে আল্লাহ! আমাদের সুন্নাহ মেনে চলার তাওফীক দাও।

২০৩. বুখারী, আস সহীহ, হা-৪৮০

'আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন নামায আদায় করে, সে যেন নিজের সামনে দিয়ে কাউকে চলাচল করতে না দেয়। সে সাধ্যমত তাকে বাধা দিবে। অতিক্রমকারী যদি এ থেকে বিরত হতে না চায়, তবে সে যেন তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কেননা সে একটা শয়তান'।[২০৪]

সুতরার পরিমাণ

عَنْ مُوْسَى ابْنِ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا وَضَعَ اَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلَ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ فَلْيُصَلِّ.

'মূসা ইবনু তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমাদের কোন ব্যক্তি নিজের সামনে হাওদার (উটের পিঠে আসনের পিছন ভাগে দাঁড় করানো) কাঠের ন্যায় কিছু রেখে দিয়ে নিশ্চিন্তে নামায আদায় করতে পারে'।[২০৫]

عَنْ عَطَاءٍ قَالَ اٰخِرَةُ الرَّحْلِ ذِرَاعٌ فَمَا فَوْقَهُ.

'আতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাওদার পশ্চাৎ ভাগের কাষ্ঠ খণ্ড এক হাত বা তার চেয়ে একটু বেশি লম্বা হয়ে থাকে'।[২০৬]

সুতরাহ কতটুকু দূরে রাখতে হবে

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ كَانَ بَيْنَ مُصَلّٰى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَبَيْنَ الْجِدَارِ مَمَرُّ الشَّاةِ.

২০৪. বুখারী, আস সহীহ, হা-৪৭৯; মুসলিম, আস সহীহ, হা-১০২০
২০৫. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১০০৩
২০৬. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৬৮৬

'সাহল ইবনু সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) এর নামাযের স্থান ও দেয়ালের মাঝখানে একটা বকরী চলার মতো ব্যবধান ছিল'।[২০৭]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ جَعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ نَحْوًا مِّنْ ثَلَاثَةِ اَذْرُعٍ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) নামাযে তাঁর এবং দেয়ালের মধ্যস্থলে প্রায় তিন হাত ব্যবধান রাখলেন'।[২০৮]

সুতরাহ না পাওয়া গেলে যা করতে হবে

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ شَيْئًا فَاِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَنْصِبْ عَصًا فَاِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ عَصًا فَلْيَخْطُطْ خَطًّا ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ اَمَامَهُ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমাদের কেউ (খোলা জায়গাতে) নামায আদায় করলে যেন (সুতরাহ হিসেবে) তার সামনে কিছু স্থাপন করে। কিছু না পাওয়া গেলে যেন একটি লাঠি স্থাপন করে নেয়। সাথে কোন লাঠি না থাকলে মাটিতে যেন একটি দাগ টেনে দেয়। তারপর সামনে দিয়ে কিছু চলাচল করলে নামাযের কোন ক্ষতি হবে না'।[২০৯]

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ رَاَيْتُ شَرِيْكًا صَلّٰى بِنَا فِيْ جَنَازَةِ الْعَصْرَ فَوَضَعَ قَلَنْسُوَتَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَعْنِيْ فِيْ فَرِيْضَةٍ.

'সুফিয়ান ইবনু 'উয়ায়নাহ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শারীক

২০৭. বুখারী, আস সহীহ, হা-৪৬৬
২০৮. নাসাঈ, আস সুনান, হা-৭৫০
২০৯. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৬৮৯

(রা.) কে দেখেছি, তিনি এক জানাযার নামায আদায় করতে এসে আমাদের সাথে আসরের নামায আদায় করলেন। তিনি উক্ত ফরয নামাযে সুতরাহ হিসেবে নিজের টুপি খুলে সামনে রাখলেন'।[২১০*]

ইমামের সুতরাহ মুসল্লিদের সুতরাহ হিসেবে গণ্য হবে

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِنَّهُ قَالَ اَقْبَلْتُ رَاكِبًا عَلٰى حِمَارٍ وَاَنَا يَوْمَئِذٍ قَدْ نَاهَزْتُ الْاِحْتِلَامَ وَرَسُوْلُ اللهِ يُصَلِّىْ بِالنَّاسِ بِمِنًى اِلٰى غَيْرِ جِدَارٍ فَمَرَرْتُ بَيْنَ يَدَىْ بَعْضِ الصَّفِّ فَنَزَلْتُ وَاَرْسَلْتُ الْاَتَانَ تَرْتَعُ وَدَخَلْتُ فِى الصَّفِّ فَلَمْ يُنْكِرْ ذٰلِكَ عَلَىَّ اَحَدٌ.

---

২১০. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৬৯১

* মুসল্লির সামনে সুতরাহ কমপক্ষে এক হাত উচ্চতার যে কোন বস্তু হওয়া উচিৎ। যদি এমন কোন বস্তু কোনভাবেই পাওয়া না যায়, তাহলে কিছু না কিছু দেয়ার চেষ্টা করা উচিৎ। এটা তখন প্রযোজ্য হবে যদি মুসল্লি খোলা জায়গায় বা প্রশস্ত কোন মাসজিদ বা কোন ঘরে নামায আদায় করে। সংকীর্ণ স্থান, সামনে দেয়াল বা পিলার থাকলে সুতরার প্রয়োজনই নেই এবং মুসল্লির সামনে দিয়ে যাওয়ার অনুমতিও নেই। যদি সুতরাহ না থাকে, তাহলে খোলা বা প্রশস্ত ঘরের কতটুকু দূর দিয়ে মুসল্লির সামনে দিয়ে যাতায়াত করা যাবে– তা হাদীছে নির্ধারিত নেই। তবে হাদীছের শব্দ হলো– بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلِّىْ "মুসল্লির সামনে।" এ বাক্য দ্বারা বুঝা যায় মুসল্লির সামনে বলতে সাজদার স্থানের পুরো অঞ্চলটাকে বুঝানো হয়েছে।

অর্থাৎ মুসল্লির মনোযোগ নষ্ট হতে পারে এমন স্থান দিয়ে অতিক্রম করা যাবে না। নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে যদি মুসল্লির সামনে কেউ বসা অবস্থায় থাকে বা নামাযরত থাকে, সে চাইলে বসা থেকে দাঁড়িয়ে নামায শেষে উঠে চলে যেতে পারবে। কেননা হাদীছে, اَلْمَارُّ "চলাচলকারী" বলা হয়েছে, উঠে যেতে নিষেধ করা হয় নি। আর জামায়াত চলাকালে যদি কারো অযূ ভেঙ্গে যায়, অথবা অন্য কোন জরুরী প্রয়োজনে জামায়াতের কাতার থেকে বের হওয়া বা কাতারে প্রবেশ করার প্রয়োজন হয় তাহলে কাতারের সামনে দিয়ে মুসল্লির চলাচল করা জায়েয। কেননা ইমামের সুতরাহ মুসল্লির সুতরাহ হিসেবে গণ্য হবে।

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একটি গাধার উপর আরোহণ করে অগ্রসর হলাম। তখন আমি প্রায় বয়ঃপ্রাপ্ত। এ সময় রাসূল (সা.) মিনায় প্রাচীর ব্যতীত অন্য কিছু সামনে রেখে লোকদের নিয়ে নামায আদায় করছিলেন। আমি কোন এক কাতারের সম্মুখ দিয়ে অগ্রসর হয়ে এক জায়গায় নেমে গেলাম এবং গাধাটিকে চড়ে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দিলাম। অতপর আমি কাতারে ঢুকে পড়লাম। আমার এ কাজে কেউ আপত্তি করলেন না'।[২১১]

তাকবীরে তাহরীমার পূর্বে ইমাম যা বলবেন

عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ بِوَجْهِهٖ حِيْنَ قَامَ إِلَى الصَّلٰوةِ قَبْلَ اَنْ يُكَبِّرَ فَقَالَ أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَتَرَاصُّوْا.

'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একদা) রাসূল (সা.) নামাযে দাঁড়ালেন, তাকবীর বলার পূর্বে আমাদের দিকে মুখ করে বললেন, তোমরা তোমাদের কাতার ঠিক করো এবং পরস্পর মিশে দাঁড়াও'।[২১২]

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَيَقُوْلُ اسْتَوُوْا وَلَا تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ.

'ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের কাঁধ স্পর্শ করে বলতেন : তোমরা কাতার সোজা করে দাঁড়াও, বিচ্ছিন্ন হয়ো না, তাহলে তোমাদের অন্তরে অনৈক্য তৈরী হবে'।[২১৩]

---

২১১. বুখারী, আস সহীহ, হা-৮৬১

২১২. নাসাঈ, আস সুনান, হা-৮১৫

২১৩. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৮৬৭; নাসাঈ, আস সুনান, হা-৮১৩

নামাযে কাতার সোজা করার গুরুত্ব

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ.

'নোমান ইবনু বাশীর (রা.) বলেন, নবী (সা.) বলেছেন : তোমরা (নামাযে) কাতার সোজা করে নিবে অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের চেহারার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে দেবেন'।[২১৪]

عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اَقِيمُوا الصُّفُوفَ فَاِنِّي اَرَاكُمْ خَلْفَ ظَهْرِي.

'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, তোমরা (নামাযে) কাতারগুলো সোজা করে দাঁড়াবে। আমি পিছনের দিক থেকেও তোমাদেরকে দেখে থাকি'।[২১৫]

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سَوُّوا صُفُوفَكُمْ فَاِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلٰوةِ.

'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, তোমরা নামাযে কাতারগুলো সোজা করে নিবে। কেননা কাতার সোজা করে নেয়া নামায প্রতিষ্ঠিত হওয়ার অংশ'।[২১৬]

عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَوِّي صُفُوفَنَا حَتّٰى كَاَنَّمَا يُسَوِّي بِهَا الْقِدَاحَ.

'সিমাক ইবনু হারব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নোমান ইবনু বাশীরকে বলতে শুনেছি : রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের কাতারগুলো সোজা করে দিতেন, মনে হত তিনি যেন কামানের কাঠ সোজা করছেন'।[২১৭]

---

২১৪. বুখারী, আস সহীহ, হা-৬৭৪; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৮৭৩
২১৫. বুখারী, আস সহীহ, হা-৬৭৫
২১৬. বুখারী, আস সহীহ, হা-৬৯৭; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৮৭০
২১৭. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৮৭৪

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ اِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةً رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যারা কাতারগুলো মিলিয়ে রাখে তাদের প্রতি আল্লাহ এবং ফেরেশতাগণ রহমত বর্ষণ করেন। যে ব্যক্তি কাতারের ফাঁক বন্ধ করে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন'।[২১৮]

মুসল্লিদের পারস্পরিক দু'পায়ের মাঝে কতটুকু ফাঁক থাকবে?

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ اَقِيمُوا الصُّفُوفَ وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ وَسُدُّوا الْخَلَلَ وَلِينُوا بِاَيْدِي اِخْوَانِكُمْ وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ.

'ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, তোমরা কাতার সোজা করো, কাঁধসমূহ বরাবর রাখো, ফাঁকসমূহ বন্ধ করো, তোমাদের ভাইদের হাতের সাথে নম্রতা বজায় রেখো। (তোমাদের) মধ্যখানে শয়তানের জন্য ফাঁক রাখবে না। যে ব্যক্তি কাতার মিলিয়ে নেয়, আল্লাহ তাকে মিলিয়ে নেন। আর যে কাতার পৃথক করে, আল্লাহ তাকে পৃথক করে দেন'।[২১৯]

عَنْ اَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ فَاِنِّي اَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي وَكَانَ اَحَدُنَا يُلْزِقُ مَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِ صَاحِبِهِ وَقَدَمَهُ بِقَدَمِهِ.

'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন– তোমরা কাতার

---

২১৮. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৯৯৫
২১৯. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৬৬৬; নাসাঈ, আস সুনান, হা-৮১৮

সোজা করো। নিশ্চয় আমি তোমাদেরকে আমার পিছন থেকেও দেখতে পাই। আনাস (রা.) বলেন– আমাদের একজন অপরজনের কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে দাঁড়াতেন'।[২২০]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ رُصُّوْا صُفُوْفَكُمْ وَقَارِبُوْا بَيْنَهَا وَحَاذُوْا بِالْأَعْنَاقِ فَوَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ أَنِّيْ لَأَرَى الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ مِنْ خَلَلِ الصَّفِّ كَأَنَّهَا الْحَذَفُ.

'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন– তোমরা কাতারসমূহে পরস্পর মিলে দাঁড়াবে এবং পরস্পরকে কাছে টেনে নেবে। আর তোমাদের ঘাড়সমূহকে সমপর্যায়ে রাখবে। আমি ঐ সত্তার কসম করছি যার হাতে আমার প্রাণ, নিশ্চয় আমি শয়তানকে দেখি সে কাতারের ফাঁকসমূহে কালো ভেড়ার বাচ্চার ন্যায় প্রবেশ করে'।[২২১]*

---

২২০. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭২৫

২২১. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৬৬৭

* জামা'আতে নামায আদায়ের সময় মুসল্লিদের দু'জনের মাঝে ফাঁক রাখা কতটা নিন্দনীয় কাজ এবং পরস্পর মিলে দাঁড়ানো কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা উল্লেখিত হাদীছগুলো দ্বারা অনুমান করা যায়। কিন্তু এরপরও আমাদের দেশের প্রায় মাসজিদে এ ব্যাপারে চরম অবহেলা লক্ষ্য করা যায়। মুহতারাম ইমাম ও খতীব সাহেবেরাও অনেকেই এ ব্যাপারে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেন না। বরং উল্টো প্রচারণা আছে দু'জন মুসল্লির মাঝখানে "চার আঙ্গুল" পরিমাণ ফাঁক রাখতে হবে। যদিও এ কথার সপক্ষে কোন হাদীছ নেই। নাসির উদ্দীন আলবানী (রহ.) এ প্রসঙ্গে বলেছেন–

لا اصل له فى السنة وانما هو مجرد راى.

'চার আঙ্গুল ফাঁক রাখার ব্যাপারে হাদীছে কোন ভিত্তি নেই। বরং এটা কারো ব্যক্তিগত মতামত মাত্র।' (ছিলছিলা সহীহাহ, হা-৩২-এর আলোচনা দ্রঃ)।

আর দলীল বিহীন এ প্রচারণার সুযোগে সাধারণ মানুষকে দেখা যায় দু'জনের মাঝখানে আট আঙ্গুল/১ বিঘতও ফাঁক রেখে নামায পড়ছে। যা রাসূল (সা.) এর নির্দেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। আর এ গাফলতির বিরুদ্ধে সম্মানীয় ইমাম ও খতীবগণকে আরো উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। তাঁরা যদি আরো শক্ত করে এ বিষয়ে বক্তৃতা দিতেন মুসল্লিরা এ অপরাধটি করতো না।

প্রথম কাতারের মর্যাদা

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ لَاسْتَهَمُوْا.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, লোকেরা যদি জামা'আতের প্রথম সারিতে নামায আদায় করার মর্যাদা সম্পর্কে জানত, তাহলে সেখানে দাঁড়ানোর জন্য লটারী করতো'।[২২২]

عَنْ عِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ ثَلَاثًا وَلِلثَّانِيْ مَرَّةً.

'ইরবাজ ইবনু সারিয়া থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথম কাতারের লোকদের জন্য তিনবার ক্ষমা প্রার্থনা করতেন এবং দ্বিতীয় কাতারের লোকদের জন্য করতেন একবার'।[২২৩]

আবার কেউ কেউ পায়ের সাথে পা মিলাতে গিয়েও বাড়াবাড়ি করছেন। এমনভাবে পা মিলানোর চেষ্টা করেন যে, নামাযের মাঝে বিরক্তি তৈরী হয়ে যায়। বার বার পায়ের সাথে পা ঘষে থাকেন। অথচ ঐ পরিমাণ ফাঁক রাখা দূষণীয়– যে পরিমাণ ফাঁক থাকলে শয়তান ভেড়ার বাচ্চার মত ফাঁক দিয়ে প্রবেশ করতে পারেনা। যদি ১ আঙ্গুল বা আধা আঙ্গুল পরিমাণ অর্থাৎ খুব সামান্য ফাঁক থাকে তাতে কি শয়তান ভেড়ার বাচ্চার মত ঢুকতে পারবে? তাই পায়ের সাথে পা ঘষাটাও নিশ্চয়ই হাদীছের মর্ম নয়।

অনুরূপভাবে নামাযী ব্যক্তি নিজের দু'পায়ের মাঝে কতটুক ফাঁক রাখবে, তাও জানা দরকার। এ বিষয়ে হাদীছে সুস্পষ্ট কোন নির্দেশনা পাওয়া যায় না। অর্থাৎ বিষয়টি নামাযীর স্বাধীনতার উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছে। কেননা এটা ব্যক্তির স্বাস্থ্যগত বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট। যেভাবে দাঁড়ালে মুসল্লি এত্বমিনান বা প্রশান্তির সাথে নামায পড়তে পারে, সেভাবে দাঁড়াবে। তবে নামাযের সৌন্দর্যের সাথে সাংঘর্ষিক হয় এমনভাবে দাঁড়ানো কোনভাবেই কাম্য নয়। কাউকে কাউকে দেখা যায় এমনভাবে দু'পা ছড়িয়ে দাঁড়িয়েছে নিজের দু'পায়ের মাঝখানে এক হাত ফাঁক। আবার দু'পায়ের আঙ্গুলগুলো কিবলামুখীও নয় বরং উত্তর ও দক্ষিণমুখী হয়ে আছে। এটাও নামাযের সৌন্দর্যের সাথে সাংঘর্ষিক। আবার কেউ কেউ দু'পায়ের মাঝে "চার আঙ্গুল" ফাঁক রাখা সুন্নাত বলে প্রচার করছেন, একথাও হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত নয়।

২২২. বুখারী, আস সহীহ, হা-৬৭৭; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৯৯৮

২২৩. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৯৯৬

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ.

'বারাআ ইবনু আযিব (রা.) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি : নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ প্রথম কাতারের লোকদের উপর রহমত বর্ষণ করেন'।[২২৪]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُوْنَ عَنِ الصَّفِّ الْأَوَّلِ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ فِي النَّارِ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন : এক শ্রেণীর লোক সর্বদা প্রথম কাতার থেকে পিছিয়ে থাকবে। অবশেষে আল্লাহও তাদেরকে জাহান্নামের পিছনে নিক্ষেপ করবেন'।[২২৫]

প্রথম কাতার খালি রেখে দ্বিতীয় কাতারে না দাঁড়ানো

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ أَتِمُّوا الصَّفَّ الْمُقَدَّمَ ثُمَّ الَّذِيْ يَلِيْهِ فَمَا كَانَ مِنْ نَقْصٍ فَلْيَكُنْ فِي الْمُؤَخَّرِ.

'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমরা আগে প্রথম কাতার পূর্ণ করবে, তারপর পরবর্তী কাতার পূর্ণ করবে। এরপর কোন কাতার অসম্পূর্ণ থাকলে তা যেন শেষ কাতার হয়'।[২২৬]

عَنْ وَابِصَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَأَى رَجُلًا يُصَلِّيْ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيْدَ.

---

২২৪. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৯৯৭
২২৫. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৬৭৯
২২৬. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৬৭১; নাসাঈ, আস সুনান, হা-৮১৭

'ওয়াবিসা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) এক ব্যক্তিকে কাতারের পেছনে একাকী দাঁড়িয়ে নামায আদায় করতে দেখে তাকে পুনরায় নামায আদায় করার নির্দেশ দেন'।[২২৭]*

মুকতাদী একজন হলে যেখানে দাঁড়াবে

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قُمْتُ لَيْلَةً أُصَلِّيْ عَنْ يَسَارِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخَذَ بِيَدِيْ أَوْ بِعَضُدِيْ حَتَّى أَقَامَنِيْ عَنْ يَمِيْنِهِ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক রাতে নামায পড়ার জন্য আমি নবী (সা.) এর বাম পাশে দাঁড়ালে তিনি আমার কাঁধ কিংবা হাত ধরে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করিয়েছিলেন'।[২২৮]

মহিলাদের কাতার যেখানে হবে

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ صُفُوْفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صُفُوْفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : পুরুষদের জন্য প্রথম কাতার উত্তম, আর নিকৃষ্ট হলো শেষ কাতার। আর নারীদের জন্য উত্তম হলো শেষ কাতার, আর নিকৃষ্ট হলো প্রথম কাতার'।[২২৯]

---

২২৭. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৬৮২
* সামনের কাতার খালি রেখে, বিনা কারণে পিছনের কাতারে একা একা নামায পড়া যাবে না।
২২৮. বুখারী, আস সহীহ, হা-৬৮৪; তিরমিযী আস সুনান, হা-২২০
২২৯. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৮৮০; নাসাঈ, আস সুনান, হা-৮২১

عَنْ اَنَسٍ قَالَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ صَلّٰى بِهِ وَبِأُمِّهِ اَوْ خَالَتِهِ قَالَ فَاَقَامَنِىْ عَنْ يَمِيْنِهِ وَأَقَامَ الْمَرْأَةَ خَلْفَنَا.

'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার নবী (সা.) তাঁকে নিয়ে তার মা ও খালা সহ নামায আদায় করলেন। তিনি বলেন, অতপর তিনি আমাকে তাঁর ডান পাশে দাঁড় করালেন। মহিলাদেরকে দাঁড় করালেন আমাদের পিছনে'।[২৩০]*

প্রাত্যহিক সুন্নাত নামায মোট কত রাক'আত?

عَنْ اُمِّ حَبِيْبَةَ اَمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ صَلّٰى اِثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً فِىْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ بُنِىَ لَهُ بِهِنَّ بَيْتٌ فِى الْجَنَّةِ.

'উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবিবাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি দিন ও রাতে ১২ রাক'আত নামায পড়বে, তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর বানানো হবে'।[২৩১]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- যুহরের পূর্বে ৪ রাক'আত।

২৩০. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৬০০

* মহিলা যদি পুরুষের সাথে জামা'আতে নামায পড়ে, তারা পুরুষের পাশাপাশি দাঁড়াবে না। বরং পুরুষের পিছনের কাতারে দাঁড়াবে, যদি স্বামী অথবা ছেলেও ইমাম হয়। এ হাদীছকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে একদল আলিম বলেন- পূর্ব ঘোষণা ব্যতীত কদাচিৎ নফল নামায জামা'আতের সাথে আদায় করা জায়েয আছে।

২৩১. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭২৮

যোহরের পরে ২ রাক'আত। মাগরিবের পর ২ রাক'আত, ইশার পর ২ রাক'আত এবং ফজরের পূর্বে ২ রাক'আত'।[২৩২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ عَشَرَ رَكْعَاتٍ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِىْ بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ فِىْ بَيْتِهِ وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি নবী (সা.) থেকে ১০ রাক'আত (নামায) মুখস্থ করে নিয়েছি। যোহরের পূর্বে ২ রাক'আত, যোহরের পরে ২ রাক'আত, মাগরিবের পর তাঁর ঘরে ২ রাক'আত, ইশার পর তাঁর ঘরে ২ রাক'আত এবং ফজরের পূর্বে ২ রাক'আত'।[২৩৩]

ফজরের পূর্বে দুই রাক'আত সুন্নাত এবং তার গুরুত্ব

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اَخْبَرَتْنِىْ حَفْصَةُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّىْ قَبْلَ الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ.

'ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাফসা (রা.) আমাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করতেন'।[২৩৪]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

২৩২. ইবনু বায, হাশিয়াতু বুলূগিল মারাম, হা-২৫৫

২৩৩. বুখারী, আস সহীহ, হা-১১৮০

২৩৪. বুখারী, আস সহীহ, হা-১১০৫; নাসাঈ, আস সুনান, হা-১৭৭৩

ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নাত) নামায দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও উত্তম'।[২৩৫]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى شَيْءٍ مِّنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) কোন নফল নামাযকে ফজরের দুই রাক'আত (সুন্নাতের) চেয়ে অধিক গুরুত্ব প্রদান করতেন না'।[২৩৬]

যুহরের পূর্বে ও পরে চার রাক'আত করে সুন্নাত

عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ قَالَتْ أُمُّ حَبِيْبَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ حَافَظَ عَلَى أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ وَأَرْبَعٍ بَعْدَهَا حُرِّمَ عَلَى النَّارِ.

'আনবাসা ইবনু আবু সুফিয়ান (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) এর স্ত্রী উম্মু হাবীবাহ (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি নিয়মিত ভাবে যুহরের পূর্বে চার রাক'আত এবং পরে চার রাক'আত আদায় করবে তার জন্য জাহান্নাম হারাম করা হবে'।[২৩৭]

আসরের পূর্বে চার রাক'আত সুন্নাত

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِالتَّسْلِيْمِ عَلَى الْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِيْنَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ.

২৩৫. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৫৬৫; তিরমিযী, আস সুনান, হা-৪১৬
২৩৬. বুখারী, আস সহীহ, হা-১০৯৫; মুসলিম, আস সহীহ, হা-১০৬৩
২৩৭. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১২৬৯; নাসাঈ, আস সুনান, হা-১৮২৫

'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) আসরের (ফরয নামাযের) পূর্বে চার রাক'আত নামায পড়তেন। তিনি (আল্লাহর) নৈকট্য লাভকারী ফেরেশতা ও তাদের অনুগামী মুসলমান ও মুমিনের প্রতি সালাম করার মাধ্যমে এ নামাযের মাঝখানে বিভক্তি করতেন। (দুই সালামে চার রাক'আত পড়তেন অথবা দুই রাক'আত পর তাশাহহুদ পড়তেন)'।[২৩৮]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ رَحِمَ اللهُ إِمْرَءًا صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا.

'ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ঐ লোকের উপর রহমত বর্ষণ করেন, যে লোক আসরের ফরযের পূর্বে চার রাক'আত নামায আদায় করে'।[২৩৯]

জামা'আত চলা অবস্থায় সুন্নাত নামায পড়া যাবে কি-না?

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : নামাযের ইকামাত দেয়া হলে ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামায আদায় করা যাবে না'।[২৪০]

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ خَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مِنْ بَيْتِهِ. فَأُقِيْمَتْ صَلٰوةُ الصُّبْحِ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ وَهُوَ فِي الطَّرِيْقِ ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى الصُّبْحَ مَعَ النَّاسِ.

২৩৮. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১২৭১; তিরমিযী, আস সুনান, হা-৪০৪
২৩৯. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১২৭১; তিরমিযী, আস সুনান, হা-৪৩০
২৪০. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৫২৩; আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১২৬৬

'মুহাম্মদ ইবনু কাব (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার ওমর (রা.) নিজের ঘর থেকে বের হলেন। তারপর ফজরের নামাযের ইকামাত হয়ে যায়। তিনি মসজিদে প্রবেশ করার পূর্বে রাস্তায় দু'রাক'আত নামায আদায় করে নিলেন। তারপর মসজিদে প্রবেশ করে লোকদের সাথে (জামা'আতে) ফজরের নামায আদায় করলেন'।[২৪১]

عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ اَنَّهُ كَانَ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ وَالنَّاسُ صُفُوْفٌ فِيْ صَلٰوةِ الْفَجْرِ فَيُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ فِيْ نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ يَدْخُلُ مَعَ الْقَوْمِ فِي الصَّلٰوةِ.

'আবু দারদা (রা.) বর্ণনা করেন। তিনি ফজরের সময় লোকজন কাতারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো অবস্থায় মসজিদে প্রবেশ করতেন। তারপর মসজিদের এক পাশে গিয়ে তিনি দু'রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করার পর লোকদের সাথে (জামা'আতে) নামাযে অংশগ্রহণ করতেন'।[২৪২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ رَاٰى رَجُلًا وَقَدْ اُقِيْمَتِ الصَّلٰوةُ يُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرَفَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَاثَ بِهِ النَّاسُ وَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلصُّبْحُ اَرْبَعًا اَلصُّبْحُ اَرْبَعًا.

'আব্দুল্লাহ ইবনু মালেক বিন বুহাইনা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) দেখলেন এক ব্যক্তি ইকামাত হয়ে যাওয়ার পরও দু'রাক'আত নামায পড়ছে। অতপর যখন রাসূল (সা.) নামায সমাপ্ত করলেন, লোকজন তাকে ঘিরে ধরলো এবং রাসূল (সা.) তাকে লক্ষ্য করে বললেন– ফজরের (ফরয) নামায কি চার রাক'আত? ফজরের (ফরয) নামায কি চার রাক'আত'?[২৪৩]

---

২৪১. ত্বাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার, খ-১, পৃ. ২৫৬
২৪২. ত্বাহাবী, শারহু মা'আনিল আছার, খ-১, পৃ. ২৫৬
২৪৩. বুখারী, আস সহীহ, হা-৬৬৩; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭১১

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ جَاءَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ وَالْاِمَامُ يُصَلِّي الْفَجْرَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ اِلٰى سَارِيَةٍ وَلَمْ يَكُنْ صَلّٰى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আবু মূসা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু মাসউদ (রা.) আমাদের কাছে আসলেন আর তখন ইমাম নামায পড়ছিলেন। অতপর তিনি মাসজিদের কোন খুঁটির পাশে দু'রাক'আত (সুন্নাত) পড়ে নিলেন। অথচ তখনও তিনি ফজরের দু'রাক'আত (ফরয) পড়েন নি'।[২৪৪]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسٍ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ اَلْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ فِيْ جَانِبِ الْمَسْجِدِ ثُمَّ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمَّا سَلَّمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَالَ يَا فُلَانُ! بِاَيِّ الصَّلَاتَيْنِ اِعْتَدَدْتَ اَبِصَلَاتِكَ وَحْدَكَ اَمْ بِصَلَاتِكَ مَعَنَا؟

'আব্দুল্লাহ ইবনু ছিরজিছ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করলো– আর রাসূল (সা.) তখন ফজরের নামায পড়ছিলেন। সে মাসজিদের এক কোণে দু'রাক'আত (সুন্নাত) পড়ে নিলো। তারপর রাসূল (সা.) এর সাথে নামাযে শরীক হলো। যখন রাসূল (সা.) সালাম ফিরালেন, তখন বললেন– হে ওমুক। তুমি দু'নামাযের কোনটিকে গুরুত্ব দিলে– তোমার টিকে, না-কি আমাদের সাথের টিকে'?[২৪৫]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ اِلَّا الْمَكْتُوْبَةَ اِلَّا رَكْعَتَيِ الصُّبْحِ. قَالَ الْبَيْهَقِيْ وَهٰذِهِ الزِّيَادَةُ لَا اَصْلَ لَهَا.

وحجاج بن نصير وعباد بن كثير ضعيفان.

---

২৪৪. আব্দুর রাজ্জাক, আল মুছান্নিফ, খ-২, পৃ. ৪৪৪; মুহাম্মদ আমীন বিন ওমর আবেদীন, হাশিয়াতু ইবনি আবেদীন, খ-১, পৃ. ৩৭৮
২৪৫. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭১২

'আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন– যখন ইকামাত হয়ে যাবে, তখন ফরয ব্যতীত আর কোন নামায নেই। তবে ফজরের দু'রাক'আত ভিন্ন কথা।'

ইমাম বায়হাকী (রহ.) বলেন– শেষের অতিরিক্ত অংশ- "তবে ফজরের দু'রাক'আত ভিন্ন কথা"-এর কোন ভিত্তি নেই। আর হাজ্জাজ বিন নুছাইর এবং আব্বাদ বিন কাছীর দু'জন দুর্বল রাবী'।[২৪৬]*

ফজরের সুন্নাত ছুটে গেলে তা কখন আদায় করতে হবে?

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ لَمْ يُصَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيُصَلِّهِمَا اِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ.

'আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন– যে ব্যক্তি ফজরের দু'রাক'আত (সুন্নাত) পড়েনি, সে যেন সূর্য উদয়ের পর তা আদায় করে নেয়'।[২৪৭]

عَنْ قَيْسِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ رَاٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ رَجُلًا يُصَلِّيْ بَعْدَ صَلَاةِ

---

২৪৬. বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, খ-৫, পৃ.২৯১

* ফরয নামাযের ইকামাত শুরু হলে– সুন্নাত নামায পড়তে রাসূল (সা.) নিষেধ করেছেন। দু'একজন সাহাবীকে এ জাতীয় কর্মের জন্য তিরস্কারও করেছেন। যা আমরা উল্লেখিত হাদীছগুলোতে দেখতে পেয়েছি। ফরয নামায শুরু হলে সুন্নাত পড়ার অর্থ হলো– সুন্নাতকে ফরযের চেয়ে গুরুত্ব বেশী দেয়া। তাই তো এ ব্যাপারে রাসূলের (সা.) নিষেধাজ্ঞা সুস্পষ্ট। যে সুন্নাত ছুটে গেছে, তা পরবর্তীতে পড়ার সুযোগও বিদ্যমান আছে। তাহলে ফরয বাদ দিয়ে রাসূল (সা.) সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করে সুন্নাত পড়তে হবে কেন? কোন কোন সাহাবী পড়েছেন এটাও হাদীছে পাওয়া যায়। সাহাবাগণ জেনে শুনে রাসূল (সা.) এর নির্দেশ লঙ্ঘন করেছেন– মোটেও তা নয়। হতে পারে এ নিষেধাজ্ঞার কথা সংশ্লিষ্ট সাহাবীর কাছে পৌঁছেনি। উল্লেখ্য যে, রাসূল (সা.) এর বক্তব্য বা আমল সাহাবাগণের কথা বা আমলের বিপরীত হলে, রাসূল (সা.) এর হাদীছই প্রাধান্য পাবে।

২৪৭. ইবনু হিব্বান, আস সহীহ, হা-২৪৭২; তিরমিযী, আস সুনান, হা-৪২৩

الصُّبْحِ رَكْعَتَيْنِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَاةُ الصُّبْحِ رَكْعَتَانِ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنِّيْ لَمْ اَكُنْ صَلَّيْتُ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَهُمَا فَصَلَّيْتُهُمَا الْاٰنَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

'কায়িস ইবনু আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) ফজরের নামাযের (ফরযের) পর এক ব্যক্তিকে দু'রাক'আত আদায় করতে দেখে বললেন : ফজরের নামায তো দু'রাক'আত। সে বললো– আমি তো ফজরের পূর্বের দুই রাক'আত (সুন্নাত) আদায় করিনি। সেটাই এখন আদায় করে নিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) নীরব থাকলেন'।[২৪৮]*

মাগরিবের ফরযের পূর্বে দু'রাক'আত নফল নামায আছে কি-না?

عَنْ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيْ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلُّوْا قَبْلَ الْمَغْرِبِ قَالَ فِيْ الثَّالِثَةِ لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً.

'আব্দুল্লাহ আল মুযনী (রা.) বলেন– নবী (সা.) বলেন, তোমরা মাগরিবের পূর্বে নামায পড়ো। তিনি তৃতীয়বার বলেন, যে চায়। মানুষ এটাকে সুন্নাত বানিয়ে ফেলুক এটা তিনি পছন্দ করেননি'।[২৪৯]

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا بِالْمَدِيْنَةِ فَاِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ اِبْتَدَرُوا السَّوَارِيَ فَيَرْكَعُوْنَ رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى اَنَّ الرَّجُلَ الْغَرِيْبَ لَيَدْخُلُ الْمَسْجِدَ فَيَحْسِبُ اَنَّ الصَّلَاةَ قَدْ صُلِّيَتْ مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلِّيْهِمَا.

---

২৪৮. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১২৬৭; তিরমিযী, আস সুনান, হা-৩৯৭

* এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, ফজরের নামাযের ফরযের সালাম ফিরিয়ে ছুটে যাওয়া সুন্নাত নামায পড়ারও সুযোগ রয়েছে।

২৪৯. বুখারী, আস সহীহ, হা-১১৮৩

'আনাস ইবনু মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মদীনায় ছিলাম, যখন মুয়াযযিন মাগরিবের আযান দিতো, লোকজন খুঁটিগুলোর দিকে দৌড় দেয়া শুরু করতো এবং **দুই দুই রাক'আত করে নামায পড়তো**। এমনকি নতুন কোন আগন্তুক মাসজিদে প্রবেশ করলে এত বেশী লোকের নামায পড়া দেখে ভাবতো ফরয পড়া বুঝি শেষ হয়ে গেছে'।[২৫০]

عَنْ اَنَسِ بْنَ مَالِكٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ كِبَارَ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يَبْتَدِرُوْنَ السَّوَارِىَ عِنْدَ الْمَغْرِبِ.

'আনাস ইবনু মালেক (রা.) বলেন– **আমি বড় বড় সাহাবাগণকে মাগরিবের সময় খুঁটির দিকে দৌড়াতে দেখেছি'**।[২৫১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ ﷺ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةٌ بَيْنَ كُلِّ اَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু মুগাফফাল (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন- প্রত্যেক দু'আযান (আযান ও ইকামাত) এর মধ্যখানে নামায আছে। প্রত্যেক দু'আযানের মধ্যখানে নামায আছে। প্রত্যেক দু'আযানের মধ্যখানে নামায আছে। যে চায়'।[২৫২]

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّىْ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فَقُلْتُ لَهُ اَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلَّاهُمَا؟ قَالَ كَانَ يَرَانَا نُصَلِّيْهِمَا فَلَمْ يَأْمُرْنَا وَلَمْ يَنْهَنَا.

'আনাস ইবনু মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন– আমরা রাসূল

---

২৫০. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৮৩৭
২৫১. বুখারী, আস সহীহ, হা-৫০৩
২৫২. নাসাঈ, আস সুনান, হা-৬৮০

(সা.) এর যুগে সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত নামায পড়তাম। উনাকে বললাম– রাসূল (সা.) কি এ সময় নামায পড়তেন? তিনি বলেন– **তিনি আমাদেরকে পড়তে দেখতেন। পড়তে আদেশও করতেন না, আবার নিষেধও করতেন না'**।[২৫৩]

عَنْ طَاؤُوْسٍ قَالَ سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ فَقَالَ مَا رَأَيْتُ اَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْهِمَا وَرَخَّصَ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ.

'তাউস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাগরিবের পূর্বের দু'রাক'আত নামায সম্পর্কে ইবনু ওমর (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি উত্তরে বলেন– **আমি রাসূল (সা.) এর যুগে কাউকে এ নামায পড়তে দেখি নি**। তবে তিনি আছরের পর দু'রাক'আত পড়ার ব্যাপারে অনুমোদন করেন'।[২৫৪]

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِىِّ قَالَ لَمْ يُصَلِّ اَبُوْ بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ وَلَا عُثْمَانُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ.

'ইব্রাহীম আন নাখঈ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবূ বকর, ওমর এবং উছমান (রা.) মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত নামায পড়তেন না'।[২৫৫]*

---

২৫৩. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৮৩৬
২৫৪. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১২৮৪
২৫৫. আব্দুর রাজ্জাক, আল মুছান্নাফ, খ-২, পৃ. ৪৩৪
* উল্লেখিত হাদীছগুলো থেকে যা প্রতিয়মান হয়, তা হলো– রাসূল (সা.) মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত নামায পড়ার অনুমোদন করেছেন। কিন্তু আদেশ করেন নি। সাহাবায়ে কেরামগণের কেউ কেউ এ নামায পড়েছেন, আবার কেউ কেউ পড়েন নি। তবে রাসূল (সা.) নিজে এ নামায পড়েছেন এমন কোন সহীহ দলীল বিদ্যমান নেই। যদিও ইবাদাতের ব্যাপারে তিনি সবচেয়ে বেশী আগ্রহী ছিলেন। রাসূল (সা.) এ নামায পড়তে নিষেধও করেন নি। মানুষ এ নামাযকে নিয়মিত সুন্নাত বানিয়ে ফেলুক এটাও তিনি পছন্দ করেন নি। তবে আযান ও ইকামতের মাঝখানে দু'আ কবুল হয় এটা সহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। হযরত আনাস বিন মালেক (রা.) বলেন– রাসূল (সা.) বলেছেন–

সাহু সাজদাহ দেয়ার কারণ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلِّي جَاءَهُ الشَّيْطَانُ فَلَبَسَ عَلَيْهِ حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى فَإِذَا وَجَدَ ذٰلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ.

'আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন– তোমরা কেউ যখন নামাযে দাঁড়াও, শয়তান তার কাছে এসে তাকে সন্দেহ ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে ফেলে দেয়। এমনকি সে কয় রাক'আত নামায পড়েছে তাও স্মরণ করতে পারে না। তোমরা কেউ এরূপ হতে দেখলে বসে বসে যেন দু'টি সাজদাহ করে নেয়'।[২৫৬]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمَّى سَجْدَتَيِ السَّهْوِ الْمُرْغِمَتَيْنِ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ভুলের দু'টি সাজদার নাম দিয়েছেন– "আল মুরগিমাতাইন" (শয়তানের জন্য লাঞ্ছনাকর) দু'টি সাজদাহ'।[২৫৭]

সাহু সাজদাহ করার নিয়মসমূহ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ فَقِيلَ صَلَّيْتَ رَكْعَتَيْنِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ.

لَا يُرَدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ.

'আযান ও ইকামাতের মাঝখানের দু'আ ফিরিয়ে দেয়া হয় না।' (আবু দাউদ, হা-৫২১)। তাই এ সময় বেশী বেশী দু'আ মাশগুল হওয়া দরকার। কিন্তু ইদানিং দেখা যায়– প্রায় মাসজিদে মাগরিবের আযানের পর ওয়াজ-নছিহাত করা শুরু হয়। বিভিন্ন মাসআলা বর্ণনা করার জন্য এটাকে উত্তম সময় মনে করা হচ্ছে। অথচ এ সময়ের সুন্নাহ আমল হলো- দু'আর চর্চা করা। রাসূল (সা.) থেকে যে আমল নির্ধারণ করে দেয়া আছে তা পরিত্যাগ করে, ওয়াজ-নছিহাতের নতুন আমলকে নিয়মিত চর্চা করা সুন্নাতের পরিপন্থী।

২৫৬. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১১৫২

২৫৭. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১০২৫

'আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) দু'রাক'আত নামায পড়লেন। তাঁকে বলা হলো– আপনি দু'রাক'আত নামায পড়েছেন। তখন তিনি আরো দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন এবং সালাম ফিরানোর পর দু'টি সাজদাহ করলেন'।[২৫৮]*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُحَيْنَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَامَ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَعَلَيْهِ جُلُوسٌ فَلَمَّا أَتَمَّ صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ سَجْدَةٍ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ وَسَجَدَهُمَا النَّاسُ مَعَهُ مَكَانَ مَا نَسِيَ مِنَ الْجُلُوسِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু বুহাইনা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) একদিন যুহরের নামাযে যেখানে বসা দরকার ছিল, না বসে দাঁড়িয়ে গেলেন। নামায শেষে সালাম ফিরানোর পূর্বে ভুলে যাওয়া বৈঠকের পরিবর্তে বসে বসে দু'টি সাজদাহ দিলেন এবং প্রতিটি সাজদাতে তাকবীর বললেন। লোকজন সবাই তাঁর সাথে সাথে দু'টি সাজদা করলেন'।[২৫৯]*

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى بِهِمْ فَسَهَى فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ تَشَهَّدَ ثُمَّ سَلَّمَ.

'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) তাদেরকে নিয়ে নামায পড়লেন এবং তিনি ভুল করলেন। অতপর দু'টি সাজদাহ করলেন, অতপর তাশাহহুদ পড়লেন, অতপর আবার সালাম ফিরালেন'।[২৬০]*

২৫৮. বুখারী, আস সহীহ, হা-৬৮০

* এ হাদীছে সালাম ফেরানোর পর সাহু সাজদাহ করার কথা বলা হয়েছে। সাহু সাজদার পর নামায সমাপ্ত। আর কোন সালাম নেই। দু'বার তাশাহহুদের কথাও নেই। বরং তাশাহহুদ, দরূদ ও দু'আ পড়ে সালাম ফিরিয়ে তারপর দু'টি সাহু সাজদাহ করে নামায শেষ।

২৫৯. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১১৫৭

* এ হাদীছে সালাম ফিরানোর পূর্বে শুধু তাকবীর দিয়ে সাহু সাজদার কথা বলা হয়েছে। সাহু সাজদার পূর্বে সালাম ফেরানোর কথা নেই, নেই দু'বার তাশাহহুদ পড়ার কথাও। বরং তাশাহহুদ, দরূদ ও দু'আ পড়ার পর তাকবীর দিয়ে সাহু সাজদাহ করে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ।

২৬০. তিরমিযী, আস সুনান, হা-৩৯৭; আবূ দাউদ, আস সুনান, হা-১০৩৯

* এ হাদীছে সাহু সাজদার পর আবার তাশাহহুদ পড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়। অর্থাৎ

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ صَلَّى الْعَصْرَ فَسَلَّمَ فِيْ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ دَخَلَ مَنْزِلَهُ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ الْخِرْبَاقُ وَكَانَ فِيْ يَدَيْهِ طُوْلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَذَكَرَ لَهُ صَنِيْعَهُ وَخَرَجَ غَضْبَانَ يَجُرُّ رِدَاءَهُ حَتّٰى اِنْتَهٰى اِلَى النَّاسِ فَقَالَ أَصَدَقَ هٰذَا قَالُوْا نَعَمْ فَصَلّٰى رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

'ইমরান ইবনু হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূল (সা.) আসরের নামায তিন রাক'আত পড়ে সালাম ফিরালেন। এরপর তিনি তার বাড়ীর মধ্যে চলে গেলেন। তখন দীর্ঘ হাত বিশিষ্ট খিরবাক নামক সাহাবী তাঁর কাছে গিয়ে বললেন– হে আল্লাহর রাসূল! তারপর যা তিনি করেছেন তা বর্ণনা করলেন। রাসূল (সা.) রাগান্বিত অবস্থায় চাদর টানতে টানতে বের হয়ে আসলেন এবং লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন– এ লোকটি কি ঠিক কথা বলছে? সবাই জবাব দিলেন হ্যাঁ। **তখন তিনি আরো এক রাক'আত নামায আদায় করলেন এবং সালাম ফিরালেন এরপর দু'টি সাজদাহ করে আবার সালাম ফিরালেন'।**[২৬১]*

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ بَعْدَ السَّلَامِ وَالْكَلَامِ.

তাশাহহুদ, দরূদ ও দু'আ পড়ার পর সাহু সাজদাহ দিয়ে আবার তাশাহহুদ পড়ে আবার সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ হবে।

২৬১. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১১৮০

* এ হাদীছের বর্ণনা হলো– নবী (সা.) ঘরে চলে গেলেন, কথাবার্তা বললেন, তারপরও নতুন করে নামায না পড়ে ফিরে এসে শুধু বাকী এক রাক'আত পড়লেন। সাহু সাজদাহ দেয়ার আগেও সালাম ফিরালেন সাহু সাজদার পরেও সালাম ফিরালেন। কিন্তু তাশাহহুদ দু'বার পড়ার কথা এ হাদীছে নেই।

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) সাহু সাজদার দু'টি সাজদাহ সালাম ফিরিয়ে কথা বলার পর করেছিলেন'।[২৬২]

عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ صَلّٰى بِنَا عَلْقَمَةُ الظُّهْرَ خَمْسًا فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ الْقَوْمُ يَا أَبَا شِبْلٍ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ كَلَّا مَا فَعَلْتُ قَالُوْا بَلٰى قَالَ وَكُنْتُ فِيْ نَاحِيَةِ الْقَوْمِ وَاَنَا غُلَامٌ فَقُلْتُ بَلٰى قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا قَالَ لِيْ وَاَنْتَ اَيْضًا يَا اَعْوَرُ تَقُوْلُ ذَاكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَ فَانْفَتَلَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللهِ صَلّٰى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَمْسًا فَلَمَّا انْفَتَلَ تَوَشْوَشَ الْقَوْمُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ. قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ هَلْ زِيْدَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا. قَالُوْا فَاِنَّكَ قَدْ صَلَّيْتَ خَمْسًا فَانْفَتَلَ ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ.

'ইব্রাহীম ইবনু ছুয়াইদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলকামা আমাদেরকে নিয়ে যোহরের নামায পড়লেন পাঁচ রাক'আত। যখন তিনি সালাম ফিরালেন লোকজন বললো- হে আবু শিব্‌ল! আপনি তো পাঁচ রাক'আত পড়েছেন। তিনি বললেন– কখনো না। সবাই বললো- হ্যাঁ। ইব্রাহীম ইবনু ছুয়াইদ বলেন, আমি তখন বালক ছিলাম এবং মাসজিদের কোণে বসা ছিলাম। আমিও বললাম, হ্যাঁ- আপনি পাঁচ রাক'আত পড়েছেন। তিনি তখন আমাকে বলেন, ওরে কানা তুমিও তাই বলছো! আমি বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি ঘুরে দু'টি সাজদাহ করলেন এবং সালাম ফিরালেন। তারপর বললেন–

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন। একদিন রাসূল (সা.) কোন এক নামায পাঁচ রাক'আত আদায় করলেন। নামায শেষে তিনি ঘুরলে লোকজন কানাঘুষা করতে লাগলো। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাপার কী? সবাই বললো- আপনি পাঁচ রাক'আত নামায পড়েছেন। নামায কি বৃদ্ধি করা হয়েছে?

২৬২. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১১৭৩

একথা শুনে তিনি বললেন- না, নামায বৃদ্ধি করা হয় নি। **অতপর তিনি ঘুরলেন এবং দু'টি সাজদাহ করলেন, তার পর সালাম ফিরালেন'** ।[২৬৩]*

কাযা নামাযের আযান ও ইকামাত

عَنْ اَبِىْ عُبَيْدَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللهِ اِنَّ الْمُشْرِكِيْنَ شَغَلُوا النَّبِىَّ ﷺ عَنْ اَرْبَعِ صَلَوَاتٍ يَوْمَ الْخَنْدَقِ فَاَمَرَ بِلَالًا فَأَذَّنَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ اَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ.

'আবু উবায়দা (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেছেন, খন্দকের যুদ্ধের দিন মুশরিকরা নবী (সা.) কে চার ওয়াক্ত নামায থেকে বিরত রেখেছিল। পরে তিনি বিলাল (রা.) কে আযান দেয়ার নির্দেশ দেন, বিলাল (রা.) আযান দেন, পরে ইকামাত দেন। নবী (সা.) যোহরের নামায আদায় করেন। পুনরায় ইকামাত দেন এবং আসরের নামায আদায় করেন। পুনরায় ইকামাত দেন এবং মাগরিবের নামায আদায় করেন। আবার ইকামাত দেন এবং ইশার নামায আদায় করেন' ।[২৬৪]

---

২৬৩. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১১৭০

* এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, সালাম ফিরিয়ে কথাবার্তা বলার পরও সাহু সাজদাহ করা যায়। সাহু সাজদার পর আবার সালাম ফিরাতে হয়। আবার তাশাহহুদ পড়ার প্রয়োজন নেই। একদল আলেম বলেন– এটা নামায ফরয হওয়ার প্রথম দিকের ঘটনা। তখন নামাযে কথা বলা জায়েয ছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে তা নিষিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। কোন কোন আলেম বলেন, আলকামা নামায ভুলে পাঁচ রাক'আত পড়লেন এবং কথা বললেন, তারপর সাহু সাজদাহ করলেন। যদি এটা নামাযের মাঝখানে কথা বলা নিষিদ্ধ হওয়ার আগের ঘটনা হতো তাহলে আলকামা রাসূল (সা.) এর ইন্তেকালের পর এ আমল করতেন না। সুতরাং কথা বলার পরও যদি নামাযের ভুল ধরা পড়ে তাহলেও পুনরায় নামায পড়ার দরকার নেই। বরং তখনও সাহু সাজদাহ করা যাবে। সাধারণভাবে নামাযে কথা বলা দ্বারা নামায নষ্ট হওয়া, আর ভুলে সালাম ফিরিয়ে কথা বলা এক রকম নয়।

উল্লেখ্য যে, শুধু এক দিকে সালাম ফিরিয়ে সাহু সাজদাহ করার কোন হাদীছ খুঁজে পাইনি। তবে সুনানুত তিরমিযী ২৯৬ নং হাদীছে শুধু একবার সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করার বর্ণনা পাওয়া যায়।

২৬৪. নাসাঈ, আস সুনান, হা-৬৬৩; তিরমিযী, আস সুনান, হা-১৭১

কাযা নামায জামা'আতে আদায় করা

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَاءَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ فَجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قَرَيْشٍ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَا كِدْتُ اُصَلِّى الْعَصْرَ حَتّٰى كَادَتِ الشَّمْسُ تَغْرُبُ. قَالَ النَّبِىُّ ﷺ وَاللهِ مَا صَلَّيْتُهَا فَقُمْنَا اِلٰى بَطْحَانَ فَتَوَضَّأَ لِلصَّلٰوةِ وَتَوَضَّأْنَا لَهَا فَصَلَّى الْعَصْرَ بَعْدَ مَا غَرَبَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهَا الْمَغْرِبَ.

'জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। খন্দকের দিন সূর্য অস্ত যাওয়ার পর ওমর ইবনু খাত্তাব (রা.) এসে কুরাইশ গোত্রীয় কাফিরদের ভর্ৎসনা করতে লাগলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসূল। আমি এখনো আসরের নামায আদায় করতে পারিনি। এমনকি সূর্য অস্ত যায় যায়। নবী (সা.) বললেন, আল্লাহর শপথ! আমিও তা আদায় করিনি। অতপর আমরা উঠে বাতহানের দিকে গেলাম। সেখানে তিনি নামাযের জন্য ওযু করলেন এবং আমরাও ওযু করলাম। অতপর সূর্য ডুবে গেলে তিনি আসরের নামায আদায় করেন। তারপর মাগরিবের নামায আদায় করেন' ।[২৬৫]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ نَامَ عَنِ الصَّلٰوةِ حَتّٰى طَلَعَتِ الشَّمْسُ ثُمَّ صَلّٰى.

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকলেন, এক পর্যায়ে সূর্য উঠে গেল। অতপর তিনি নামায পড়লেন' ।[২৬৬]*

---

২৬৫. বুখারী, আস সহীহ, হা-৫৬১; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৬৩১

২৬৬. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১৬৮৪

* ঘুমিয়ে নামায কাযা করলে, জেগে উঠে দেরি করা যাবে না। সাথে সাথে নামায পড়ে নিতে হবে। তবে তখন যদি সূর্য উঠতে থাকে তাহলে সূর্য উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। সূর্য উঠে গেলেই নামায পড়ে নিতে হবে। যেহেতু সূর্য উঠা কালে নামায পড়তে হাদীছে নিষেধ করা আছে। আর যদি আসরের নামায হয় সূর্য ডুবতে থাকলেও পড়ে নিতে হবে।

নামাযের কথা ভুলে গেলে কখন পড়তে হবে?

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلٰوةً فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا اِلَّا ذٰلِكَ قَالَ اللهُ تَعَالٰى اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ.

'আনাস ইবনু মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেছেন- কেউ কোন নামাযের কথা ভুলে গেলে তা যখনই স্মরণ হবে আদায় করে নিবে। উক্ত নামাযের এ ছাড়া আর কোন কাফফারা নেই। কেননা আল্লাহ বলেছেন, আমাকে স্মরণের উদ্দেশ্যে নামায কায়েম কর'।[২৬৭]*

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا رَقَدَ اَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلٰوةِ اَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا اِذَا ذَكَرَهَا فَاِنَّ اللهَ يَقُوْلُ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ.

'আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : কেউ ঘুম থেকে জাগতে না পারার কারণে নামায আদায় করতে না পারলে অথবা নামায আদায় করতে ভুলে গেলে যখনই স্মরণ হবে তখনই আদায় করবে। কেননা আল্লাহ তা'আলা বলেন : আমার স্মরণে তোমরা নামায কায়েম করো'।[২৬৮]

নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে গেলে কখন পড়তে হবে?

عَنْ اَنَسٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يَرْقُدُ عَنِ الصَّلٰوةِ اَوْ يَغْفُلُ عَنْهَا قَالَ كَفَّارَتُهَا اَنْ يُصَلِّيَهَا اِذَا ذَكَرَهَا.

'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নিকট

---

২৬৭. বুখারী, আস সহীহ, হা-৫৬২

* এ হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়, নামাযের আলাদা কোন কাফফারা নেই।

২৬৮. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৪৪৯

এমন ব্যক্তি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলো, যে নামায আদায় না করে ঘুমিয়ে পড়ে বা নামায ভুলে যায়। তিনি বললেন : এর কাফফারা হলো, যখনই স্মরণ আসবে তখনই তা আদায় করে নেবে'।[২৬৯]*

ঘুমিয়ে নামায কাযা করা ভালো স্বভাব নয়

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اِنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّ فُلَانًا نَامَ عَنِ الصَّلٰوةِ الْبَارِحَةَ حَتّٰى اَصْبَحَ قَالَ ذَاكَ شَيْطَانٌ بَالَ فِىْ اُذُنَيْهِ.

---

২৬৯. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৪৪৮; নাসাঈ, আস সুনান, হা-৬১৫

* শুধু তিনটি কারণে নামায কাযা হলে গুনাহ হবে না। ১. ঘুমিয়ে থাকলে (অবহেলা করে নয়) ২. ভুলে গেলে ৩. ব্যস্ততা বা গড়িমসির কারণে, ওয়াক্ত শুরু হওয়ার পর নামায পড়া হয়নি, কিন্তু হঠাৎ করে ওয়াক্তের ভিতরে বেহুশ হয়ে যাওয়ায় ঐ ওয়াক্ত আর পড়া হয়নি।

উল্লেখিত কারণসমূহ ব্যতীত নামায কাযা করার কোন অনুমতি ইসলামে নেই। এমনকি যুদ্ধের মাঠেও নয়। যুদ্ধের মাঠেও ফরয নামায কসর করে পড়তে হবে। তবে বিশেষ অবস্থার কথা ভিন্ন। অর্থাৎ যুদ্ধের অবস্থা এতটাই ভয়াবহ ছিলো যে, নামায পড়ার কোন সুযোগই ছিলো না। তাহলে ছুটে যাওয়া নামায কাযা করে নিতে হবে। যদি উল্লেখিত কারণে নামায কাযা হয়ে যায়, তাহলে দেরি না করে তাড়াতাড়ি নামায পড়ে নিতে হবে। কোন ধরনের অবহেলা করা যাবে না। যদি একাধিক ওয়াক্ত কাযা হয়, তাহলে ধারাবাহিকতা বজায় রেখে নামাযগুলো পড়ে নিতে হবে। অর্থাৎ ফজর, যুহর, আসর, মাগরিব, ইশা, একটির পর একটি। উল্লেখিত হাদীছগুলো দ্বারা বুঝা যায়, কাযা হয়ে যাওয়া নামায অবশ্যই পড়ে নিতে হবে। কিন্তু অবহেলা করে যারা দিনের পর দিন নামায ছেড়ে দিয়েছে তারা পরবর্তীতে কাযা পড়ে নিলেই দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে– এমনটি ভাবার কোন সুযোগ নেই। বরং তাওবাহ ও এস্তেগফার করতে হবে। আর যারা অসংখ্য-অগণিত ওয়াক্ত নামায ছেড়ে দিয়েছে, তারা আদায় করবে কিভাবে? বা আদৌ আদায় করতে হবে কি-না? এ বিষয়ে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না, হাদীছ থাকবেই কিভাবে! রাসূলের যুগে দিনের পর দিন নামায পড়বে না, এটা কোন মুসলিম কল্পনাও করতে পারেনি। তাই দীর্ঘদিন ছুটে যাওয়া (উমরী কাযা) নামায পড়তে হবে কিনা তা নিয়ে উলামাগণ থেকে দু'রকম বক্তব্য পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন- সাধ্যমত কাযা পড়তে থাকবে এবং সাথে সাথে তাওবাহ করবে। আরেকদল আলিম বলেন, যেহেতু হিসাব নেই, তাই কাযা করবে কিভাবে? বরং বেশী বেশী তাওবাহ করবে এবং নফল নামায বেশী করে পড়বে। কেননা নফলকে ফরযের ঘাটতি হিসেবে আমল নামায় দেয়া হবে মর্মে হাদীছ বর্ণিত রয়েছে।

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো- হে আল্লাহর রাসূল! ওমুক ব্যক্তি গত রাতে নামায না পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমনকি সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়েই ছিলো। রাসূল (সা.) বললেন- শয়তান তার দু'কানে প্রশ্রাব করে দিয়েছিল'।[২৭০]

জামা'আতে নামায আদায়ের গুরুত্ব

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِخَمْسٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

'আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছেন। একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামা'আতে নামায পড়ার ফযীলত পঁচিশ গুণ বেশী'।[২৭১]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ صَلٰوةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلٰوةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَّعِشْرِيْنَ دَرَجَةً.

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: একাকী নামায পড়ার চেয়ে জামা'আতে নামায পড়ার ফযীলত সাতাশ গুণ বেশী'।[২৭২]

জামা'আত ত্যাগের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اٰمُرَ بِحَطَبٍ لِيُحْطَبَ ثُمَّ اٰمُرَ بِالصَّلٰوةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ اٰمُرَ رَجُلًا فَيَؤُمَّ النَّاسَ ثُمَّ اُخَالِفَ اِلٰى رِجَالٍ فَاُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوْتَهُمْ.

২৭০. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১৬০৮
২৭১. বুখারী, আস সহীহ, হা-৬১০; মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৩৫৭
২৭২. বুখারী, আস সহীহ, হা-৬০৯; মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৩৬২

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যার হাতে আমার প্রাণ তাঁর কসম! আমি মনস্থ করেছি, আমি জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করার হুকুম দিব। তারপর নামায পড়ার নির্দেশ দিব। নামাযের ইকামাত বলা হবে এবং লোকদের ইমামতি করার জন্য কোন একজনকে নির্দেশ দিব। এরপর আমি লোকদেরকে পিছনে রেখে (নামাযে অনুপস্থিত) লোকদের বাড়ী যাব এবং বাড়ীগুলো জ্বালিয়ে দিব'।[২৭৩]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ اَعْمٰى فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّهُ لَيْسَ لِيْ قَائِدٌ يَقُوْدُنِيْ اِلَى الْمَسْجِدِ فَسَاَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فَيُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِهٖ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلّٰى دَعَاهُ فَقَالَ هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ بِالصَّلَاةِ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَاَجِبْ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- একজন অন্ধ ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর নিকটে আসলেন। অতপর বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে সহযোগিতা করার কেউ নেই, যে আমাকে মাসজিদে নিয়ে আসবে। তারপর সে রাসূল (সা.) এর কাছে নিজের ঘরে নামায পড়ার অনুমতি প্রার্থনা করলো। রাসূল (সা.) তাকে অনুমতি প্রদান করলেন। তারপর যখন সে প্রস্থান করতে চাইলো। তিনি তাকে ডেকে বললেন- তুমি কি আযান শুনতে পাও। সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূল (সা.) বললেন- তাহলে মাসজিদে এসেই নামায পড়।[২৭৪]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلٰوةَ لَهُ اِلَّا مِنْ عُذْرٍ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন: যে ব্যক্তি আযান শুনলো এবং তার কোন ওযর না থাকা সত্ত্বেও জামা'আতে উপস্থিত হলো না, তার নামায নাই'।[২৭৫]

২৭৩. বুখারী, আস সহীহ, হা-৬০৮; মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৩৬৬
২৭৪. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৬৫৩
২৭৫. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৭৯৩

ইমামের অনুসরণ করা আবশ্যক

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِيْ سُفْيَانَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا تُبَادِرُوْنِيْ بِرُكُوْعٍ وَلَا بِسُجُوْدٍ فَإِنَّهُ مَهْمَا أَسْبِقُكُمْ بِهِ إِذَا رَكَعْتُ تُدْرِكُوْنِيْ بِهِ إِذَا رَفَعْتُ إِنِّيْ قَدْ بَدَّنْتُ.

'মু'আবিয়া ইবনু আবূ সুফিয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : আমার পূর্বে তোমরা রুকু ও সাজদাহ করবে না। আমি যখন তোমাদের পূর্বে 'রুকু'তে যাব এবং তোমাদের পূর্বে (রুকু থেকে) মাথা তুলব তখন তোমরা আমার অনুসরণ করবে। কেননা আমি তো এখন কিছুটা ভারী (স্থুল) হয়ে গিয়েছি'।[২৭৬]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَمَا يَخْشَى أَوْ لَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَالْإِمَامُ سَاجِدٌ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমাদের কি ভয় হয় না, ইমাম সাজদাতে থাকা অবস্থায় কেউ মাথা উঠালে আল্লাহ তার মাথাকে গাধার মাথা অথবা তার আকৃতিকে গাধার আকৃতিতে রূপান্তরিত করে দিতে পারেন'।[২৭৭]

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلٰوةِ وَنَهَاهُمْ أَنْ يَنْصَرِفُوْا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلٰوةِ.

'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) তাদেরকে নামায আদায়ে উৎসাহিত করেছেন এবং নামাযের পর তাঁর চলে যাওয়ার পূর্বে চলে যেতে নিষেধ করেছেন'।[২৭৮]

---

২৭৬. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৬১৯; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৯৬৩
২৭৭. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৬২৩; বুখারী, আস সহীহ, হা-৬৫০
২৭৮. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৬২৪

عَنْ أَبِيْ مُوْسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَإِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَسَجَدَ فَكَبِّرُوْا وَاسْجُدُوْا فَإِنَّ الْإِمَامَ يَسْجُدُ قَبْلَكُمْ وَيَرْفَعُ قَبْلَكُمْ.

'আবূ মুসা আল আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন- যখন ইমাম তাকবীর বলবে ও সাজদাহ করবে তখন তোমরাও তাকবীর বলবে ও সাজদাহ করবে। নিশ্চয়ই ইমাম তোমাদের আগে সাজদাহ করবেন এবং তোমাদের আগেই উঠবেন'।[২৭৯]

ইমামতির অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি কে?

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانُوْا ثَلَاثَةً فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ.

'আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তিনজন লোক একত্রিত হলে তাদের একজন তাদের ইমাম বা নেতা হবে। আর ইমামত বা নেতৃত্বের সবচেয়ে বেশী হকদার সেই ব্যক্তি যে সবচেয়ে বেশী কুরআন মাজীদ অধ্যয়ন করেছে'।[২৮০]

عَنْ أَوْسِ بْنِ ضَمْعَجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُوْدٍ الْأَنْصَارِيَّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ فَإِنْ كَانُوْا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ كَانُوْا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَإِنْ كَانُوْا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَكْبَرُهُمْ سِنًّا وَلَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ فِيْ سُلْطَانِهِ وَلَا يَجْلِسُ عَلَى تَكْرِمَتِهِ فِيْ بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ.

---

২৭৯. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৮৯
২৮০. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৪১৩; নাসাঈ, আস সুনান, হা-৭৮৩

Scanned with CamScanner

'আউস ইবনু দামআজ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ (রা.) কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআন অধিক জানে সে লোকদের ইমামতি করবে। যদি কুরআন পড়ায় সবাই সমান হয়, তাহলে যে ব্যক্তি অধিক হাদীছ (সুন্নাহ) জানে। যদি সুন্নাহের বেলায়ও সবাই সমান হয়, তাহলে যে ব্যক্তি প্রথমে হিজরত করেছে। যদি এ ব্যাপারেও সবাই সমান হয়, তাহলে যে ব্যক্তি বয়সে বড় সে ইমামতি করবে। কোন ব্যক্তি যেন অন্যের অধিকার ও প্রভাবাধীন এলাকায় তার সম্মতি ব্যতীত ইমামতি না করে এবং তার অনুমতি ব্যতীত তার বাড়িতে তার নির্দিষ্ট আসনে না বসে'।[২৮১]

মানুষ যে ইমামকে পছন্দ করে না, তার ইমামতি করা উচিৎ কি-না?

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا تُرْفَعُ لَهُمْ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُؤُوْسِهِمْ شِبْرًا رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُوْنَ وَامْرَأَةٌ بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ وَأَخَوَانِ مُتَصَارِمَانِ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন : তিন ব্যক্তি এমন আছে, যাদের নামায মাথার উপরে এক বিঘত পরিমাণও উঠে না।

১. যে ব্যক্তি লোকদের ইমামতি করে অথচ লোকজন তাকে অপছন্দ করে।
২. যেই নারী রাত্রি যাপন করে অথচ তার স্বামী তার উপর অসন্তুষ্ট।
৩. পরস্পর সম্পর্ক ছিন্নকারী দু'ভাই'।[২৮২]

ফরয নামাযের প্রথম ও শেষ ওয়াক্ত

ফজরের নামায

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقْتُ صَلَاةِ الصُّبْحِ مِنْ طُلُوْعِ الْفَجْرِ مَالَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ فَإِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন, **ফজরের নামাযের সময় শুরু হয় উষার উদয় থেকে। চলতে থাকে সূর্যোদয় পর্যন্ত।** আর যখন সূর্য উদয় হতে থাকে নামায পড়া বন্ধ রাখবে। কেননা সূর্য শয়তানের দু'শিংয়ের মধ্যখানে উদিত হয়'।[২৮৩]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ وَقْتُ صَلَاةِ الْفَجْرِ مَالَمْ يَطْلُعْ قَرْنُ الشَّمْسِ الْأَوَّلُ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন- **সূর্যের উপর দিকের প্রান্তভাগ দেখা না যাওয়া পর্যন্ত ফজর নামাযের সময় থাকে'**।[২৮৪]

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ وَقْتِ الصَّلَاةِ فَقَالَ لَهُ صَلِّ مَعَنَا هٰذَيْنِ يَعْنِيْ اَلْيَوْمَيْنِ ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ (فِي الْيَوْمِ الثَّانِيْ) فَأَسْفَرَ بِهَا.

'সুলাইমান ইবনু বুরাইদাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা.) কে নামাযের সময় সম্পর্কে প্রশ্ন করলো। তিনি বললেন- তুমি আমাদের সাথে দু'দিন নামায আদায় করো। অতপর তিনি বেলাল (রা.) কে আদেশ করলে- **তিনি ফজরের ইকামাত দেন যখন উষার উদয় হলো। (দ্বিতীয় দিন) তিনি ফজরের নামায পড়লেন বেশ ফর্সা হয়ে যাওয়ার পর'**।[২৮৫]

عَنْ أَبِيْ بَكْرِ بْنِ أَبِيْ مُوْسٰى عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ إِنَّهُ أَتَاهُ سَائِلٌ يَسْأَلُهُ

---

২৮১. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৪১৬; নাসাঈ, আস সুনান, হা-৭৮১
২৮২. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৯৭১
২৮৩. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২৭৫
২৮৪. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২৭৬
২৮৫. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২৭৮

عَنْ مَوَاقِيْتِ الصَّلَاةِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ شَيْئًا قَالَ فَاَقَامَ الْفَجْرَ حِيْنَ انْشَقَّ الْفَجْرُ وَالنَّاسُ لَا يَكَادُ يَعْرِفُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ثُمَّ اَخَّرَ الْفَجْرَ مِنَ الْغَدِ حَتّٰى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ قَدْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ اَوْ كَادَتْ.

'আবু বকর ইবনু আবু মুসা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। জনৈক ব্যক্তি রাসূল (সা.) এর কাছে নামাযের সময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। রাসূল (সা.) মৌখিক জবাব না দিয়ে কাজের মাধ্যমে তাকে দেখিয়ে দিতে চাচ্ছিলেন। রাবী বলেন– **উষার আগমনের সাথে সাথেই রাসূল (সা.) ফজরের নামায আদায় করেন। তখন এতটা অন্ধকার ছিলো যে, লোকজন একে অপরকে চিনতে পারছিলো না। অতপর পরদিন তিনি ফজরের নামায দেরী করে আদায় করলেন**। এতটা দেরী করে আদায় করলেন যে, যখন নামায শেষ করলেন– তখন লোকজন বলাবলি করছিলো- সূর্যোদয় ঘটেছে বা সূর্যোদয়ের উপক্রম হয়েছে'।[২৮৬]

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيُصَلِّي الصُّبْحَ فَيَنْصَرِفُ النِّسَاءُ مُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوْطِهِنَّ مَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ফজরের নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, **মহিলারা নামাজ আদায় করে গায়ে চাদর জড়িয়ে প্রত্যাবর্তন করত এবং অন্ধকারের কারণে তাদেরকে চেনা যেত না**'।[২৮৭]

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَصْبِحُوْا بِالصُّبْحِ فَإِنَّهُ اَعْظَمُ لِاُجُوْرِكُمْ اَوْ اَعْظَمُ لِلْأَجْرِ.

'রাফে ইবনু খাদিজ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, ভোরের আলো প্রকাশিত হলে ফজরের নামায আদায় করবে। কারণ এতে তোমাদের জন্য অত্যধিক সাওয়াব ও অতি উত্তম বিনিময় রয়েছে'।[২৮৮]

---

২৮৬. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২৮০
২৮৭. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭২৭; আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৪২৩
২৮৮. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৪২৪; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৬৭২

যুহরের নামায

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقْتُ الظُّهْرِ اِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُوْلِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, **যুহরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় যখন সূর্য হেলে পড়ে। আর তা চলতে থাকে মানুষের ছায়া তার দৈর্ঘ্যের সমান হওয়া পর্যন্ত, যতক্ষণ না আসরের সময় উপস্থিত হয়**'।[২৮৯]

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ اَمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَ ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الظُّهْرَ. فَلَمَّا اَنْ كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِيْ اَمَرَهُ فَاَبْرَدَ بِالظُّهْرِ فَاَبْرَدَ بِهَا فَاَنْعَمَ اَنْ يُبْرِدَ بِهَا.

'সুলাইমান ইবনু বুরাইদাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। অতপর যখন সূর্য হেলে গেলে, তিনি বেলাল (রা.) কে আদেশ করলেন– তারপর তিনি আযান দিলেন। অতপর তিনি তাঁকে ইকামাত দিতে বললে, তিনি যুহরের নামাযের ইকামাত দিলেন। দ্বিতীয় দিনে তিনি তাঁকে আদেশ করলেন এবং বেশ দেরী করে যুহরের নামায আদায় করলেন'।[২৯০]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ اَنَّهُمَا حَدَّثَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ اَنَّهُ قَالَ اِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَاَبْرِدُوْا بِالصَّلٰوةِ فَاِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ.

'আবু হুরায়রা ও আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) উভয়েই রাসূলুল্লাহ (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, যখন গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পায় (তখন নামায আদায় না করে বরং) বিলম্ব করে ঠাণ্ডা সময়ে নামায আদায় কর। কেননা জাহান্নামের আগুনের তেজস্ক্রিয়তার জন্য গরমের প্রচণ্ডতা বৃদ্ধি পেয়ে থাকে'।[২৯১]

---

২৮৯. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২৭৫
২৯০. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২৭৮
২৯১. বুখারী, আস সহীহ, হা-৫০২; আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৪০২

عَنْ خَالِدِ بْنِ دِيْنَارٍ قَالَ سَمِعْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا الْحَرُّ اَبْرَدَ بِالصَّلٰوةِ وَاِذَا كَانَ الْبَرْدُ عَجَّلَ.

'খালিদ ইবনু দীনার (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন : আমি আনাস ইবনু মালেক (রা.) কে বলতে শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ (সা.) গরমের সময় যুহরের নামায বিলম্বে এবং ঠাণ্ডার সময় তাড়াতাড়ি আদায় করতেন'।[২৯২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ فِى الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ اَقْدَامٍ اِلٰى خَمْسَةِ اَقْدَامٍ وَفِى الشِّتَاءِ خَمْسَةَ اَقْدَامٍ اِلٰى سَبْعَةِ اَقْدَامٍ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) গ্রীষ্মকালে যুহরের নামায আদায় করতেন যখন কোন ব্যক্তির ছায়া তিন থেকে পাঁচ কদমের মধ্যে হতো এবং শীতকালে ছায়া যখন পাঁচ থেকে সাত কদমের মধ্যে হতো'।[২৯৩]

আসরের নামায

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ ..... ثُمَّ اَمَرَهُ فَاَقَامَ الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ بَيْضَاءُ نَقِيَّةٌ وَصَلَّى الْعَصْرَ (فِى الْيَوْمِ الثَّانِىْ) وَالشَّمْسُ مُرْتَفِعَةٌ اَخَّرَهَا فَوْقَ الَّذِىْ كَانَ.

'সুলাইমান ইবনু বুরাইদাহ তাঁর পিতা থেকে, তিনি রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। .....অতপর তিনি তাঁকে আদেশ করলে- তিনি আছরের **ইকামাত দিলেন সূর্য তখনো বেশ উপরে ছিল এবং পরিষ্কার ও আলো ঝলমলে দেখাচ্ছিলো** এবং তিনি (দ্বিতীয় দিন) আছরের নামায পড়লেন সূর্য তখনো বেশ উপরে ছিলো। তবে আগের দিনের তুলনায় বেশ দেরী করে পড়লেন'।[২৯৪]

২৯২. বুখারী, আস সহীহ, হা-৯০৬; মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২৮২
২৯৩. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৪০০; নাসাঈ, আস সুনান, হা-৫০৪
২৯৪. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২৭৮

عَنْ اَبِىْ بَكْرِ بْنِ اَبِىْ مُوْسٰى عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ..... ثُمَّ اَخَّرَ الْعَصْرَ حَتّٰى انْصَرَفَ مِنْهَا وَالْقَائِلُ يَقُوْلُ قَدْ اِحْمَرَّتِ الشَّمْسُ.

'আবু বকর ইবনু আবু মুসা তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি নবী (সা.) থেকে বর্ণনা করেন, ... **অতপর তিনি আছরের নামায এতটাই দেরী করে আদায় করলেন যে, নামায শেষে লোকজন বলতে লাগলো– সূর্য রক্তিম বর্ণ ধারণ করেছে**'।[২৯৫]

عَنْ اَنَسِ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تِلْكَ صَلَاةُ الْمُنَافِقِ يَجْلِسُ يَرْقُبُ الشَّمْسَ حَتّٰى اِذَا كَانَتْ بَيْنَ قَرْنَىِ الشَّيْطَانَ قَامَ فَنَقَرَهَا اَرْبَعًا لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيْهَا اِلَّا قَلِيْلًا.

'আনাস ইবনু মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন- ঐ নামায হলো মুনাফিকের নামায, যে বসে বসে সূর্যের প্রতি তাকাতে থাকে আর যখন তা অস্তপ্রায় হয়ে যায়, তখন উঠে গিয়ে চারবার ঠোকর মেরে আসে। এভাবে সে আল্লাহকে তাতে খুবই কম স্মরণ করে থাকে'।[২৯৬]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ النَّبِىُّ يُصَلِّى الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا.

'আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন। নবী (সা.) যখন আসরের নামায আদায় করতেন, সূর্য কিরণ তখন তাঁর কামরার মধ্যে থাকত'।[২৯৭]

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّى الْعَصْرَ ثُمَّ يَخْرُجُ الْاِنْسَانُ اِلٰى بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَيَجِدُهُمْ يُصَلُّوْنَ الْعَصْرَ.

'আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আসরের

২৯৫. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২৮০
২৯৬. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২৯৯
২৯৭. বুখারী, আস সহীহ, হা-৫১১

নামায আদায় করার পর লোকেরা বনী আমর ইবনু আওফ গোত্রের এলাকা পর্যন্ত পৌঁছেও দেখত, তারা আসরের নামায আদায় করছে'।[২৯৮]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقْتُ الْعَصْرِ مَالَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ وَيَسْقُطْ قَرْنُهَا الْأَوَّلُ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন- আসরের নামাযের সময় থাকে সূর্য বিবর্ণ হয়ে সোনালী বা তাম্রবর্ণ ধারণ করার পর **উপরের প্রান্তভাগ অদৃশ্য না হওয়া পর্যন্ত**'।[২৯৯]

মাগরিবের নামায

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي الْمَغْرِبَ سَاعَةَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَا.

'সালামাহ ইবনুল আকওয়া (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) **মাগরিবের নামায সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়ার পরপরই আদায় করতেন**'।[৩০০]

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَمْرٍو قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقْتُ الْمَغْرِبِ مَالَمْ يَسْقُطْ ثَوْرُ الشَّفَقِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন- সন্ধ্যাকালীন গোধূলী বা পশ্চিম আকাশের রক্তিম আভা অন্তর্হিত হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত থাকে'।[৩০১]

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ... ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْمَغْرِبَ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ وَصَلَّى الْمَغْرِبَ (فِي الْيَوْمِ الثَّانِي) قَبْلَ يَغِيبُ الشَّفَقُ.

---

২৯৮. বুখারী, আস সহীহ, হা-৫১৪
২৯৯. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২৭৬
৩০০. বুখারী, আস সহীহ, হা-৫২৮
৩০১. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২৭৩

'সুলাইমান ইবনু বুরাইদাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন। .....অতপর তিনি বেলাল (রা.) কে আদেশ করলে- তিনি মাগরিবের ইকামাত প্রদান করেন- **যখন সূর্য অস্তমিত হলো**। এবং (পরের দিন) তিনি মাগরিবের নামায পড়লেন **পশ্চিম আকাশের লালিমা অস্তমিত হওয়ার পূর্বক্ষণে**'।[৩০২]*

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنَّا نُصَلِّي الْمَغْرِبَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ نَرْمِي فَيَرَى أَحَدُنَا مَوْضِعَ نَبْلِهِ.

'আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সা.) এর সাথে মাগরিবের নামায আদায় করতাম। অতপর তীর নিক্ষেপ করতাম। আমাদের প্রত্যেকেই তখনো তার তীর পতিত হওয়ার স্থান দেখতে পেত'।[৩০৩]

ইশার নামায

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ..... ثُمَّ أَمَرَهُ فَأَقَامَ الْعِشَاءَ حِينَ غَابَ الشَّفَقُ وَصَلَّى الْعِشَاءَ (فِي الْيَوْمِ الثَّانِي) بَعْدَ مَا ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ.

---

৩০২. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২৭৮
* সূর্যাস্তের পর পশ্চিম আকাশে যে আলো প্রকাশিত হয়, তাকেই 'শফক' বলা হয়। এ 'শফক' দু'প্রকার- ১। শফকে আহমার (লাল আভা) ২। শফকে আবইয়াজ (সাদা আভা) প্রথম শফকে আহমার প্রকাশিত হয়। তারপর শফকে আবইয়াজ প্রকাশিত হয়। তার পর গছক বা (অন্ধকার) নেমে আসে। 'শফক' দেশ বা অঞ্চল ভেদে ভিন্ন ভিন্ন সময় নিয়ে আকাশে অবস্থান করতে পারে। আমাদের দেশে পশ্চিম আকাশে 'শফক' ১ ঘণ্টার কিছু বেশি সময় ধরে অবস্থান করে। আর শফকের শেষ সময় পর্যন্ত মাগরিবের নামায পড়া যায়। মাগরিবের নামাযের সময় খুবই স্বল্প- একথা সঠিক নয়। তবে শুধু শুধু অলসতা করে দেরিতে নামায পড়া কোনভাবেই সমর্থনযোগ্য নয়।
৩০৩. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৩২৬

'সুলাইমান ইবনু বুরাইদাহ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূল (সা.) থেকে বর্ণনা করেন- .....অতপর তিনি বিলাল (রা.) কে আদেশ করলে তিনি ইশার নামাযের ইকামাত প্রদান করেন যখন পশ্চিম আকাশের লালিমা অস্তমিত হয়ছিল। (পরের দিন) তিনি ইশার নামায পড়লেন রাতের এক তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর'।[৩০৪]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَقْتُ الْعِشَاءِ إِلَى نِصْفِ اللَّيْلِ الْأَوْسَطِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন- ইশার নামাযের ওয়াক্ত থাকে অর্ধ রাত্রি তথা মধ্যরাত পর্যন্ত'।[৩০৫]

عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ اَنَا اَعْلَمُ النَّاسِ بِوَقْتِ هٰذِهِ الصَّلَاةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْهَا لِسُقُوْطِ الْقَمَرِ لِثَالِثَةٍ.

'নু'মান ইবনু বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এই ইশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে অন্যদের চেয়ে বেশি অবগত, রাসূলুল্লাহ (সা.) উক্ত নামাযকে (এ পরিমাণ সময়ের পর) আদায় করতেন, যখন তৃতীয় বার চাঁদ অস্তমিত হয়।[৩০৬]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَوْلَا اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمَّتِيْ لَاَمَرْتُهُمْ اَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ اِلٰى ثُلُثِ اللَّيْلِ اَوْ نِصْفِهِ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম, তাহলে তাদেরকে ইশার নামায রাতের এক-তৃতীয়াংশ বা অর্ধরাত পর্যন্ত বিলম্ব করে পড়ার নির্দেশ দিতাম'।[৩০৭]*

---

৩০৪. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২৭৮
৩০৫. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২৭৫
৩০৬. তিরমিযী, আস সুনান, হা-১৫৮; আবূ দাউদ, আস সুনান, হা-৪১৯
৩০৭. তিরমিযী, আস সুনান, হা-১৫৯; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৬৯১
* ইশার নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয় শফক দূর হওয়ার পর। আর শেষ হয় মধ্যরাতে। এটাই হাদীছের ভাষ্য। যদি কোন ওজরের কারণে মধ্যরাতেও কেউ ইশার নামায পড়তে অপারগ হয়, তাহলে তাকে সুবহে সাদেকের পূর্বে অবশ্যই পড়তে হবে। আর মধ্য রাতের পর ইশার নামায পড়াটাকে কাযা না বলে ওলামাগণ মাকরূহ বলে থাকেন।

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ.

'জাবির ইবনু সামুরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) ইশার নামায দেরীতে আদায় করতেন'।[৩০৮]

সফর কালে নামায কসর করা

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّهَا قَالَتْ فُرِضَتِ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَاُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيْدَ فِيْ صَلَاةِ الْحَضَرِ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামায ফরয করার সময় আল্লাহ তা'আলা দুই রাক'আত করে ফরয করেছিলেন। পরবর্তীতে বাড়ীতে অবস্থান কালীন নামায বৃদ্ধি করা হলো এবং সফরকালীন নামায পূর্বের অবস্থায় রাখা হলো'।[৩০৯]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ اللهُ الصَّلَاةَ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ ﷺ فِي الْحَضَرِ اَرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহ তোমাদের নবী (সা.) এর মাধ্যমে নামায ফরয করেছেন মুকিম অবস্থায় চার রাক'আত এবং মুসাফির অবস্থায় দু'রাক'আত'।[৩১০]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكَانُوْا يُصَلُّوْنَ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ لَا يُصَلُّوْنَ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.

---

৩০৮. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৩৩৮; নাসাঈ, আস সুনান, হা-৫৩৪
৩০৯. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৪৫৫
৩১০. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৪৬০

'ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা.), আবু বাকর, ওমর ও উসমান (রা.) এর সাথে একত্রে সফর করেছি। **তাঁরা যুহর ও আসরের (ফরয) নামায দুই রাক'আত, দুই রাক'আত পড়েছেন। তাঁরা এর পূর্বে বা পরে কোন (সুন্নাত বা নফল) নামায পড়েননি'**।[৩১১]

কত দিন পর্যন্ত কসর করা যায়?

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَالَ قُلْتُ لِأَنَسٍ كَمْ أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا.

'আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী (সা.) এর সাথে মক্কার উদ্দেশ্যে মদীনা থেকে রওনা হলাম। তিনি দুই রাক'আত নামায পড়লেন। ইয়াহইয়া ইবনু ইসহাক বলেন, আমি আনাস (রা.) কে **জিজ্ঞেস করলাম : রাসূলুল্লাহ (সা.) কত দিন মক্কায় ছিলেন? তিনি বললেন দশ দিন'**।[৩১২]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَافَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ سَفَرًا فَصَلَّى تِسْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَنَحْنُ نُصَلِّي فِيمَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَكَّةَ تِسْعَ عَشْرَةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَإِذَا أَقَمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ صَلَّيْنَا أَرْبَعًا.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এক সফরে গিয়ে **উনিশ দিন** অবস্থান করলেন। এ কয়দিন তিনি দুই রাক'আত দুই রাক'আত করে নামায পড়লেন (চার রাক'আত ফরযের পরিবর্তে)। ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, আমরাও আমাদের (মদীনার ও মক্কা) মধ্যকার উনিশ দিনের পথে দুই রাক'আত দুই রাক'আত করে নামায পড়ে থাকি। যখন এর চেয়ে অধিক দিন অবস্থান করি, তখন চার রাক'আতই পড়ে থাকি'।[৩১৩]

৩১১. বুখারী, আস সহীহ, হা-১০২৪
৩১২. বুখারী, আস সহীহ, হা-১০১৫; মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৪৬৫
৩১৩. বুখারী, আস সহীহ, হা-৩৯৬১; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৫১৫

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ خَمْسَ عَشْرَةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) মক্কা বিজয়ের বছর সেখানে **পনের দিন ছিলেন** এবং এ সময় তিনি নামায কসর করেন'।[৩১৪]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ قَصَرَ وَمَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ أَتَمَّ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) মক্কায় **সতের দিন** অবস্থানকালে নামাযকে কসর করেছেন। ইবনু আব্বাস (রা.) বলেন, কোন ব্যক্তি কোথাও সতের দিন অবস্থান করলে তাকে নামায কসর করতে হবে। এর চেয়ে বেশি দিন অবস্থান করলে, সে নামায পুরো আদায় করবে'।[৩১৫]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ أَقَامَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِتَبُوكَ عِشْرِينَ يَوْمًا يَقْصُرُ الصَّلَاةَ.

'জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তাবুকে বিশ দিন অবস্থান করেছেন, সেখানে নামায কসর করেছেন'।[৩১৬]

মুসাফির কতটুকু দূরত্বে গেলে কসর করবে?

عَنْ يَحْيَى بْنِ يَزِيدَ الْهُنَائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنْ قَصْرِ الصَّلَاةِ فَقَالَ أَنَسٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا خَرَجَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ أَوْ ثَلَاثَةِ فَرَاسِخَ شَكَّ شُعْبَةُ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ.

৩১৪. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১২৩১
৩১৫. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১২৩০
৩১৬. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১২৩৫

'ইয়াহইয়া ইবনু ইয়াযীদ আল-হুনায়ী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রা.) কে নামায কসর করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, **রাসূলুল্লাহ (সা.) তিন মাইল বা তিন ফারসাখ দূরত্বের সফরে বের হলে দু'রাক'আত নামায আদায় করতেন'**।[৩১৭]*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ يَا أَهْلَ مَكَّةَ لَا تَقْصُرُوا الصَّلَاةَ فِي أَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ بُرُدٍ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : **হে মক্কাবাসী চার বারীদের কম হলে কসর করবে না'**।[৩১৮]

كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ يَقْصُرَانِ وَيُفْطِرَانِ فِي أَرْبَعَةِ بُرُدٍ وَهِيَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا.

'ইবনু ওমর ও ইবনু আব্বাস (রা.) **চার বারীদ অর্থাৎ ষোল ফারসাখ দূরত্বে কসর করতেন'**।[৩১৯]*

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ شُرَحْبِيلَ بْنِ السِّمْطِ إِلَى قَرْيَةٍ عَلَى رَأْسِ سَبْعَةَ عَشَرَ أَوْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ مِيلًا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ رَأَيْتُ عُمَرَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ فَقُلْتُ لَهُ فَقَالَ إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ.

৩১৭. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৪৬২
* এক ফারসাখ হলো ৩ মাইল। এ হাদীছে ৩ মাইল বা ৩ ফারসাখ (তথা ৯ মাইল) দূরত্বে কসর পড়ার কথা বলা হয়েছে।
৩১৮. বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, খ-৩, পৃ. ১৩৭
৩১৯. বুখারী, আস সহীহ, হা-১০২০
* ইবনু আব্বাস ও ইবনু ওমর (রা.) এর আমল দ্বারা ষোল ফারসাখ এর দূরত্বে কসর সাব্যস্ত। তথা (১৬ X ৩) ৪৮ মাইল দূরত্বের জন্য বের হলে তাঁরা কসর করতেন, এর কম হলে কসর করতেন না। উল্লেখ্য ১ বারীদ হলো ৪ ফারসাখ পরিমাণ দূরত্ব। আর ১ ফারসাখ হলো ৩ মাইল।

'যুবাইর ইবনু নুফাইর (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুরাহবিল ইবনু সিমত্ব এর সাথে সতের বা আঠার মাইল দূরবর্তী এক গ্রামে গেলাম। তিনি সেখানে দু'রাক'আত (কসর) নামায আদায় করলেন। আমি তাঁকে কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন- আমি ওমর (রা.) যে যুল-হুলায়ফাতে দু'রাক'আত পড়তে দেখে- এ প্রশ্ন করেছিলাম। তখন তিনি বললেন- আমি রাসূল (সা.) কে যা করতে দেখেছি, তা-ই করে থাকি'।[৩২০]*

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ صَلَّى الظُّهْرَ بِالْمَدِينَةِ أَرْبَعًا وَصَلَّى الْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ.

'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) মদীনায় যুহর পড়লেন চার রাক'আত এবং যুল-হুলায়ফায় আসর পড়লেন দু'রাক'আত'।[৩২১]*

৩২০. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৪৬৯
* মদীনা থেকে যুল হুলাইফার দূরত্ব ১২ মাইল। এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, রাসূল (সা.) ১২ মাইল দূরত্বে কসর করতেন।
৩২১. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৪৬৬
* রাসূল (সা.) সফরে নামায কসর পড়তেন তা নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কতটা দূরে গেলে কসর করতেন তা তাঁর কোন মৌখিক বক্তব্য দ্বারা সহীহভাবে প্রমাণিত নয়। তবে তাঁর কর্ম দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন দূরত্ব সাব্যস্ত হয়।
ইসলাম জীবন ঘনিষ্ঠ একটি সহজ ধর্ম। মানুষের কল্যাণই এর মূল লক্ষ্য। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন- يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ.
'আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান। তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না।' (সূরা বাকারা-১৮৫)।
সফরের কষ্ট হালকা করার জন্যই মূলত ইসলাম নামায কসর করেছে। এখানে দূরত্বকে প্রাধান্য দেয়া হয়নি। বরং সফরের কষ্টকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। তাই সুস্পষ্টভাবে একটি দূরত্বকে নির্ধারিত করে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সা.) কোন বক্তব্য দেন নি।
উদাহরণত পাহাড়ি পথে ২০/৩০ কি:মি: আর সমতল পথে ২০/৩০ কি:মি: পথ চলা কি সমান কষ্টের? সমতল পথে ১/২ ঘণ্টায় গাড়ীতে চড়ে ৪০/৫০ মাইল পথ অতিক্রম করে কসর করার সুযোগ পাওয়া যায়। কিন্তু পাহাড়ী পথে ৩ দিন চলেও ২০/৩০ কি:মি: সফর করতে না পারায় এত কষ্টের মাঝেও কসরের সুযোগ পাওয়া গেলো না। এটা কি করে হয়?

সফরে সুন্নাত নামায পড়তে হবে কি-না?

عَنْ عِيْسَى بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ فِىْ طَرِيْقِ مَكَّةَ قَالَ فَصَلَّى لَنَا الظُّهْرَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَقْبَلَ وَاَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتّٰى جَاءَ رِحْلَهُ وَجَلَسَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ فَحَانَتْ مِنْهُ اِلْتِفَاتَةٌ نَحْوَ حَيْثُ صَلَّى فَرَاَى نَاسًا قِيَامًا فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هٰؤُلَاءِ قُلْتُ يُسَبِّحُوْنَ. قَالَ لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لَأَتْمَمْتُ صَلَاتِىْ يَا بْنَ اَخِىْ اِنِّىْ صَحِبْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فِى السَّفَرِ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللهُ وَصَحِبْتُ اَبَا بَكْرٍ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللهُ وَصَحِبْتُ عُمَرَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللهُ صَحِبْتُ عُثْمَانَ فَلَمْ يَزِدْ عَلٰى رَكْعَتَيْنِ حَتّٰى قَبَضَهُ اللهُ وَقَدْ قَالَ اللهُ 'لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.'

এরপর যদি ৬০/৭০ কি:মি: কে নির্ধারিত করে দেয়া হতো। তাহলে মরুভূমি, জলপথ বা গ্রামের রাস্তা যেখানে মাইল স্টোন নেই সেখানে ৬০/৭০ কি:মি: দূরত্ব মাপা হবে কিভাবে? হাতে করে রশি নিতে হবে? বিষয়টি তো হালকা নয়। যদি আপনি বলেন- ৩৬ মাইল বা ৪৮ মাইল। তাহলে বলা হবে এর কম হলে কসর নেই, কসর পড়লে নামায বাতিল। পথ এর চেয়ে বেশী হলে পূর্ণ নামায পড়া রাসূলের (সা.) আদর্শের খেলাফ, কসরই করা উচিৎ। এখন তো ৩৬/৪৮ মাইল নিশ্চিত হওয়া ওয়াজিব। সব স্থানে তো মাইল স্টোন নেই। এখন কিভাবে মাইলেজ নিশ্চিত হবেন? তাই তো ইসলাম কসরের নির্ধারিত দূরত্বকে সুনির্দিষ্ট না করে উদারতা অবলম্বন করেছে। উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত পর্যালোচনার পর অনুমিত হয়, যে ব্যক্তি নিজেকে মুসাফির মনে করলেই মূলত কসরের হুকুম সাব্যস্ত হবে। দূরত্ব ৩ ফারসাখ বা ৪ বুরুদ যাই হোক না কেন। গন্তব্যে পৌছার পর সে পূর্ণ নামায পড়বে যদি সেখানে ১৫ দিনের বেশি থাকার এরাদা করে। গন্তব্য তার নিজের বাড়ী বা অবস্থান স্থল হলে পৌছার সাথে সাথে পূর্ণ নামায পড়তে হবে।

'ঈসা ইবনু হাফছ ইবনু আছিম ইবনু ওমর ইবনুল খাত্তাব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, মক্কার রাস্তায় আমি ইবনু ওমরের সহচর হলাম। তিনি আমাদেরকে যুহরের নামায দু'রাক'আত পড়ালেন। এরপর তিনি সামনে অগ্রসর হলেন- আমরাও অগ্রসর হলাম। তারপর তিনি তাঁর মনযিলে এসে বসলেন। আমরাও তাঁর সঙ্গে বসলাম। এরপর তিনি যে স্থানে নামায পড়েছিলেন- সেদিকে তাঁর দৃষ্টি পড়লে দেখতে পেলেন, কিছু লোক দাঁড়ানো। তিনি বললেন- তারা কী করছে? আমি বললাম তারা সুন্নাত নামায আদায় করছে। **তিনি বললেন- আমি যদি সুন্নাত আদায় করতাম, তাহলে তো ফরয নামাযই পূর্ণ করতাম।** হে ভাতিজা শোন! আমি রাসূল (সা.) এর সফরে থেকেছি। ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত তিনি দু'রাক'আতের বেশী পড়েননি। আমি আবু বকরের সঙ্গেও থেকেছি। তিনিও তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দু'রাক'আতের বেশী পড়েননি। আমি ওমর এর সঙ্গে ছিলাম। তিনিও তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দু'রাক'আতের বেশী পড়েননি। আমি উছমানের সঙ্গেও ছিলাম। তিনিও তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত দু'রাক'আতের বেশী পড়েননি। আর আল্লাহ বলেছেন- 'নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূল (সা.) এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের জন্য উত্তম আদর্শ'।[৩২২]

সফরে ফজরের নামাযের সুন্নাত পড়তে হবে কি-না?

عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ فِىْ سَفَرٍ لَهُ فَمَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمِلْتُ مَعَهُ فَقَالَ 'اُنْظُرْ' فَقُلْتُ هٰذَا رَاكِبٌ هٰذَانِ رَاكِبَانِ هٰؤُلَاءِ ثَلَاثَةٌ حَتّٰى صِرْنَا سَبْعَةً فَقَالَ احْفَظُوْا عَلَيْنَا صَلَاتَنَا يَعْنِىْ صَلَاةَ الْفَجْرِ فَضُرِبَ عَلٰى اٰذَانِهِمْ فَمَا اَيْقَظَهُمْ إِلَّا حَرُّ الشَّمْسِ فَقَالُوْا فَسَارُوْا هُنَيَّةً ثُمَّ نَزَلُوْا فَتَوَضَّؤُوْا وَاَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلَّوْا رَكْعَتَىِ الْفَجْرِ ثُمَّ صَلَّوْا الْفَجْرَ وَرَكِبُوْا فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قَدْ فَرَّطْنَا فِىْ صَلَاتِنَا فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ لَا

৩২২. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৪৬৪

পড়তেন না। তবে রাতের বেলায় তাহাজ্জুদ পড়তেন। জাবের বলেন- আমি সালেমকে জিজ্ঞেস করলাম- তারা কি বিতর পড়তেন? তিনি বলেন- হ্যাঁ'।[৩২৭]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ اَىَّ وَجْهٍ تَوَجَّهَ وَيُوْتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ اَنَّهُ لَا يُصَلِّىْ عَلَيْهَا الْمَكْتُوْبَةَ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বাহনের উপর নফল ও বিতরের নামায আদায় করতেন। তাঁর মুখ যে দিকেই থাকুক না কেন। তবে বাহনের উপর তিনি ফরয নামায আদায় করতেন না'।[৩২৮]

সফরে দুই ওয়াক্তের নামাযকে এক সাথে আদায় করা

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ اِذَا كَانَ عَلٰى ظَهْرِ سَيْرٍ وَيَجْمَعُ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সফরে দ্রুত চলার সময় রাসূল (সা.) যুহর ও আসরের নামায একত্রে আদায় করতেন। আর মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করতেন'।[৩২৯]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ اَوْ حَزَبَهُ اَمْرٌ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

'ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন, রাসূল (সা.) কে যখন কোথাও সফরে দ্রুত চলতে হতো অথবা তাঁর সামনে কোন জটিল কাজ উপস্থিত হতো, তখন তিনি মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করে নিতেন'।[৩৩০]

---

৩২৭. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১৪৫৭; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১১৯৩
৩২৮. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭০০
৩২৯. বুখারী, আস সহীহ, হা-১০৩৮
৩৩০. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৫০৬

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ يَزِيْدَ الْخَطْمِىِّ اَنَّ اَبَا اَيُّوْبَ اَخْبَرَهُ اَنَّهُ صَلّٰى مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا.

'আবূ আইয়ূব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল (সা.) এর সঙ্গে বিদায় হজ্জে (মুযদালিফায়) মাগরিব ও ইশার নামায এক সঙ্গে আদায় করেছেন'।[৩৩১]

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَلظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيْعًا فِىْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ قَالَ مَالِكٌ اُرٰى ذٰلِكَ كَانَ فِىْ مَطَرٍ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) শত্রুর ভয় ও সফর ছাড়াই যুহর ও আসরকে এবং মাগরিব ও ইশাকে একত্র করেছেন। ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, সম্ভবত বৃষ্টির কারণেই এমনটি করেছেন'।[৩৩২]

قِيْلَ لَهُ لِمَ قَالَ لِئَلَّا يَكُوْنَ عَلٰى اُمَّتِهِ حَرَجٌ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হল, তিনি কেন এরূপ করতেন? ইবনু আব্বাস (রা.) বললেন : তাঁর উম্মতের যেন অসুবিধা না হয়'।[৩৩৩]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ اَتٰى بَابًا مِنْ اَبْوَابِ الْكَبَائِرِ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন : কোন ওজর ব্যতীত যে ব্যক্তি দুই ওয়াক্তের নামায একত্রে পড়ে, সে কবীরা গুনাহের স্তরসমূহের মধ্যে একটি স্তরে পৌছে যায়'।[৩৩৪]*

---

৩৩১. বুখারী, আস সহীহ, হা-৪০৬৬
৩৩২. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১২১০
৩৩৩. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১২১১
৩৩৪. তিরমিযী, আস সুনান, হা-১৮০

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ جَمَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَبَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ فَقُلْتُ مَا حَمَلَهُ عَلٰى ذٰلِكَ فَقَالَ اَرَادَ اَنْ لَايُحْرِجَ اُمَّتَهُ.

'মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাবুক অভিযানকালে রাসূল (সা.) যুহর ও আসরের নামায এবং মাগরিব ও ইশার নামায এক সাথে আদায় করেছেন। আবু তুফাইল বর্ণনা করেন- আমি মু'আজ বিন জাবালকে জিজ্ঞেস করলাম, কী কারণে রাসূল (সা.) এরূপ করেছেন? জবাবে তিনি বলেন- তিনি তাঁর উম্মতকে কষ্ট দিতে চাননি'।[৩৩৫]*

সফরে দু'ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করার পদ্ধতি

عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ

* সফর অথবা বৃষ্টিজনিত কারণে দু'ওয়াক্তের নামায একত্রিত করা যাবে মর্মে হাদীছ রয়েছে। কিন্তু বিনা কারণে দু'ওয়াক্ত একত্রিত করা যাবে না।

৩৩৫. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৫১৭

* সফর অবস্থায় দু'ওয়াক্তের নামায এক সাথে পড়ার অসংখ্য হাদীছ পাওয়া যায়। রাসূল (সা.) বিভিন্ন সফরে যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশাকে এক সাথে আদায় করেছেন মর্মে অনেকগুলো সহীহ হাদীছ রয়েছে।

ইসলাম জীবন ঘনিষ্ঠ সহজাত একটি ধর্ম। তাই এর বিধানগুলোও খুবই মানবিক। তবে অপ্রয়োজনে দু'ওয়াক্ত নামায একত্র করা নিষেধ। যদি সফরে নামায কাযা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে অর্থাৎ আপনি দুপুর বেলায় এমন সফরে রওয়ানা করেছেন যেখানে পৌছতে ইশার সময় হয়ে যাবে। পথিমধ্যে নামায পড়ার উপযুক্ত স্থান মিলবে না। তাহলে আপনি মুসাফির অবস্থায় যুহরের সাথে আসর পড়ে নিন। মাগরিব ইশা এক সাথে পড়ে নিন। কোনভাবে আসরকে সূর্যাস্তের পরে কাযা পড়ার ঝুঁকিতে ফেলবেন না। উল্লেখ্য যে, এটা রুখসত বা অনুমোদন। যেমন- সফর অবস্থায় রোযা ভাঙ্গার অনুমোদন রয়েছে। তবে স্মরণ রাখতে হবে, আসর ও মাগরিবকে একত্রিত করা যাবে না। উল্লেখ্য যে, সফরেও প্রত্যেক নামায তার নিজস্ব ওয়াক্তে আদায় করা নিশ্চয়ই উত্তম।

تَزِيْغَ الشَّمْسُ أَخَّرَ الظُّهْرَ اِلٰى وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فَاِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ اَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.

'আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে সফর শুরু করলে, আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত যুহরের নামায বিলম্বিত করতেন। অতপর অবতরণ করে দু'নামায এক সাথে আদায় করতেন। আর যদি সফর শুরু করার পূর্বেই সূর্য ঢলে পড়তো, তাহলে যুহরের নামায আদায় করে নিতেন'।[৩৩৬]*

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ اَنْ تَزِيْغَ الشَّمْسُ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتّٰى يَجْمَعَهَا اِلَى الْعَصْرِ فَيُصَلِّيْهِمَا جَمِيْعًا وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ زَيْغِ الشَّمْسِ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا ثُمَّ سَارَ وَكَانَ إِذَا ارْتَحَلَ قَبْلَ الْمَغْرِبِ اَخَّرَ الْمَغْرِبَ حَتّٰى يُصَلِّيَهَا مَعَ الْعِشَاءِ وَاِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ الْمَغْرِبِ عَجَّلَ الْعِشَاءَ فَصَلَّاهَا مَعَ الْمَغْرِبِ.

'মু'আয ইবনু জাবাল (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) তাবুকের অভিযান চলাকালে সূর্য হেলে যাওয়ার পূর্বে রওয়ানা হলে যুহরকে বিলম্বিত করে আসরের সাথে মিলিয়ে উভয়টি একত্রে আদায় করতেন। আর সূর্য হেলার পরে রওয়ানা হলে যুহর ও আসর একত্রে আদায়ের পর রওয়ানা হতেন। আর তিনি মাগরিবের পূর্বে রওয়ানা হলে, মাগরিবকে বিলম্বিত করে তা ইশার সাথে আদায় করতেন এবং মাগরিবের পরে রওয়ানা হলে, ইশাকে এগিয়ে নিয়ে তা মাগরিবের সাথে আদায় করতেন'।[৩৩৭]*

৩৩৬. বুখারী, আস সহীহ, হা-১০৪২; মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৫০৪

* এ হাদীছে দেখা যায় রাসূল (সা.) সূর্য হেলার পূর্বে সফরে রওয়ানা করলে যুহরকে তা'খীর করে আসরের সাথে পড়তেন। আর সূর্য হেলার পরে সফরে রওয়ানা করলে যুহর পড়ে রওয়ানা করতেন। আসরকে তাকদীম করতেন না।

৩৩৭. আবূ দাউদ, আস সুনান, হা-১২২০

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِى السَّفَرِ اَخَّرَ الظُّهْرَ حَتّٰى يَدْخُلَ اَوَّلُ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا.

'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) সফরে থাকাকালীন দু'ওয়াক্ত নামায এক সাথে আদায় করতে মনস্থ করলে যুহর আদায় করতে বিলম্ব করতেন। পরে আসরের ওয়াক্ত শুরু হলে তিনি যুহর ও আসরের নামায এক সাথে আদায় করতেন'।[৩৩৮]*

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ اَبَاهُ قَالَ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اِذَا اَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِى السَّفَرِ يُؤَخِّرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتّٰى يَجْمَعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ.

'সালিম ইবনু আব্দুল্লাহ তাঁর পিতা ইবনু ওমর থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, সফরে দ্রুত চলার জন্য আমি রাসূল (সা.) কে মাগরিবকে পিছিয়ে ইশার নামাযের সাথে একত্রিত করতে দেখেছি'।[৩৩৯]*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ ثَمَانِيًا جَمِيْعًا وَسَبْعًا جَمِيْعًا قُلْتُ يَا اَبَا الشَّعْثَاءِ اَظُنُّهُ اَخَّرَ الظُّهْرَ وَعَجَّلَ الْعَصْرَ وَاَخَّرَ الْمَغْرِبَ وَعَجَّلَ الْعِشَاءَ قَالَ وَاَنَا اَظُنُّ ذَاكَ.

---

* এ হাদীছে তাবুক যুদ্ধের সফরকালীন নামাযের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সফর চলাকালে সূর্য হেলার আগে রওয়ানা দিলে যুহরকে তা'খীর করে আসরের সাথে পড়তেন। সূর্য হেলার পরে রওয়ানা দিলে আসরকে তাকদীম করে যুহরের সাথে পড়তেন। অনুরূপ মাগরিবের আগে রওয়ানা দিলে মাগরিবকে তা'খীর করে ইশার সাথে পড়তেন। মাগরিবের পরে রওয়ানা দিলে ইশাকে তাকদীম করে মাগরিবের সাথে আদায় করতেন।

৩৩৮. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৫১১

* এ হাদীছে কখন রওয়ানা করলেন সেটা মুখ্য নয়। বরং সফরে প্রয়োজন হলে রাসূল (সা.) যুহরকে পিছিয়ে আসরের প্রথম ওয়াক্তে নিয়ে এক সাথে দু'ওয়াক্ত আদায় করেছেন।

৩৩৯. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৫০৯

* এ হাদীছে যা পাওয়া যায়, তা হলো- রাসূল (সা.) কখন রওয়ানা করলেন তা মুখ্য নয়। বরং দ্রুততার প্রয়োজনে সফরে মাগরিবকে পিছিয়ে ইশার সাথে একত্রে আদায় করতেন।

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা.) এর পিছনে একসাথে আট রাক'আত (ফরয) নামায এবং এক সাথে সাত রাক'আত (ফরয) নামায আদায় করেছি। আমি বললাম- হে আবুশ শাছা। আমার মনে হয় নবী (সা.) যুহরের নামায দেরি করে শেষ ওয়াক্তে এবং আসরের নামায প্রথম ওয়াক্তে আদায় করেছেন। তেমনি মাগরিবের নামায দেরী করে এবং ইশার নামায প্রথম ওয়াক্তে আদায় করেছেন। একথা শুনে তিনি বললেন- আমিও তাই মনে করি'।[৩৪০]*

মহিলাদের নামায

মহিলাদের নামাযের উত্তম স্থান কোনটি?

عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ صَلَاةُ الْمَرْاَةِ فِىْ بَيْتِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِىْ حُجْرَتِهَا وَصَلَاتُهَا فِىْ مَخْدَعِهَا اَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِىْ بَيْتِهَا.

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন : নারীদের জন্য আঙ্গিনায় নামায আদায় করার চেয়ে, তার গৃহে নামায আদায় করা উত্তম। আর নারীদের জন্য গৃহে যে কোন স্থানে নামায আদায় করার চেয়ে, তার গোপন কামরায় নামায আদায় করা অধিক উত্তম'।[৩৪১]

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ لَوْ اَدْرَكَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا اَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَهُ نِسَاءُ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ.

'আয়েশা (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) যদি আজকের মহিলাদের এরূপ অবস্থা দেখতেন (যেমন- সুগন্ধি লাগানো, বেপর্দা চলা) তাহলে অবশ্যই

---

৩৪০. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৫১৯

* এ হাদীছের দু'জন রাবী ধারণা করছেন যে, রাসূল (সা.) দু'ওয়াক্তের নামাযকে একত্রিত করেননি। বরং এক ওয়াক্তের শেষ অংশে ও অপর ওয়াক্তে শুরুর অংশে দু'ওয়াক্তের নামায একত্রে আদায় করেছেন।

৩৪১. আবূ দাউদ, আস সুনান, হা-৫৭০

তিনি তাদেরকে মসজিদে যেতে নিষেধ করে দিতেন। যে-রূপ বনী ইসরাঈলের মহিলাদের নিষেধ করে দেয়া হয়েছিল'।[৩৪২]

عَنْ أُمِّ حُمَيْدٍ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاتُكِ فِيْ دَارِكِ خَيْرٌ لَكِ مِنْ صَلَاتِكِ فِيْ مَسْجِدِ قَوْمِكِ.

'উম্মু হুমাইদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) তাঁকে লক্ষ্য করে বলেছেন- তোমার ঘরের নামায তোমার সম্প্রদায়ের মাসজিদের নামাযের চেয়ে উত্তম'।[৩৪৩]

মহিলারা মাসজিদে যেতে পারবে কি-না?

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا تَمْنَعُوْا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ.

'ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : আল্লাহর বান্দীদেরকে আল্লাহর মাসজিদে যেতে বাঁধা দিও না'।[৩৪৪]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوْا لَهُنَّ.

'ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বলতে শুনেছি : তোমাদের মহিলারা মাসজিদে যাওয়ার জন্য তোমাদের কাছে অনুমতি চাইলে তাদেরকে অনুমতি দিও'।[৩৪৫]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَوْ تَرَكْنَا هٰذَا الْبَابَ لِلنِّسَاءِ قَالَ نَافِعٌ فَلَمْ يَدْخُلْ مِنْهُ ابْنُ عُمَرَ حَتَّى الْمَوْتِ.

---

৩৪২. বুখারী আস সহীহ, হা-৮২০
৩৪৩. আহমাদ, আল মুসনাদ, হা-২৬৫৫০
৩৪৪. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৮৮৬
৩৪৫. বুখারী, আস সহীহ, হা-৮১৬

'ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমরা যদি এই দরজাটি কেবল নারীদের (মাসজিদে যাতায়াতের) জন্য ছেড়ে দিতাম। নাফে (রহ.) বলেন, এরপর থেকে ইবনু ওমর (রা.) মৃত্যু পর্যন্ত ঐ দরজা দিয়ে কখনো প্রবেশ করেননি'।[৩৪৬]

মহিলাদের ইমামতির বিধান

قَالَ اللهُ تَعَالَى : اَلرِّجَالُ قَوّٰمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ.

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "পুরুষরা নারীদের দায়িত্বশীল। কারণ আল্লাহ তাদের এককে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন"।[৩৪৭]

قَالَ اللهُ تَعَالٰى : وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ.

আল্লাহ তা'আলা বলেছেন : "আর নারীদের তেমনি ন্যায়সঙ্গত অধিকার আছে, যেমন আছে তাদের উপর পুরুষদের; আর নারীদের উপর পুরুষদের মর্যাদা আছে"।[৩৪৮]

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ اِمْرَأَةً.

'আবু বাকরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যে জাতি নিজেদের শাসক হিসেবে নারীকে নিয়োগ করে, সে জাতির কখনো কল্যাণ হতে পারে না'।[৩৪৯]

---

৩৪৬. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৪৫২
৩৪৭. সূরা নিসা-৩৪
৩৪৮. সূরা বাকারা-২২৮
৩৪৯. বুখারী, আস সহীহ, হা-৪০৭৭

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلَا لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا.

'জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, সাবধান। মহিলারা যেন পুরুষের ইমামতি না করে'।[৩৫০]

عَنْ أُمِّ وَرَقَةَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جَعَلَ لَهَا مُؤَذِّنًا يُؤَذِّنُ لَهَا وَأَمَرَهَا اَنْ تَؤُمَّ اَهْلَ دَارِهَا.

'উম্মু ওয়ারাকা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) তার জন্য একজন মুয়াযযিন নিযুক্ত করলেন, যে তার জন্য (তার ঘরে) আযান দিত। তিনি তাকে (উম্মু ওয়ারাকাকে) তার ঘরের লোকদের ইমামতি করার নির্দেশ দেন'।[৩৫১]

ইমামতির সময় মহিলা কোথায় দাঁড়াবে?

عَنْ رَائِطَةَ الْحَنَفِيَّةِ اِمْرَأَةِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَتْ اَمَّتْنَا عَائِشَةُ فَقَامَتْ بَيْنَهُنَّ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ.

'ইবনু মাসউদ (রা.) এর স্ত্রী রায়েতা আল হানাফিয়্যাহ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয়েশা (রা.) ফরয নামাযে আমাদের ইমামতি করতেন। তখন তিনি নারীদের মাঝখানে দাঁড়াতেন'।[৩৫২]

নারী-পুরুষের নামাযে পার্থক্য আছে কি-না?

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِيْ حَبِيْبٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ

---

৩৫০. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১০৮১
৩৫১. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৫৯২
৩৫২. মুহিউদ্দিন নববী, আল খুলাছাহ, খ-২, পৃ. ৬৭৯

تُصَلِّيَانِ فَقَالَ اِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ اِلَى الْاَرْضِ فَاِنَّ الْمَرْأَةَ لَيْسَتْ فِيْ ذٰلِكَ كَالرَّجُلِ.

'ইয়াযিদ ইবনু আবি হাবিব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূল (সা.) নামাযরত দুই মহিলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তাদেরকে বললেন, যখন সাজদাহ করবে তখন শরীর যমীনের সাথে মিলিয়ে দেবে। কেননা মহিলারা এ ক্ষেত্রে পুরুষদের মত নয়'।[৩৫৩]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَتْ فَخِذَهَا عَلَى فَخِذِهَا الْاُخْرٰى وَاِذَا سَجَدَتْ اَلْصَقَتْ بَطْنَهَا فِيْ فَخِذَيْهَا كَأَسْتَرِ مَا يَكُوْنُ لَهَا وَاِنَّ اللهَ تَعَالٰى يَنْظُرُ اِلَيْهَا وَيَقُوْلُ : يَا مَلَائِكَتِيْ اُشْهِدُكُمْ اَنِّيْ قَدْ غَفَرْتُ لَهَا.

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেন- মহিলা যখন নামাযের মধ্যে বসবে, তখন যেন (ডান) উরুর উপর বাম উরু রাখে। আর যখন সাজদাহ করবে তখন যেন পেট উরুর সাথে মিলিয়ে রাখে; যা তার সতরের জন্য অধিক উপযেগী। আল্লাহ তা'আলা তাকে দেখে বলেন- ওহে আমার ফেরেশতারা! তোমরা সাক্ষী থাক, আমি তাকে ক্ষমা করে দিলাম'।[৩৫৪]

عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ قَالَ جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ... وَفِيْهِ يَا وَائِلُ بْنَ حُجْرٍ اِذَا صَلَّيْتَ فَاجْعَلْ يَدَيْكَ حِذَاءَ اُذُنَيْكَ وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ ثَدْيَيْهَا.

---

৩৫৩. আবু দাউদ, কিতাবুল মারাছিল, হা-৮০
৩৫৪. বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, খ-২, পৃ. ২২৩

'ওয়াইল ইবনু হুজর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) এর কাছে হাজির হলাম, তখন তিনি বললেন,..... এর মাঝে এটাও বললেন, হে ওয়াইল বিন হুজর! যখন তুমি নামায শুরু করবে তখন কান বরাবর হাত উঠাবে। আর মহিলারা বুক বরাবর হাত উঠাবে'।[৩৫৫]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِزْ وَلْتَلْصَقْ فَخِذَيْهَا بِبَطْنِهَا.

'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- মহিলা যখন সাজদাহ করবে তখন যেন খুব জড়সড় হয়ে সাজদাহ করে এবং উভয় উরু পেটের সাথে মিলিয়ে রাখে'।[৩৫৬]

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اِنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاةِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ: تَجْتَمِعُ وَتَحْتَفِزُ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) কে জিজ্ঞেস করা হলো- মহিলা কিভাবে নামায পড়বে? তিনি বললেন- খুব জড়সড় হয়ে, অঙ্গের সাথে অঙ্গ মিলিয়ে'।[৩৫৭]*

عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِرْجِعُوْا اِلٰى اَهْلِيْكُمْ فَعَلِّمُوْهُمْ وَمُرُوْهُمْ وَصَلُّوْا كَمَا رَأَيْتُمُوْنِيْ اُصَلِّيْ.

'মালেক ইবনু হুয়াইরিছ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) (আমাদেরকে) বলেন- তোমরা তোমাদের পরিবারের নিকট ফিরে যাও। তাদেরকে দীন শিক্ষা দাও। তাদেরকে (দীনি বিষয়ে) নির্দেশনা দাও এবং তোমরা নামায পড়, যেভাবে আমাকে পড়তে দেখেছ'।[৩৫৮]*

---

৩৫৫. তাবারানী, আল মু'জামুল কাবীর, খ-১৯, পৃ. ২০

৩৫৬. ইবনু আবু শাইবাহ, আল মুছান্নাফ, খ-২, পৃ. ৩০৮

৩৫৭. ইবনু আবু শাইবাহ, আল মুছান্নাফ, খ-১, পৃ.৩০২

* উপরোক্ত হাদীছগুলো দ্বারা দলীল প্রদান করে একদল আলিম নারী ও পুরুষের নামাযে কিছু পার্থক্য রয়েছে মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন। তবে এ পার্থক্যগুলো মোটেও ফরয ও ওয়াজিবের ক্ষেত্রে নয়। বরং ২/৩টি মুস্তাহাব পর্যায়ের আমলের ক্ষেত্রে। উল্লেখ্য যে, নারী পুরুষ সকলের জন্য সাজদাহ করার সময় বাহুদ্বয় মাটির সাথে মিশিয়ে রাখা নিষিদ্ধ।

৩৫৮. বুখারী, আস সহীহ, হা-৬০০৮

* এ হাদীছকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে একদল আলিম বলেন- পুরুষ ও নারীর নামাযের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। কেননা রাসূল (সা.) থেকে নারী-পুরুষের নামাযের পার্থক্যের ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়নি। রাসূল (সা.) এর স্ত্রীগণ তাঁর সম্মুখেই হাজার হাজার ওয়াক্ত নামায আদায় করেছেন- কিন্তু উম্মুহাতুল মু'মিনীন থেকে এ প্রসঙ্গে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। নামাযের মত নিত্যদিন আমল করা একটি শ্রেষ্ঠ ফরয ইবাদাতের বিষয়ে নারী-পুরুষের পার্থক্যের ব্যাপারে রাসূল (সা.) থেকে কোন সহীহ হাদীছ যেখানে নেই, সেখানে গাইরে সহীহ হাদীছের ভিত্তিতে এ পার্থক্য কতটুকু গ্রহণযোগ্য তা ইবাদাতকারীকেই বিবেচনা করতে হবে। পূর্বে উল্লেখিত ইয়াযীদ ইবনু আবি হাবীব থেকে বর্ণিত হাদীছ মুরসাল হওয়ার কারণে এটি সহীহ মানে উন্নীত হয়নি। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীছ উল্লেখ করে ইমাম বায়হাকী (রহ.) নিজেই হাদীছটিকে জঈফ বলেছেন–

قَالَ اَبُوْ اَحْمَدُ اَبُوْ مُطِيْعٍ بَيِّنُ الضُّعْفِ فِيْ اَحَادِيْثِهِ وَعَامَّةِ مَا يَرْوِيْهِ لَا يُتَابِعُ عَلَيْهِ وَقَدْ ضَعَّفَهُ يَحْيٰى بْنُ مُعِيْنٍ وَغَيْرُهُ وَكَذٰلِكَ عَطَاءُ بْنُ عَجْلَانَ ضَعِيْفٌ.

(সুনানুল কুবরা, হা-৩৩২৪)

অনুরূপভাবে ওয়াইল ইবুন হুজর কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটিও জঈফ। এর সনদে মায়মুনাহ বিনেত হুজর এবং উম্মু ইয়াহইয়া বিনতে আব্দুল জাব্বার নামে দু'জন মাজহুল রাবী রয়েছেন। (সিলসিলা জঈফাহ, হা-৫৫০০)

এ জন্য নাছির উদ্দিন আলবানী (রহ.) বলেছেন-

وَلَا اَعْلَمُ حَدِيْثًا صَحِيْحًا فِى التَّفْرِيْقِ بَيْنَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَصَلَاةِ الْمَرْأَةِ وَاِنَّمَا هُوَ الرَّأْىُ وَالْاِجْتِهَادُ.

'পুরুষ ও মহিলার নামাযের পার্থক্য সম্পর্কে আমি কোন সহীহ হাদীছ জানতে পারিনি। এটা ব্যক্তির রায় ও ইজতিহাদ মাত্র।' (সিলাসিলা জঈফাহ, হা-৫৫০০-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)।

উল্লেখ্য যে, মহিলাগণ বুকের উপর পুরুষগণ নাভীর নীচে হাত বাঁধবে এ জাতীয় ভিন্নতার কোন দুর্বল হাদীছও খুঁজে পাওয়া যায় না।

তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের নামাযে ভিন্নতা রয়েছে। যেমন– (১) মহিলা মহিলাদের ইমাম হলে- প্রথম কাতারের মাঝ বরাবর দাঁড়াবে। (সুনানুল কুবরা, হা-৫৫৬৩)।

(২) প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলা পুরো শরীর ঢেকে নামায পড়তে হবে। (আবু দাউদ, হা-৬৪১)।

(৩) ইমামের ভুল হলে মহিলাগণ সুবহানাল্লাহ না বলে হাতের উপর হাত মেরে আওয়াজ করবে। (বুখারী, হা-১২০৩)।

মাসজিদে প্রবেশ করে সরাসরি বসা যাবে কি-না?

عَنْ اَبِیْ قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتّٰى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ.

'আবু কাতাদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ মাসজিদে প্রবেশ করবে, তখন দু'রাক'আত না পড়ে বসবে না'।[৩৫৯]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ دَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ اَصَلَّيْتَ قَالَ لَا. قَالَ: قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ.

'জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি (জুমু'আর দিন) মাসজিদে প্রবেশ করলো, তখন রাসূল (সা.) খুৎবাহ দিচ্ছিলেন। অতপর রাসূল (সা.) তাকে লক্ষ্য করে বললেন- তুমি কি নামায পড়েছ? সে বললো- না। তিনি বললেন- দাঁড়াও। দু'রাক'আত পড়ে নাও'।[৩৬০]*

---

(৪) মহিলাগণ আযান ও ইকামাত দিবে না।

উল্লেখ্য যে, যারা নারী-পুরুষের নামাযে পার্থক্য আছে বলে বক্তব্য প্রদান করেন, তারাও এটিকে মামুলি পার্থক্য মনে করেন।

তাই তো আতা ইবনু আবু রাবাহ বলেন- اِنَّ لِلْمَرْاَةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرَّجُلِ وَاِنْ تَرَكَتْ ذٰلِكَ فَلَا حَرَجَ

'মহিলাদের নামাযের পদ্ধতি পুরুষ থেকে ভিন্ন। তবে এমন না করলেও অসুবিধা নেই'। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবাহ, খ-১, পৃ. ২৭০)

৩৫৯. বুখারী, আস সহীহ, হা-১১৬৩; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭১৪

৩৬০. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৮৭৫

* মাসজিদে প্রবেশ করার পর দু'রাক'আত তাহিয়্যাতুল মাসজিদ নামায পড়ার গুরুত্ব সম্বলিত এমন চমৎকার সহীহ হাদীছ থাকার পরও আমাদের দেশে এ নামাযের ব্যাপারে চরম উদাসিনতা লক্ষণীয়। খুৎবাহ চলাকালে রাসূল (সা.) এক ব্যক্তিকে দাঁড় করিয়ে দু'রাক'আত নামায পড়ালেন- অথচ আমাদের দেশে জুমু'আর দিন কোন কোন খতিব সাহেব বলেন- এখন বসুন, পরে সুন্নাতের সময় দেয়া হবে। 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' নামক দু'রাক'আত নামায যে আছে, অনেক মুসল্লি তা জানেও না। ওলামাগণ যদি দ্বীনের পাহারাদারী না করে, কে আর পাহারাদারী করবে? নফল-মুস্তাহাব বিষয় নিয়ে

বিতর নামাযের গুরুত্ব ও ফযীলত

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَا اَهْلَ الْقُرْاٰنِ اَوْتِرُوْا فَاِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ.

'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, হে কুরআনের ধারকগণ! তোমরা বিতর নামায আদায় করো। কেননা আল্লাহ বেজোড়, তিনি বেজোড়কে ভালবাসেন'।[৩৬১]

عَنْ اَبِی الْوَلِيْدِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ اِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ قَدْ اَمَرَكُمْ بِصَلَاةٍ وَهِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ وَهِيَ الْوِتْرُ فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيْمَا بَيْنَ الْعِشَاءِ اِلٰى طُلُوْعِ الْفَجْرِ.

ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা করা হলেও এ গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাহ কর্মটি চরমভাবে উপেক্ষিত। তা নিয়ে মাসজিদগুলোতে আলোচনা হয় খুব কম। যা খুবই দুঃখজনক।

মাসজিদে প্রবেশ করে কমপক্ষে ২/৪ রাক'আত যে কোন ধরনের নামায- ফরয, সুন্নাত বা নফল পড়ার পর বসতে হবে। মাসজিদে প্রবেশ করে সরাসরি বসতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে নামাযের নিষিদ্ধ সময়ের ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। নিষিদ্ধ সময়েও 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' পড়তে হবে- এ মর্মে আলাদা কোন হাদীছ নেই। আবার নিষিদ্ধ সময়ে এ নামায পড়া যাবে না, এ মর্মেও আলাদা কোন হাদীছ নেই। তাই একদল আলিম মুত্বলাক নির্দেশ لايجلس (বসবে না) এর অনুসরণ করে বলেন- নিষিদ্ধ সময় (সূর্য উঠার সময়, মাথা বরাবর ও ডুবার সময়) এমনকি আসরের পর, ফজরের পর ইত্যাদি সময়েও যদি কেউ মাসজিদে প্রবেশ করে বসতে চায় তাকেও দু'রাক'আত পড়ে বসতে হবে।

আরেকদল আলিম বলেন- যেখানে দিনের নির্ধারিত কিছু সময়ে ফরয নামাযও পড়তে বারণ করা আছে, সেখানে ঐ সময়ে সুন্নাত বা নফল পড়া হবে কিভাবে? আসরের পর সূর্যাস্ত পর্যন্ত নফল নামায নেই। সুবহে সাদিকের পর সূর্যোদয় পর্যন্ত ফজরের দু'রাক'আত সুন্নাত ব্যতীত অন্য কোন সুন্নাত বা নফল নামায নেই।

তাই মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মতের আলোকে আমল প্রযোজ্য। কিন্তু নিষিদ্ধ সময় নয়, মাকরূহ সময়ও নয়, তার পরও মাসজিদে প্রবেশ করে 'তাহিয়্যাতুল মাসজিদ' না পড়ে বসে যাওয়া নিঃসন্দেহে রাসূল (সা.) এর নির্দেশের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

৩৬১. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১৪১৬

'আবুল ওয়ালিদ আল আদাবি (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাদের কাছে এসে বললেন, মহা মহীয়ান আল্লাহ তোমাদেরকে একটি অতিরিক্ত নামায দিয়েছেন, সেটা তোমাদের জন্য লাল উটের চেয়েও উত্তম। তা হলো বিতর। এ নামায আদায়ের সময় হচ্ছে ইশার নামাযের পর থেকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত'।[৩৬২]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا اَلْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُوْتِرْ فَلَيْسَ مِنَّا.

'আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদার সূত্রে তার পিতা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.)কে বলতে শুনেছি : বিতর নামায সত্য, যে ব্যক্তি বিতর নামায আদায় করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়। বিতর নামায সত্য, যে ব্যক্তি বিতর নামায আদায় করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়। বিতর নামায সত্য, যে ব্যক্তি বিতর নামায আদায় করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়'।[৩৬৩]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اَلْوِتْرُ لَيْسَ بِحَتْمٍ كَهَيْئَةِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوْبَةِ وَلٰكِنْ سُنَّةٌ سَنَّهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, বিতরের নামায ফরয নামাযের মত আবশ্যক নামায নয়। বরং এটা রাসূলুল্লাহ (সা.) এর সুপ্রতিষ্ঠিত সুন্নাত নামায'।[৩৬৪]

বিতর নামাযের প্রথম ও শেষ ওয়াক্ত

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اجْعَلُوْا اٰخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا.

৩৬২. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১৪১৮
৩৬৩. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১৪১৯
৩৬৪. তিরমিযী, আস সুনান, হা-৪২৭

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন, তোমরা বিতরের নামাযকে রাতের শেষ নামায হিসেবে নির্ধারণ কর'।[৩৬৫]

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُلَّ اللَّيْلِ اَوْتَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَانْتَهٰى وِتْرُهُ اِلَى السَّحَرِ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) প্রতি রাতেই বিতরের নামায পড়তেন এবং সেহরীর সময়ে তার বিতর সমাপ্ত হতো'।[৩৬৬]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَنِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ اُوْتِرَ قَبْلَ اَنْ اَنَامَ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আমাকে ঘুমানোর পূর্বে বিতর পড়ার নির্দেশ দিয়েছেন'।[৩৬৭]

عَنْ مَسْرُوْقٍ اَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ وِتْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ قَدْ اَوْتَرَ اَوَّلَهُ وَاَوْسَطَهُ وَاٰخِرَهُ فَانْتَهٰى وِتْرُهُ حِيْنَ مَاتَ فِيْ وَجْهِ السَّحَرِ.

'মাসরূক (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা.) কে নবী (সা.) এর বিতর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, তিনি প্রত্যেক রাতেই বিতর পড়েছেন। হয় রাতের প্রথম ভাগে অথবা মধ্য ভাগে অথবা শেষ ভাগে। মৃত্যুর পূর্বে তিনি বিতর ভোর রাত পর্যন্ত পৌছিয়েছেন'।[৩৬৮]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ بَادِرُوْا الصُّبْحَ بِالْوِتْرِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন : ভোর হওয়ার পূর্বেই বিতর আদায় কর'।[৩৬৯]

৩৬৫. বুখারী, আস সহীহ, হা-৯৩৯
৩৬৬. বুখারী, আস সহীহ, হা-৯৩৭
৩৬৭. তিরমিযী, আস সুনান, হা-৩৩৪
৩৬৮. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৬১৪
৩৬৯. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৬২০

عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ اَيُّكُمْ خَافَ اَنْ لَا يَقُوْمَ مِنْ اٰخِرِ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ ثُمَّ لِيَرْقُدْ وَمَنْ وَثِقَ بِقِيَامٍ مِنَ اللَّيْلِ فَلْيُوْتِرْ مِنْ اٰخِرِهٖ فَاِنَّ قِرَاءَةَ اٰخِرِ اللَّيْلِ مَحْضُوْرَةٌ وَذٰلِكَ اَفْضَلُ.

'জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা.) কে বলতে শুনেছি, তোমাদের কেউ যদি শেষ রাতে জাগতে পারবে না মর্মে আশংকা করে, তাহলে বিতরের নামায আদায় করে ঘুমাবে। আর যার শেষ রাতে জাগতে পারার আত্মবিশ্বাস বা নিশ্চয়তা আছে, সে শেষ রাতে বিতর আদায় করবে। কেননা শেষ রাতের কুরআন পাঠে ফেরেশতা উপস্থিত থাকে। আর এটা সর্বাপেক্ষা উত্তমও বটে'।[৩৭০]

বিতর নামায কত রাক'আত?

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ صَلٰوةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى فَاِذَا اَرَدْتَ اَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوْتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, রাতের নামায দু' দু' (রাক'আত) করে। **আর যখন তুমি নামায থেকে অবসর নিতে চাইবে তখন এক রাক'আত পড়বে**। এতে করে তোমার আদায়কৃত নামায বিতরের নামায হবে'।[৩৭১]

عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ.

'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) তিন রাক'আত **বিতরের নামায পড়তেন**'।[৩৭২]

---

৩৭০. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৬৪৫
৩৭১. বুখারী, আস সহীহ, হা-৯৩৪; মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৬১৫
৩৭২. তিরমিযী, আস সুনান, হা-৪৩২

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشَرَةَ رَكْعَةً يُوْتِرُ مِنْ ذٰلِكَ بِخَمْسٍ لَا يَجْلِسُ فِيْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ اِلَّا فِيْ اٰخِرِهِنَّ فَاِذَا اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَامَ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ خَفِيْفَتَيْنِ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) এর রাতের নামাযের সংখ্যা ছিল তের রাক'আত। **এর মধ্যে পাঁচ রাক'আত তিনি বিতর পড়তেন**। এ পাঁচ রাক'আত পড়া শেষ করেই তিনি বসতেন। মুয়াযযিন আযান দিলে তিনি উঠে সংক্ষেপে দুই রাক'আত নামায পড়তেন'।[৩৭৩]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِيْ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ بِكَمْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ قَالَتْ كَانَ يُوْتِرُ بِاَرْبَعٍ وَثَلَاثٍ وَسِتٍّ وَثَلَاثٍ وَثَمَانٍ وَثَلَاثٍ وَعَشْرٍ وَثَلَاثٍ وَلَمْ يَكُنْ يُوْتِرُ بِاَنْقَصَ مِنْ سَبْعٍ وَلَا بِاَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَ عَشَرَةَ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আবু কায়িস (রহ.) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা.) কে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর বিতর নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, **তিনি চার এবং তিন, ছয় এবং তিন, আট এবং তিন দশ এবং তিন বিতর পড়তেন। সাত এর নিচে এবং তের এর উপরে তিনি বিতর পড়তেন না**'।[৩৭৪]

عَنْ اَبِيْ اَيُّوْبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْوِتْرُ حَقٌّ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُوْتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُوْتِرَ بِثَلَاثٍ فَلْيَفْعَلْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يُوْتِرَ بِوَاحِدَةٍ فَلْيَفْعَلْ.

---

৩৭৩. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৫৯৭; তিরমিযী, আস সুনান, হা-৪৩১
৩৭৪. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১৩৬২

'আবু আইয়ূব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : প্রত্যেক মুসলিমের উপর বিতর নামায অপরিহার্য। **সুতরাং কেউ ইচ্ছে হলে পাঁচ রাক'আত আদায় করবে। কেউ তিন রাক'আত আদায় করতে চাইলে সে তাই করবে এবং কেউ এক রাক'আত বিতর নামায আদায় করতে চাইলে সে এক রাক'আত আদায় করবে'**।[৩৭৫]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ مِنَ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى وَيُوْتِرُ بِرَكْعَةٍ. وَقَالَ اَيْضًا فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَاَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) রাত্রে **দুই দুই রাক'আত করে নামায আদায় করতেন এবং এক রাক'আত বিতর পড়তেন'**। রাসূল (সা.) আরে বলেন, **যখন তুমি ভোর হওয়ার আশংকা করবে, তখন বিতর এক রাক'আত পড়বে**।[৩৭৬*]

দু'আ কুনূত কখন পড়তে হবে, রুকুর আগে না-কি পরে?

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ قَالَ سُئِلَ اَنَسُ ابْنُ مَالِكٍ اَقَنَتَ النَّبِيُّ ﷺ فِى الصُّبْحِ قَالَ نَعَمْ فَقِيْلَ اَوَ قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوْعِ قَالَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ يَسِيْرًا.

---

৩৭৫. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১৪২২

৩৭৬. বুখারী, আস সহীহ, হা-৯৯৫, মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৪৯

* এ হাদীছ থেকে বুঝা যায়, রাসূল (সা.) রাতে দুই রাক'আত করে নামায পড়তে পড়তে এক পর্যায়ে আলাদা করে আরো এক রাক'আত নামায পড়তেন। আর এ এক রাক'আতই বিরত হিসেবে সাব্যস্ত হতো। তিনি বিতরের পূর্বে কোন নফল নামায না পড়ে বিচ্ছিন্নভাবে শুধু এক রাক'আত বিতর পড়তেন- এ মর্মে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে এক সাথে তিন রাক'আত বিতর পড়তেন এমন অনেকগুলো বর্ণনা পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে কতিপয় হাদীছ "বিতর পড়ার নিয়ম" অংশে উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

'মুহাম্মদ ইবনু সীরীন (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনাস ইবনু মালেককে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ফজরের নামাযে নবী (সা.) কুনূত পড়েছিলেন কি? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ। তাঁকে আবার প্রশ্ন করা হল, তিনি কি রুকূর পূর্বে কুনূত পড়েছেন? তিনি জবাব দিলেন- **কিছুদিন পর্যন্ত রুকুর পরে পড়তেন'**।[৩৭৭*]

عَنْ عَاصِمٍ قَالَ سَأَلْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْقُنُوْتِ فَقَالَ قَدْ كَانَ الْقُنُوْتُ قُلْتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ اَوْ بَعْدَهُ قَالَ قَبْلَهُ.

'আছেম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালেককে কুনূত সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি জবাব দিলেন, কুনূত অবশ্যই পড়া হত। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কি রুকূর আগে, না পরে? **তিনি জবাব দিলেন রুকুর আগে'**।[৩৭৮]

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ اِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ.

'ওবাইদ ইবনু উমাইর (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, **ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) রুকু করার পর দু'আ কুনূত পড়তেন'**।[৩৭৯]

عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ.

'উবাই বিন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, **রাসূল (সা.) রুকুতে যাওয়ার পূর্বে দু'আ কুনূত পড়তেন'**।[৩৮০]

---

৩৭৭. বুখারী, আস সহীহ, হা-৯৪২

* ফজরের নামাযে রাসূল (সা.) কিছুদিন কুনূতে নাযেলা পড়েছিলেন। বীরে মাউনার ঘটনায় কাফেরগণ ৭০ জন সাহাবাকে ধোঁকা দিয়ে শহীদ করেছিল। রাসূল (সা.) তখন ঐ কাফেরদের উপর নামাযে কুনূত পড়ে বদ দু'আ করেছিলেন। কোন মুসলমান মাযলূম হলে এখনো তা করতে পারে। তবে প্রতিনিয়ত কুনূতে নাযেলা পড়া সুন্নাহ'র পরিপন্থী।

৩৭৮. বুখারী, আস সহীহ, হা-৯৪০

৩৭৯. বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, খ-২, পৃ. ২১১

৩৮০. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, হা-৪২৬

দু'আ কুনূত কী কী?

عَنْ حَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ عَلَّمَنِىْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَلِمَاتٍ اَقُوْلُهُنَّ فِى الْوِتْرِ قَالَ ابْنُ جَوَّاسٍ فِىْ قُنُوْتِ الْوِتْرِ اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ فِيْمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِىْ فِيْمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِىْ فِيْمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا اَعْطَيْتَ وَقِنِىْ شَرَّ مَا قَضَيْتَ اِنَّكَ تَقْضِىْ وَلَا يُقْضٰى عَلَيْكَ وَاِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

'হাসান ইবনু আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূল (সা.) আমাকে এমন কতিপয় বাক্য শিখিয়েছেন, যেগুলো আমি বিতর নামাযে পড়ে থাকি। ইবনু জাওয়াছ বলেন- বিতরের কুনূতে পড়ে থাকি। (সে বাক্যগুলো হলো) 'হে আল্লাহ! আমাকে হিদায়াত দান করো, যাদের তুমি হিদায়াত দান করেছেন তাদের অন্তর্ভুক্ত করে। আমাকে ক্ষমা করো, যাদের তুমি ক্ষমা করেছ তাদের অন্তর্ভুক্ত করে। আমাকে বন্ধু বানিয়ে নাও, যাদেরকে বন্ধুত্ব দিয়েছো তাদের অন্তর্ভুক্ত করে। সমৃদ্ধি দাও, তার মাঝে যা তুমি আমাকে দিয়েছো। অকল্যাণকর যে সিদ্ধান্ত তুমি নিয়েছ, তা থেকে আমাকে বাঁচিয়ে দাও। তুমিই তো ফয়সালাকারী, তোমার উপর তো কেউ ফয়সালা চাপিয়ে দিতে পারে না। তুমি যাকে বন্ধুত্ব দিয়েছ, তাঁকে কেউ লাঞ্ছিত করতে পারে না। তুমি যার সাথে শত্রুতা করো, তাকে কেউ সম্মানিত করতে পারে না। হে আমাদের রব! তুমি বরকতময় ও মহাসম্মানী'।[৩৮১]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ السُّلَمِىِّ قَالَ عَلَّمَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ اَنْ نَقْرَاَ فِى الْقُنُوْتِ. اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِىْ

৩৮১. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১৪২৫

عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ. اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّىْ وَنَسْجُدُ وَاِلَيْكَ نَسْعٰى وَنَحْفِدُ وَنَرْجُوْ رَحْمَتَكَ وَنَخْشٰى عَذَابَكَ اِنَّ عَذَابَكَ الْجِدَّ بِالْكُفَّارِ مُلْحِقٌ.

'আব্দুর রহমান আছ ছুলামী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- দু'আয়ে কুনূতে পড়ার জন্য ইবনু মাসউদ (রা.) আমাদের শিখিয়েছেন– 'হে আল্লাহ! নিশ্চয়ই আমরা তোমার সাহায্য কামনা করি এবং তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি এবং তোমার উপর বিশ্বাস স্থাপন করি এবং তোমার উপর ভরসা করি এবং তোমার উত্তমতার প্রশংসা করি, তোমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি এবং তোমার অকৃতজ্ঞ হইনা এবং যারা তোমার অবাধ্যতা করে তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করি। হে আল্লাহ! আমরা তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমার জন্য নামায পড়ি এবং তোমাকেই সাজদাহ করি, আর প্রচেষ্টাও তোমার কেন্দ্রিক। তোমার রহমতের প্রত্যাশা করি এবং তোমার আযাবকে ভয় করি এবং (জানি) নিশ্চয়ই তোমার চূড়ান্ত শাস্তি কাফিরদের জন্য অবধারিত'।[৩৮২*]

বিতর নামায পড়ার নিয়মসমূহ

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُدُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। তিনি শেষ রাক'আত ব্যতীত বসতেন না'।[৩৮৩]

৩৮২. আব্দুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ, হা-৪৯৬৯

* দু'আ কুনূত হিসেবে শুধু এ দু'টি দু'আ নির্দিষ্ট নয়; বরং আরো ভিন্ন ভিন্ন দু'আ হাদীছে পাওয়া যায়। যে কোন একটি মাছনূন দু'আ পড়লেই দায়িত্ব আদায় হয়ে যাবে। যদি কেউ একই বিতরের কুনূতে একাধিক দু'আও পড়তে চায় সে সুযোগও রয়েছে।

৩৮৩. বায়হাকী, আস সুনান, হা-৪৮০৩

عَنْ اِبْنِ طَاؤُوْسٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَقْعُدُ بَيْنَهُنَّ.

'ইবনু তাউছ তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল (সা.) তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। মাঝে বসতেন না'।[৩৮৪]

عَنْ عَطَاءٍ اَنَّهُ كَانَ يُوْتِرُ بِثَلَاثٍ لَا يَجْلِسُ فِيْهِنَّ وَلَا يَتَشَهَّدُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ.

'আত্বা থেকে বর্ণিত। তিনি তিন রাক'আত বিতর পড়তেন এর মাঝে বসতেন না এবং শেষ রাক'আত ব্যতীত তাশাহহুদ পড়তেন না'।[৩৮৫]*

عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ قَالَ كَانُوْا يَسْتَحِبُّوْنَ اَنْ يَقْرَأَ اَحَدُهُمْ فِى الرَّكْعَةِ الْاُوْلٰى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى وَفِى الثَّانِيَةِ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ثُمَّ يَتَشَهَّدُ وَيَنْهَضُ ثُمَّ يَقْرَأُ فِى الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ.

'সুফইয়ান আছ ছাউরী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাঁরা (তাবেঈগণ) তিন রাক'আত বিতরের প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফিরূন পড়াকে পছন্দ করতেন। তারপর বসে তাশাহহুদ পড়ে আবার উঠে দাঁড়াতেন এবং তৃতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাস পড়তেন'।[৩৮৬]*

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَلْوِتْرُ ثَلَاثٌ كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ وِتْرَ النَّهَارِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) বলেন, দিনের বিতর মাগরিব এর মত রাতের বিতরও তিন রাক'আত'।[৩৮৭]

---

৩৮৪. আব্দুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ, হা-৪৬৬৯

৩৮৫. হাকেম, আল মুসতাদরিক, হা-১১৪২

* এ হাদীছগুলো দ্বারা বুঝা যায়, তিন রাক'আত বিতর শুধু শেষ রাক'আতে বৈঠক দ্বারা সমাপ্ত করা যাবে। দ্বিতীয় রাক'আতের পর বৈঠকের প্রয়োজন নেই।

৩৮৬. মারওয়াজী, সালাতুল বিতর, পৃ.-২৭৯; ইবনু হাজর, নাতাইযুল আফকার, খ-২, পৃ. ১১৪

* এ হাদীছ দু'রাক'আত পর তাশাহহুদ পড়ার কথা উল্লেখ রয়েছে।

৩৮৭. ইবনু আবি শাইবাহ, আল মুসান্নাফ, হা-৬৭৭৯

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَلْوِتْرُ كَصَلَاةِ الْمَغْرِبِ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিতর নামায মাগরিবেরই অনুরূপ'।[৩৮৮]

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْتِرُ بِخَمْسٍ وَلَا يَجْلِسُ اِلَّا فِىْ اٰخِرِهِنَّ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) পাঁচ রাক'আত বিতর পড়তেন। কিন্তু তিনি শেষ রাক'আত ব্যতীত বসতেন না'।[৩৮৯]*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اِذَا صَلَّى الْعِشَاءَ دَخَلَ الْمَنْزِلَ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى بَعْدَهُمَا رَكْعَتَيْنِ اَطْوَلَ مِنْهُمَا ثُمَّ اَوْتَرَ بِثَلَاثٍ لَا يَفْصُلُ فِيْهِنَّ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) ইশার নামায শেষে ঘরে প্রবেশ করে দুই রাক'আত নামায পড়তেন। অতপর আরো দুই রাক'আত নামায পড়তেন যা পূর্বাপেক্ষা দীর্ঘ হতে। তারপর তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। তাতে মাঝে পৃথক করতেন না (সালাম ফিরাতেন না)'।[৩৯০]*

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِىْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ التَّحِيَّةُ.

---

৩৮৮. মুহাম্মাদ, মুয়াত্তা, পৃ. ১৫০

৩৮৯. নাসাঈ, আস সুনান, হা-৯৯১

* এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, শুধু এক বৈঠকে পাঁচ রাক'আত বিতর পড়ার সুযোগও রয়েছে।

৩৯০. আহমাদ, আল মুসনাদ, হা-২৫২২৩

* এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, রাসূল (সা.) এক সাথে তিন রাক'আত বিতর পড়তেন। অর্থাৎ দু'রাক'আত পড়ে সালাম ফিরাতেন না। বিতরের নামায তিন রাক'আত এ প্রসঙ্গে ইবনু আব্বাস, ইবনু ওমর, উবাই বিন কাব, আব্দুর রহমান ইবনু আবযা (রা.) সহ আরো অন্যান্য সাহাবী থেকে বর্ণিত অসংখ্য হাদীছ রয়েছে। যেমন– সহীহ বুখারী, হা-১১৪৭, সহীহ মুসলিম, হা-৭৩৮ সুনানু আবূ দাউদ, হা-১৩৬২, সুনানু নাসাঈ, হা-১৪২৭; সুনানুত তিরমিযী, হা-৪৬২)

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলতেন- **নামাযের প্রতি দু'রাক'আতেই একবার আত্তাহিয়্যাতু পড়তে হবে'।**[৩৯১*]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَرْسَلْتُ اُمِّيْ لَيْلَةً لِتَبِيْتَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ لِتَنْظُرَ كَيْفَ يُوْتِرُ فَبَاتَتْ عِنْدَهُ فَصَلَّى مَا شَاءَ اللهُ اَنْ يُصَلِّيَ حَتّٰى اِذَا كَانَ اٰخِرُ اللَّيْلِ وَاَرَادَ الْوِتْرَ قَرَأَ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْاَعْلٰى فِي الْاُوْلٰى وَقَرَأَ فِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ثُمَّ قَعَدَ ثُمَّ قَامَ وَلَمْ يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا بِسَلَامٍ ثُمَّ قَرَأَ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ كَبَّرَ ثُمَّ قَنَتَ فَدَعَا مَا شَاءَ اللهُ اَنْ يَدْعُوَ ثُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি এক রাতে আমার মাকে রাসূল (সা.)-এর বিতর নামায পড়ার নিয়ম দেখার জন্য তাঁর কাছে পাঠালাম। তিনি সে রাত রাসূল (সা.)-এর ঘরে কাটালেন। রাসূল (সা.) রাতে আল্লাহর তাওফীকের আলোকে কিছু নামায পড়লেন। যখন রাতের শেষ অংশ আগমন করলো- তিনি (সা.) বিতর পড়ার মনস্থ করলেন। প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফেরুন পড়লেন। অতপর বসলেন। তারপর আবার দাঁড়ালেন। সালাম ফিরানোর মাধ্যমে তার মাঝে কোন বিচ্ছিন্নতা তৈরী না করে তৃতীয় রাক'আতে সূরা এখলাস পড়লেন। কিরা'আত শেষ করে তাকবীর বলে আল্লাহর তাওফীক অনুযায়ী কুনূতের দু'আ পড়লেন। অতপর তাকবীর বললেন এবং রুকু করলেন।[৩৯২]

---

৩৯১. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১১৩৮

* এ হাদীছকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে একদল আলিম বলেন- বিতর নামাযেও দু'রাক'আত পড়ার পর আত্তাহিয়্যাতু পড়ে পরবর্তী এক রাক'আত সমাপ্ত করতে হবে।

৩৯২. ইবনুল হাজর আল আসকালানী, ইসাবা, খ-৪, পৃ. ৪৭৪

দু'আ কুনূতের আগে তাকবীর বলা এবং হাত উত্তোলন করা

عَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ كَانَ عَبْدُ اللهِ لَا يَقْنُتُ اِلَّا فِي الْوِتْرِ وَكَانَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوْعِ يُكَبِّرُ اِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَتِهِ حِيْنَ يَقْنُتُ.

'মাসরুক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) শুধু বিতর নামাযেই কুনূত পড়তেন। আর তা পড়তেন রুকুর পূর্বে। কিরাআত সমাপ্ত করার পর **তাকবীর বলে কুনূত শুরু করতেন'।**[৩৯৩]

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ كَانَ يَقْنُتُ فِي الْوِتْرِ وَكَانَ اِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ قَنَتَ.

'ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বিতর নামাযে কুনূত পড়তেন। আর তিনি যখন কিরাআত শেষ করতেন, **তখন তাকবীর দিতেন এবং দুই হাত তুলতেন। অতপর কুনূত পড়তেন'।**[৩৯৪]

দু'আ কুনূতে দু'হাত উত্তোলন করে দু'আ করা

عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَنَتَ بَعْدَ الرُّكُوْعِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَجَهَرَ بِالدُّعَاءِ.

'আবু রাফেঈ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ওমর (রা.) এর পিছনে নামায পড়েছি। **তিনি রুকুর পর কুনূত পড়তেন এবং দু'হাত তুলে সশব্দে দু'আ পড়তেন'।**[৩৯৫]

---

৩৯৩. ইবনু আবি শাইবাহ, আস মুসান্নাফ, হা-৭০২১

৩৯৪. আব্দুর রাজ্জাক, আল মুসান্নিফ, হা-৫০০১

৩৯৫. বায়হাকী, আস সুনানুল কুবরা, খ-২, পৃ. ২১২

বিতর নামায কাযা আদায় করার পদ্ধতি

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ نَامَ عَنْ وِتْرِهِ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّهِ اِذَا ذَكَرَهُ.

'আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে থাকবে অথবা বিতরের কথা ভুলে যাবে, সে যেন **স্মরণ হলে তা পড়ে নেয়'**।[৩৯৬]*

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ نَامَ عَنِ الْوِتْرِ اَوْ نَسِيَهُ فَلْيُصَلِّ اِذَا اَصْبَحَ اَوْ ذَكَرَهُ.

'আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন- যে ব্যক্তি বিতর না পড়ে ঘুমিয়ে যায় বা ভুলে যায়, **সে যেন ভোরে অথবা যখনই স্মরণ হয় তা পড়ে নেয়'**।[৩৯৭]*

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ اَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشَرَةَ رَكْعَةً.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) ঘুমের ঘোরে অথবা অসুস্থতার দরুন যখন কিয়ামুল লাইল করতে পারতেন না, **তখন তিনি দিনের বেলায় বারো রাক'আত নামায পড়ে নিতেন'**।[৩৯৮]*

---

৩৯৬. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১৪৩১

* এ হাদীছে স্মরণ হলেই পড়তে বলা হয়েছে। নির্দিষ্ট কোন সময়ের শর্তারোপ করা হয়নি। বিতরের ব্যতিক্রম কোন সূরতও এ হাদীছে বর্ণনা করা হয়নি। বরং বিতর কাযা হয়েছে, তাই বিতরের নিয়মেই বিতর পড়ে নিতে হবে।

৩৯৭. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-৯৮৪

* এ হাদীছে ভোর বেলায় অথবা যখনই স্মরণ হয় তখনই পড়তে বলা হয়েছে। কাযা নামাযের এটাই চিরাচরিত নিয়ম যে, স্মরণ হওয়ার পর বা ঘুম থেকে জেগে উঠার পর আদায় করতে দেরি করা যাবে না। যত দ্রুত সম্ভব আদায় করে নিতে হবে।

৩৯৮. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৪৬

বিতর নামায শেষ করে যা পড়তে হয়

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ابْنِ اَبْزٰى قَالَ اِنَّهُ صَلّٰى مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْوِتْرَ فَقَرَأَ فِي الْأُوْلٰى سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَفِي الثَّالِثَةِ قُلْ هُوَ اللهُ اَحَدٌ فَلَمَّا فَرَغَ قَالَ سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوْسِ ثَلَاثًا.

'আব্দুর রহমান ইবনু আব্‌যা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি একদা রাসূল (সা.) এর সাথে বিতর পড়েছেন। তখন রাসূল (সা.) প্রথম রাক'আতে সূরা আ'লা, দ্বিতীয় রাক'আতে সূরা কাফিরূন এবং তৃতীয় রাক'আতে সূরা ইখলাছ পড়েছেন। অতপর যখন তিনি নামায থেকে অবসর হলেন- তখন **তিন বার বললেন- 'সুবহানাল মালিকিল কুদ্দুস'**।[৩৯৯]

সফর অবস্থায় বিতর নামায পড়তে হবে কি-না?

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ فِي السَّفَرِ عَلٰى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُوْمِئُ اِيْمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ اِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوْتِرُ عَلٰى رَاحِلَتِهِ.

'ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) সফরে তার সওয়ারীতে অবস্থান করে সাওয়ারী যেদিকেই ফিরুক না কেন, রাতের নামাযের ইশারার ন্যায় ইশারায় নামায আদায় করতেন। অবশ্য ফরয নামায ব্যতীত। আর তিনি বাহনে থেকেই বিতরের নামায আদায় করতেন'।[৪০০]*

---

* এ হাদীছকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে এক দল আলিম বলেন, বিতর নামায কাযা হলে দিনের বেলায় কাযা করতে হবে। আর দিনের বেলায় রাক'আত বিজোড় সংখ্যায় না পড়ে জোড় সংখ্যায় ২/৪/৬ ইত্যাদি পড়তে হবে। রাসূল (সা.) এর রাতের নামায সাধারণত এগারো রাক'আত ছিল। কোন রাতে তা পড়তে না পারলে দিনের বেলায় ১২ রাক'আত পড়ে নিতেন।

৩৯৯. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১৭৩৩

৪০০. বুখারী, আস সহীহ, হা-৯৪১

অন্যান্য নামাযে দু'আ কুনূত পাঠ করা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ وَاللّٰهِ لَاُقَرِّبَنَّ بِكُمْ صَلَاةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ فَكَانَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ يَقْنُتُ فِي الرَّكْعَةِ الْاٰخِرَةِ مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ وَصَلَاةِ الصُّبْحِ فَيَدْعُوْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَلْعَنُ الْكَافِرِيْنَ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি অব্যশই তোমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সা.) এর নামাযের নিকটবর্তী করবো। রাবী বলেন- আবু হুরায়রা (রা.) যুহর, ইশা এবং ফজরের নামাযের শেষ রাক'আতে দু'আ কুনূত পাঠ করতেন। এতে মুমিনদের জন্য দু'আ এবং কাফিরদের জন্য অভিসম্পাত করতেন'।[৪০১]

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَقْنُتُ فِي الصُّبْحِ وَالْمَغْرِبِ.

'বারা ইবনু আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ফজর এবং মাগরিবের নামাযে কুনূত পড়তেন'।[৪০২]

নামায সংশ্লিষ্ট কতিপয় মৌলিক মাসায়িল

নামাযের ভিতরে এদিক সেদিক তাকানো

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ اِنَّمَا هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ.

---

* এ হাদীছকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে এক দল আলিম বলেন, রাসূল (সা.) সফরের সময়ে তাহাজ্জুদ ও বিতর বাহনে পড়তেন। অথচ কখনো ফরয নামায তিনি বাহনে পড়তেন না। এতেই বুঝায় যায়, যারা বলেন বিতর ওয়াজিব এবং তাহাজ্জুদ রাসূল (সা.) এর জন্য ফরয ছিল তা সঠিক নয়। বরং বিতর ও তাহাজ্জুদ রাসূল (সা.) এর জন্যও সুন্নাত নামাযের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

৪০১. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭৫৩

৪০২. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৪৩৬

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একবার রাসূল (সা.) কে নামাযে এদিক সেদিক তাকানোর বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন : এটা শয়তানের ছোঁ মারা, সে বান্দার নামাযের কিছু অংশ ছোঁ মেরে নিয়ে যায়'।[৪০৩]

عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا يَزَالُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ وَهُوَ فِيْ صَلَاتِهِ مَالَمْ يَلْتَفِتْ فَاِذَا الْتَفَتَ اِنْصَرَفَ عَنْهُ.

'আবু যার গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন- বান্দা যখন এদিক সেদিক না তাকিয়ে একনিষ্ঠভাবে নামাযে রত থাকবে আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ তার দিকে তাকিয়ে থাকেন। যখন সে এদিক সেদিক তাকায় আল্লাহ মুখ ফিরিয়ে নেন'।[৪০৪]

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا قَامَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ اَقْبَلَ اللّٰهُ عَلَيْهِ بِوَجْهِهِ فَاِذَا الْتَفَتَ قَالَ يَا ابْنَ اٰدَمَ اِلٰى مَنْ تَلْتَفِتُ اِلٰى مَنْ هُوَ خَيْرٌ لَكَ مِنِّيْ اَقْبِلْ اِلَيَّ فَاِذَا الْتَفَتَ الثَّانِيَةَ قَالَ مِثْلَ ذٰلِكَ. فَاِذَا الْتَفَتَ الثَّالِثَةَ صَرَفَ اللّٰهُ وَجْهَهُ عَنْهُ.

'জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, যখন কোন ব্যক্তি নামাযে দাঁড়ায় আল্লাহ তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। যখন সে অন্য দিকে তাকায় তখন আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান তুমি কার দিকে তাকাচ্ছ? কে আছে তোমার কাছে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ? আমার দিকে ফিরে আস। তারপর যখন সে দ্বিতীয়বার এটা করে, আল্লাহ আবারো অনুরূপ বলেন। অতপর যখন সে তৃতীয়বার একই কাজ করে, তখন আল্লাহ তার থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেন'।[৪০৫]

---

৪০৩. বুখারী, আস সহীহ, হা-৭০৭

৪০৪. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৯০৯

৪০৫. মুনযিরী, আত তারগীব ওয়াত তারহীব, খ-১, পৃ. ২৫৫

জুতা পায়ে রেখে নামায পড়া

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَلِّيْ يَوْمَ الْفَتْحِ وَوَضَعَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু সায়িব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখেছি মক্কা বিজয়ের দিন নবী (সা.) তাঁর জুতা জোড়া তাঁর বাম পাশে রেখে নামায আদায় করেছেন'।[৪০৬]

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ الْبَصْرِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ فِي النَّعْلَيْنِ قَالَ نَعَمْ.

'সাঈদ ইবনু ইয়াযীদ বসরী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালেক (রা.) কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (সা.) জুতা পরিধান করে নামায আদায় করতেন কি? তিনি বললেন হ্যাঁ'।[৪০৭]

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيْ حَافِيًا وَمُنْتَعِلًا.

'আমর ইবনু শুয়াইব (রা.) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে কখনো খালি পায়ে আবার কখনো জুতা পরে নামায আদায় করতে দেখেছি'।[৪০৮]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَلَمَّا صَلَّى خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ فَخَلَعَ الْقَوْمُ نِعَالَهُمْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ قَالَ مَا لَكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ قَالُوْا رَأَيْنَاكَ خَلَعْتَ فَخَلَعْنَا. قَالَ : إِنِّيْ لَمْ

৪০৬. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৬৪৮
৪০৭. বুখারী, আস সহীহ, হা-৩৭৩
৪০৮. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১০৩৮

أَخْلَعْهَا مِنْ بَأْسٍ وَلَكِنَّ جِبْرِيْلَ أَخْبَرَنِيْ أَنَّ فِيْهِمَا قَذَرًا فَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَنْظُرْ فِيْ نَعْلَيْهِ فَإِنْ كَانَ فِيْهِمَا أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ.

'আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) আমাদেরকে নিয়ে নামায পড়তেছিলেন। নামাযের মধ্যে তিনি তার জুতা জোড়া খুলে ফেললেন এবং তাঁর বাম পার্শ্বে রাখলেন। তারপর লোকেরাও তাদের জুতা খুলে ফেললো। যখন নামায শেষ হলো, রাসূল (সা.) প্রশ্ন করলেন– তোমরা জুতা খুলেছ কেন? তারা বললো, আপনাকে খুলতে দেখে আমরাও খুলে ফেলেছি। তখন তিনি বললেন, আমি কোন অসুবিধার কারণে জুতা খুলিনি। বরং জিব্রাইল (আ.) আমাকে জানালেন যে, জুতা জোড়ায় ময়লা লেগে আছে। সুতরাং তোমাদের কেউ যখন মাসজিদে আসবে, জুতা জোড়া দেখে নেবে ময়লা আছে কি-না। যদি ময়লা থাকে, তা পরিষ্কার করে নেবে'।[৪০৯*]

যেসব জায়গায় নামায আদায় করা নিষেধ

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُوْرًا وَمَسْجِدًا.

'আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, আমার (উম্মতের) জন্য সমগ্র জমিনকে পবিত্র এবং মাসজিদ (সাজদার স্থান) বানানো হয়েছে'।[৪১০]

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْحَمَّامَ وَالْمَقْبَرَةَ.

'আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

৪০৯. ইবনু হিব্বান, আস সহীহ, হা-২১৮৫
* ইসলাম অত্যন্ত সহজ ও জীবন ঘনিষ্ঠ একটি ধর্ম। এতে কাঠিন্যতা নেই। তাই প্রয়োজনে জুতা পায়ে দিয়ে নামায পড়তে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই। তবে জুতা জোড়া পবিত্র হওয়া আবশ্যক।
৪১০. বুখারী, আস সহীহ, হা-৩৩৫

কেবল মাত্র গোছলখানা ও কবরস্থান ছাড়া সমগ্র জমিনই মাসজিদ (তথা নামাযের স্থান হিসেবে গণ্য)'।[৪১১]

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِيْ مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَقَالَ لَا تُصَلُّوْا فِيْ مَبَارِكِ الْإِبِلِ فَإِنَّهَا مِنَ الشَّيَاطِيْنِ وَسُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيْ مَرَابِضِ الْغَنَمِ فَقَالَ صَلُّوْا فِيْهَا فَإِنَّهَا بَرَكَةٌ.

'বারা ইবনু আযিব থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) কে উটের আস্তাবলে নামায আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : তোমরা উটের আস্তাবলে নামায আদায় করবে না, কারণ তা শয়তানের আড্ডাখানা। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে বকরীর খোয়াড়ে নামায আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : সেখানে নামায আদায় করতে পারো। কারণ তা বরকতময় প্রাণী (বা স্থান)'।[৪১২]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى اَنْ يُصَلِّيَ فِيْ سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي الْمَزْبَلَةِ وَالْمَجْزَرَةِ وَالْمَقْبَرَةِ وَقَارِعَةِ الطَّرِيْقِ وَفِي الْحَمَّامِ وَفِيْ مَعَاطِنِ الْإِبِلِ وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ.

'ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) সাতটি স্থানে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। ময়লা রাখার স্থানে, কসাই খানায়, কবরস্থানে, পথের মাঝখানে, গোসলখানায়, উটশালায় এবং কাবা ঘরের ছাদে'।[৪১৩]

মাসজিদে কারো জন্য নামাযের স্থান নির্দিষ্ট করা

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ شِبْلٍ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى اَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ الْمَقَامَ لِلصَّلٰوةِ كَمَا يُوَطِّنُ الْبَعِيْرُ.

৪১১. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৪৯২
৪১২. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৪৯৩
৪১৩. তিরমিযী, আস সুনান, হা-৩৪৬

'আব্দুর রহমান ইবনু শিবল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) কোন ব্যক্তিকে নামাযের জন্য মাসজিদে স্থান নির্দিষ্ট করে নিতে নিষেধ করেছেন। যেমনিভাবে (খোঁয়াড়ের মধ্যে) উট স্থান নির্দিষ্ট করে নেয়'।[৪১৪]

তাড়াহুড়া করে জামা'আতে শরীক না হওয়া

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِذَا سَمِعْتُمُ الْاِقَامَةَ فَامْشُوْا اِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمْ بِالسَّكِيْنَةِ وَالْوَقَارِ وَلَاتُسْرِعُوْا فَمَا اَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوْا وَمَا فَاتَكُمْ فَاَتِمُّوْا.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন- যখন তোমরা ইকামাত শুনতে পাবে, তখন নামাযের দিকে অগ্রসর হওয়া অবস্থায় ধীরস্থীর থাকবে, তাড়াহুড়া করবে না। তারপর উপস্থিত হয়ে জামা'আতের সাথে যতটুকু পাবে তা আদায় করো এবং বাকীটুকু পূর্ণ করে নাও'।[৪১৫]

যানবাহনের উপর নামায পড়ার হুকুম

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، اَخْبَرَهُ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِيْ غَيْرِ الْقِبْلَةِ.

'জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) সওয়ার অবস্থায় কিবলা ছাড়া অন্য দিকে মুখ করে নফল নামায আদায় করেছেন'।[৪১৬]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ عَلٰى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। উটের মুখ যেদিকেই থাকুক না কেন রাসূলুল্লাহ (সা.) উটের পিঠে বসেই (নফল) নামায আদায় করতেন'।[৪১৭]

৪১৪. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১১১৩
৪১৫. বুখারী, আস সহীহ, হা-৬৩৬
৪১৬. বুখারী, আস সহীহ, হা-১০২৭
৪১৭. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৪৮৯

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِذَا اَرَادَ اَنْ يُصَلِّيَ الْمَكْتُوْبَةَ نَزَلَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

'জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) যখন ফরয নামাযের ইচ্ছা করতেন, তখন সওয়ারী থেকে অবতরণ করতেন এবং কিবলামুখী হতেন'।[৪১৮]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّيْ فِي السَّفَرِ عَلٰى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُوْمِئُ اِيْمَاءً صَلَاةَ اللَّيْلِ اِلَّا الْفَرَائِضَ وَيُوْتِرُ عَلٰى رَاحِلَتِهِ.

'ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) সফরে তাঁর বাহন হতেই ইঙ্গিতে রাতের (তাহাজ্জুদ) নামায আদায় করতেন। তবে ফরয নামায বাহনে আদায় করতেন না। তিনি বিতর নামাযও বাহনের উপরই আদায় করতেন'।[৪১৯]

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الصَّلَاةِ فِي السَّفِيْنَةِ فَقَالَ كَيْفَ اُصَلِّيْ فِي السَّفِيْنَةِ؟ قَالَ صَلِّ فِيْهَا قَائِمًا اِلَّا اَنْ تَخَافَ الْغَرَقَ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) কে নৌকায় নামাযের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হলো। প্রশ্নকারী বলেন, আমি নৌকায় কিভাবে নামায পড়বো? তিনি বলেন, ডুবে যাওয়ার আশংকা না করলে দাঁড়িয়ে নামায পড়ো'।[৪২০]*

---

৪১৮. বুখারী, আস সহীহ, হা-১০৩১

৪১৯. বুখারী, আস সহীহ, হা-১০০০

৪২০. বায়হাকী, সুনানুল কুবরা, খ-৩, প.১৫৫

* রাসূল (সা.) ফরয নামায বাহনের উপর আদায় করতেন না। সুতরাং ফরয নামায বাহনের উপর আদায় করা যাবে না এটাই হলো প্রথমোক্ত হাদীছগুলোর মর্ম। কিন্তু শেষের হাদীছটিতে নৌকায় দাঁড়িয়ে ফরয নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায়- বাহনের ভিন্নতার কারণে হুকুমের মাঝে ভিন্নতা এসেছে। উট, গাধা বা ঘোড়ায়

নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য যতটুকু কাপড় জরুরী

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) কে এক কাপড়ে নামায আদায় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তোমাদের প্রত্যেকের কি দু'টি করে কাপড় আছে'?[৪২১]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يُصَلِّ اَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلٰى مَنْكِبَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন: তোমাদের কেউ যেন দু'কাঁধ খোলা রেখে এক কাপড়ে নামায আদায় না করে'।[৪২২]*

চলমান অবস্থায় দাঁড়িয়ে নামায পড়া অসম্ভব। অথচ ফরয নামায দাঁড়িয়ে পড়া আবশ্যক। তাই রাসূল (সা.) বাহনের উপর ফরয নামায পড়তেন না। তাই যে সকল বাহনে দাঁড়িয়ে নামায পড়া সম্ভব নয়, সে সকল বাহনে আরোহণ করা অবস্থায় ফরয নামায পড়া যাবেনা। তবে ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশংকা দেখা দিলে, ঐ বাহন থেকে নেমে নামায পড়ার কোন সুযোগ না থাকলে একান্ত বাধ্য হলে নামায কাযা না করে ঐ বাহনে বসে বসে নামায আদায় করার ব্যাপারে ওলামাগণ মতামত ব্যক্ত করেছেন। বসে নামায আদায় করার পর যদি বাহন থেকে নেমে আদায়কৃত নামাযের ওয়াক্ত বাকী থাকে তাহলে পুনরায় ঐ নামায পড়ে নেয়া উচিৎ। কেননা নামাযে কিয়াম করার ফরযটি ছুটে গেছে।

আর যে বাহনে দাঁড়িয়ে নামায পড়ার সুযোগ রয়েছে, যেমন- বিমান, নৌকা রেলগাড়ী ইত্যাদিতে আরোহণ করা অবস্থায় প্রয়োজনে ফরয নামায পড়া যাবে।

৪২১. বুখারী, আস সহীহ, হা-৩৪৫

৪২২. বুখারী, আস সহীহ, হা-৩৪৬

* কাপড় শুধু একটি থাকলে তা দিয়ে প্রথমে সতর ঢাকতে হবে। পুরুষের সতর হলো হাঁটু থেকে নাভী। সতর ঢাকার পর বাকী কাপড় যদি গায়ে জড়ানো যায়, তাহলে গায়েও জড়িয়ে দেয়া হবে। প্রথমটি ফরয, পরের উত্তম। আর যদি দু'টি কাপড় থাকে তাহলে কাঁধ খোলা রেখো

ওড়না ছাড়া মহিলাদের নামায আদায় করার বিধান

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেছেন : কোন প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা ওড়না ছাড়া নামায আদায় করলে আল্লাহ তার নামায কবুল করেন না'।[৪২৩]*

ইমামের ভুল হলে মুক্তাদিদের করণীয়

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামায আদায় কালে ইমামের কোন ভুল হলে পুরুষ (মুক্তাদিরা) **"সুবহানাল্লাহ"** বলবে, আর নারী (মুক্তাদিরা) **হাতের উপর হাত মেরে শব্দ করবে'**।[৪২৪]*

নামায পড়া ঠিক নয়। তবে কাঁধ খোলা থাকলে নামায বাতিল হবে না; বরং কিন্তু মাকরূহ হবে।

আল্লাহ তা'আলার বক্তব্য– يٰبَنِيْٓ اٰدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ.

'হে আদম সন্তান! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সাজসজ্জা গ্রহণ করো'। (৭-সূরা আ'রাফ : ৩১)।

তাই প্রত্যেক নামাযী ব্যক্তির উচিৎ তার সামর্থ্যের আলোকে সবচেয়ে ভালো পোশাকটি পরিধান করে নামায পড়া। কারণ সে রাজাধিরাজ, সকল সম্রাটের সমাট মহান আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হচ্ছে।

৪২৩. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৬৪১

* নারীদেরকে মুখমণ্ডল, হাতের কব্জি ও পায়ের গোঁড়ালী ব্যতীত সম্পূর্ণ শরীর ঢেকে নামায পড়া আবশ্যক। যদি নারী ঘরে একাকীও নামায পড়ে তার হাতের বাহুর কিছু অংশ, চুলের কিছু অংশ বা দেহের অন্য কোন অঙ্গ বা অঙ্গাংশ খোলা থাকে তার নামায বাতিল হয়ে যাবে।

৪২৪. বুখারী, আস সহীহ, হা-১১২৫

* আমাদের দেশে ইমামের ভুল হলে মুক্তাদিগণ "সুবহানাল্লাহ" না বলে "আল্লাহু আকবার বলে থাকে- যা সুন্নাহর পরিপন্থী। সুন্নাহর দিকেই সকলের ফিরে আসা উচিত।

নামাযের নিষিদ্ধ সময়

عَنْ مُوْسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِيَّ يَقُوْلُ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّيَ فِيْهِنَّ أَوْ اَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتّٰى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ تَقُوْمُ قَائِمَ الظَّهِيْرَةِ حَتّٰى تَمِيْلَ الشَّمْسُ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتّٰى تَغْرُبَ.

'মুসা ইবনু উলাইয়্যি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, আমি উকবা ইবনুল আমের আল জুহানী (রা.) কে বলতে শুনেছি। রাসূলুল্লাহ (সা.) তিনটি সময়ে আমাদেরকে নামায আদায় করতে এবং আমাদের মৃতদেরকে দাফন করতে নিষেধ করেছেন : (১) সূর্য যখন আলোকোদ্ভাসিত হয়ে উদয় হতে থাকে, তখন থেকে পরিষ্কারভাবে উপরে উঠা পর্যন্ত। (২) সূর্য যখন ঠিক দ্বিপ্রহরের সময় মাথার উপরে থাকে, তখন থেকে হেলে যাওয়া পর্যন্ত। (৩) সূর্য ক্ষীণ আলোকময় হওয়া থেকে তা সম্পূর্ণ অস্ত যাওয়া পর্যন্ত'।[৪২৫]

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتّٰى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

'আবু সাঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : আসরের নামাযের পর থেকে সূর্য অস্তমিত হওয়া পর্যন্ত কোন (নফল) নামায নেই এবং ফজরের পর থেকে সূর্যোদয় হওয়া পর্যন্ত কোন (নফল) নামায নেই'।[৪২৬]

---

৪২৫. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৮০৬
৪২৬. বুখারী, আস সহীহ, হা-৫৫১

বাচ্চাদের নামায শিখানোর নির্দেশ

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيْعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِيْنَ وَإِذَا بَلَغَ عَشْرَ سِنِيْنَ فَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا.

'আবদুল মালিক ইবনু রাবী ইবনু সাবুরাহ থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) বলেছেন : শিশুর বয়স সাত বছর হলেই তাকে নামায আদায়ের নির্দেশ দিবে এবং তার বয়স দশ বছর হয়ে গেলে (নামায আদায় না করতে চাইলে) এজন্য তাকে প্রহার করবে'।[৪২৭]

عَنْ جَدِّ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ.

'আমর ইবনু শুয়াইব এর দাদা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন- তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়স হলে নামাযের আদেশ কর। আর দশ বছর হলে (প্রয়োজনে) নামাযের জন্য প্রহার কর। আর তাদের মধ্যে বিছানা পৃথক করে দাও'।[৪২৮]

বাচ্চা কাঁধে নিয়ে নামায আদায় করা

عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِيْعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا.

৪২৭. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৪৯৪
৪২৮. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৪৯৫

'আবু কাতাদা আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) তাঁর মেয়ে যয়নবের গর্ভজাত ও আবুল আস ইবনু রাবী'আহ ইবনু আবদ শামস এর ঔরসজাত কন্যা উমামাহ-কে কাঁধে নিয়ে নামায আদায় করতেন। তিনি যখন সাজদায় যেতেন, তখন তাকে নামিয়ে রেখে দিতেন। আর যখন দাঁড়াতেন তখন তাকে কোলে নিতেন'।[৪২৯]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ كُنَّا نُصَلِّيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ الْعِشَاءَ فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ. فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ أَخْذًا رَفِيْقًا. فَيَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ. فَإِذَا عَادَ عَادَا. حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ. أَقْعَدَهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূল (সা.) এর সাথে এশার নামায আদায় করছিলাম। তিনি যখন সাজদাহ দিতেন তখন হাসান ও হুসাইন (রা.) তাঁর পিঠে লাফ দিয়ে উঠে পড়তেন। তিনি (সাজদাহ থেকে) মাথা উঠানোর সময় পিছনের দিক থেকে তাদের দু'জনকে হাত দিয়ে আলতোভাবে ধরতেন (যাতে তারা পড়ে না যান)। অতপর তাদেরকে মাটিতে বসাতেন। এমনিভাবে তিনি যখনই সাজদায় যেতেন তারাও এভাবে পিঠে উঠতেন। এভাবেই নামায শেষ করলেন। অতপর তিনি তাদেরকে স্বীয় উরুর উপর বসালেন'।[৪৩০]

মাসজিদে দ্বিতীয় জামা'আত করার বিধান

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَقَدْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِأَصْحَابِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هٰذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَصَلَّى مَعَهُ.

৪২৯. বুখারী, আস সহীহ, হা-৪৮৬
৪৩০. আহমাদ, আল মুসনাদ, হা-১০৬৫৯

'আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করলো, আর তখন রাসূল (সা.) সাহাবাগণকে নিয়ে নামায সমাপ্ত করেছেন। তাকে দেখে রাসূল (সা.) বললেন- কে আছ তাকে সাদাকাহ করবে? তার সাথে নামায পড়বে? অতপর লোকদের থেকে একজন দাঁড়ালেন এবং তার সাথে নামায পড়লেন'।[৪৩১]

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ اَلْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ وَقَدْ صَلّٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَقَالَ اَيُّكُمْ يَتَّجِرُ عَلٰى هٰذَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَصَلّٰى مَعَهُ.

'আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ব্যক্তি এমন সময় (মাসজিদে) আসল, যখন রাসূল (সা.) নামায আদায় করে নিয়েছেন। তিনি বললেন- তোমাদের মধ্যে কে এই ব্যক্তির সাথে ব্যবসা করতে চায়? (তখন) একজন উঠে দাঁড়াল এবং তার সাথে নামায আদায় করল'।[৪৩২*]

عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ نَفِيْعِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اَقْبَلَ مِنْ نَوَاحِيْ الْمَدِيْنَةِ يُرِيْدُ الصَّلَاةَ فَوَجَدَ النَّاسَ قَدْ صَلَّوْا فَمَالَ اِلٰى مَنْزِلِهِ فَجَمَعَ اَهْلَهُ فَصَلّٰى بِهِمْ.

'আবু বাকরাহ নাফীঈ ইবনুল হারিছ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- রাসূল (সা.) মাদীনার কোন একদিক থেকে আগমন করলেন। নামায

---

৪৩১. আহমাদ, আল মুসনাদ, হা-১১৪০৮, ইবনু হিব্বান, আস সহীহ, হা-২৩৯৯

৪৩২. তিরমিযী, আস সুনান, হা-২২০; আহমাদ, আল মুসনাদ, হা-১১৬৩১

* এ হাদীছগুলোকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে একদল আলিম বলেন- অকস্মাৎ জামা'আত ছুটে গেলে একা একা নামায না পড়ে সম্ভব হলে কাউকে সাথে নিয়ে জামা'আতের সাথে নামায আদায় করা উত্তম। অন্য হাদীছে এসেছে-

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ اَزْكٰى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ.

'রাসূল (সা.) বলেছেন- কোন ব্যক্তির একাকী নামায আদায় করার চেয়ে অন্যজনের সাথে নামায আদায় করা উত্তম। (আহমাদ, আল মুসনাদ-২১২৬৫)।

আদায়ের সংকল্প করে দেখেন- লোকজন নামায পড়ে ফেলেছে। অতপর তিনি ঘরের দিকে চলে গেলেন এবং পরিবারের লোকজনকে একত্রিত করে, তাদেরকে সাথে নিয়ে নামায আদায় করলেন'।[৪৩৩*]

একাকী নামায আদায়ের পর আবার জামা'আতে নামায পড়া

عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الْاَسْوَدِ الْعَامِرِيِّ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَجَّتَهُ فَصَلَّيْتُ مَعَهُ صَلَاةَ الصُّبْحِ فِيْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ قَالَ فَلَمَّا قَضٰى صَلَاتَهُ وَانْحَرَفَ اِذَا هُوَ بِرَجُلَيْنِ فِيْ اُخْرَى الْقَوْمِ لَمْ يُصَلِّيَا مَعَهُ فَقَالَ عَلَيَّ بِهِمَا فَجِيْئَ بِهِمَا تَرْعَدُ فَرَائِصُهُمَا فَقَالَ مَا مَنَعَكُمَا اَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا فَقَالَا يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا كُنَّا قَدْ صَلَّيْنَا فِيْ رِحَالِنَا قَالَ فَلَا تَفْعَلَا اِذَا صَلَّيْتُمَا فِيْ رِحَالِكُمَا ثُمَّ اَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَاِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ.

قَالَ اَبُوْ عِيْسٰى وَاِذَا صَلَّى الرَّجُلُ الْمَغْرِبَ وَحْدَهُ ثُمَّ اَدْرَكَ الْجَمَاعَةَ قَالُوْا فَاِنَّهُ يُصَلِّيْهَا مَعَهُمْ وَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ وَالَّتِيْ صَلّٰى وَحْدَهُ هِيَ الْمَكْتُوْبَةُ عِنْدَهُمْ.

---

৪৩৩. হাইছামী, মাজমাউয যাওয়াইদ, খ-২, পৃ. ৪৮

* এ হাদীছকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে একদল আলিম বলেন, মাসজিদে একবার জামা'আত হলে গেলে ঐ মাসজিদে দ্বিতীয়বার জামা'আত করা সঠিক নয়। কেননা এতে প্রথম জামা'আতের গুরুত্ব কমে যায় এবং লোকজন প্রথম জামা'আতে অংশগ্রহণের ব্যাপারে গড়িমসি করা শুরু করবে।

উল্লেখ্য যে, যে মাসজিদে নির্ধারিত ইমাম নেই এবং মাসজিদ যদি বাজারে বা রাস্তার পার্শ্বে হয়, তাহলে ঐ জাতীয় মাসজিদে একাধিক জামা'আত অনুমোদিত হওয়ার ব্যাপারে ওলামাগণের দ্বিমত পাওয়া যায় না।

'জাবির ইবনু ইয়াযীদ ইবনু আসওয়াদ (রা.) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন- আমি রাসূল (সা.) এর সাথে বিদায় হাজ্জে উপস্থিত ছিলাম। আমি তার সাথে (মিনায়) মাসজিদে খায়ফে ফজরের নামায আদায় করলাম। নামায শেষ করে তিনি মোড় ফিরলেন এবং লোকদের একপ্রান্তে দুই ব্যক্তিকে দেখলেন, তারা তাঁর সাথে নামায আদায় করেনি। তিনি বললেন- এদেরকে আমার নিকট নিয়ে এসো। তাদেরকে নিয়ে আসা হলো। ভয়ে তাদের ঘাড়ের রগ কাঁপছিল। তিনি প্রশ্ন করলেন- আমার সাথে নামায আদায় রুকতে তোমাদের উভয়কে কিসে বাঁধা দিল? তারা বললো- হে আল্লাহর রাসূল! আমরা বাড়িতে নামায আদায় করে এসেছি। তিনি বললেন- এরূপ আর করবে না। তোমরা বাড়িতে নামায আদায়ের পর যদি মাসজিদে এসে জামা'আত হতে দেখ, তাহলে তাদের সাথে আবার নামায আদায় করবে। এটা তোমাদের জন্য নফল হিসেবে গণ্য হবে।

ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন- যদি সে মাগরিবের নামায একাকী আদায়ের পর জামা'আত পায় তাহলে ইমামের সাথে তিন রাক'আত পড়ার পর, সে আরো এক রাক'আত মিলিয়ে (জোড়) আদায় করবে। সে পূর্বে একাকী যা পড়েছিল ওলামাগণের মতে, তা তার ফরয হিসেবে গণ্য হবে'।[৪৩৪]

জুমু'আর নামায

জুমু'আর দিনের মর্যাদা

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ اٰدَمُ وَفِيْهِ اُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ اُخْرِجَ مِنْهَا.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : সূর্য উদিত হওয়ার দিনগুলোর মধ্যে জুমু'আর দিন সর্বোত্তম। এ দিন আদম (আ.) কে সৃষ্টি করা হয়েছে, এ দিন তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এ দিন তাঁকে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়'।[৪৩৫]

---

৪৩৪. তিরমিযী, আস সুনান, হা-২১৯

৪৩৫. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৮৫৩

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنْ تَوَضَّأَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ اِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর নামায আদায়ের জন্য উত্তমরূপে ওযু করে (মসজিদে) উপস্থিত হয়, অতপর চুপ করে মনোযোগ দিয়ে খুৎবা শুনে, তার (ঐ) জুমু'আ থেকে (পরবর্তী) জুমু'আ পর্যন্ত বরং অতিরিক্ত আরো তিন দিনের গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়'।[৪৩৬]

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ اِنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ اِلَّا فِىْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন- জুমু'আর দিনই কিয়ামাত সংঘটিত হবে'।[৪৩৭]

জুমু'আর দিন গোসল, মিসওয়াক ও সুগন্ধি ব্যবহার করা

عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ وَسِوَاكٌ وَيَمَسُّ مِنَ الطِّيْبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ.

'আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন- প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্কের উচিৎ জুমু'আর দিন গোসল করা, মিসওয়াক করা এবং সামর্থ্য থাকলে সুগন্ধি ব্যবহার করা'।[৪৩৮]

---

৪৩৬. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৮৬৪; আবূ দাউদ, আস সুনান, হা-১০৫০

৪৩৭. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৮৬২

৪৩৮. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৮৪৫

জুমু'আর দিনে দু'আ কবুলের বিশেষ মুহূর্ত

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ فِى الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُوَافِقُهَا مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللهَ فِيْهَا خَيْرًا اِلَّا اَعْطَاهُ اِيَّاهُ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (রা.) বলেছেন- জুমু'আর দিনের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যখন কোন মুসলিম আল্লাহর নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করে তিনি তাকে তা দান করেন'।[৪৩৯]

عَنْ اَبِيْ بُرْدَةَ بْنِ اَبِيْ مُوْسٰى قَالَ سَمِعْتُ اَبِيْ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ شَأْنِ سَاعَةِ الْجُمُعَةِ هِيَ مَا بَيْنَ اَنْ يَجْلِسَ الْاِمَامُ اِلٰى اَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ.

'আবু বুরদাহ ইবনু আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার পিতাকে বলতে শুনেছি। তিনি রাসূলুল্লাহ (সা.) কে জুমু'আর দিনের দু'আ কবুলের সময় সম্পর্কে বলতে শুনেছেন : সে সময়টা হলো ইমামের মিম্বারের উপর বসার পর, নামায পড়াবার আগের মধ্যবর্তী সময়টুকু'।[৪৪০]

عَنْ اَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِلْتَمِسُوا السَّاعَةَ الَّتِيْ تُرْجٰى فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ اِلٰى غَيْبُوْبَةِ الشَّمْسِ.

'আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন দু'আ কবুল হবার সময়টির আকাঙ্ক্ষা করে, সে যেন আসরের পরে সূর্য অস্ত যাওয়া পর্যন্ত ঐ সময়টির খোঁজ করে'।[৪৪১]

---

৪৩৯. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৮৫৮

৪৪০. মুসলিম, আস সহীহ, হা-৮৫৩

৪৪১. তিরমিযী, আস সুনান, হা-৪৬১

যাদের উপর জুমু'আ ফরয নয়

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ فِيْ جَمَاعَةٍ اِلَّا اَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوْكٌ اَوِ امْرَأَةٌ اَوْ صَبِيٌّ اَوْ مَرِيْضٌ.

'ত্বারিক ইবনু শিহাব (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) বলেন : জুমু'আর নামায সত্য- যা প্রত্যেক মুসলিমের উপর জামা'আতের সাথে আদায় করা আবশ্যক। তবে চার শ্রেণীর লোকের জন্য ফরয নয়- ক্রীতদাস, নারী, শিশু ও রোগী'।[৪৪২]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَيْسَ عَلَى الْمُسَافِرِ جُمُعَةٌ.

'ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : মুসাফিরের জন্য জুমু'আহ ফরয নয়'।[৪৪৩]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّهُ قَالَ لِمُؤَذِّنِهِ فِيْ يَوْمٍ مَطِيْرٍ اِذَا قُلْتَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ فَلَا تَقُلْ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ قُلْ صَلُّوْا فِيْ بُيُوْتِكُمْ فَكَاَنَّ النَّاسَ اِسْتَنْكَرُوْا قَالَ فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّيْ اِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ وَاِنِّيْ كَرِهْتُ اَنْ اُخْرِجَكُمْ فَتَمْشُوْنَ فِي الطِّيْنِ وَالدَّحْضِ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি কোন এক বৃষ্টিমুখর দিনে তাঁর মুয়াযযিনকে বললেন- তুমি যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বলবে, তখন হাইয়ালাচ্ছালাহ বলবে না। বরং বলবে- ছাল্লু ফি বুয়ূতিকুম, "তোমরা ঘরে নামায পড়ো।" ব্যাপারটি লোকেরা অপছন্দ করলো। তখন তিনি বলেন- আমার চাইতে উত্তম ব্যক্তি (রাসূল সা.) তা করেছেন। জুমু'আহ নিঃসন্দেহে জরুরী। কিন্তু আমি অপছন্দ করি যে, তোমরা মাটি ও কাদার মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে কষ্ট পাও'।[৪৪৪]

---

৪৪২. আবূ দাউদ আস সুনান, হা-১০৬৭

৪৪৩. আবূ দাউদ আস সুনান, হা-৪৭১

৪৪৪. বুখারী, আস সহীহ, হা-৮৫৫

জুমু'আর দিন আগে আগে মাসজিদে যাওয়ার ফযীলত

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى بَابِ الْمَسْجِدِ يَكْتُبُوْنَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثَلِ الَّذِيْ يُهْدِيْ بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِيْ يُهْدِيْ بَقَرَةً ثُمَّ كَبْشًا ثُمَّ دَجَاجَةً ثُمَّ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَيَسْتَمِعُوْنَ الذِّكْرَ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন- জুমু'আর দিন ফেরেশতাগণ মাসজিদের দরজায় বসে আগমনকারীদেরকে একের পর এক তালিকাভুক্ত করেন। যিনি প্রথম আগমন করেন, তিনি যেন একটি উট সাদাকাহ করলেন। অতপর যিনি আসলেন, তিনি যেন একটি গরু সাদাকাহ করলেন। তারপর যিনি আসলেন, তিনি যেন একটি মেষ সাদাকাহ করলেন। তার পরের ব্যক্তি মুরগি ও তার পরের ব্যক্তি ডিম সাদাকার সাওয়াব পাবেন। অতপর যখন ইমাম বের হন (মিম্বারে বসেন) তখন তারা কিতাব গুটিয়ে নেন এবং খুৎবাহ শোনায় মনোযোগী হন'।[৪৪৫]

জুমু'আর আযান কয়টি?

عَنِ السَّائِبِ ابْنِ يَزِيْدَ قَالَ كَانَ النِّدَاءُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوَّلُهُ إِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ كَثُرَ النَّاسُ زَادَ النِّدَاءَ الثَّالِثَ عَلَى الزَّوْرَاءِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الزَّوْرَاءُ مَوْضَعٌ بِالسُّوْقِ بِالْمَدِيْنَةِ.

৪৪৫. বুখারী, আস সহীহ, হা-৮৮২; মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৮৬৯

'সায়িব ইবনু ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) আবু বকর (রা.) এবং ওমর (রা.) এর সময় জুমু'আর দিন ইমাম যখন মিম্বারের উপর বসতেন, তখন প্রথম আযান দেয়া হত। পরে যখন উসমান (রা.) খলীফা হলেন এবং লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তখন তিনি যাওরা থেকে তৃতীয় আযান বৃদ্ধি করেন। আবু আব্দুল্লাহ (ইমাম বুখারী রহ.) বলেন, যাওরা হল মদীনার (অদূরে) বাজারের একটি স্থান'।[৪৪৬]*

জুমু'আর নামাযের আগে নির্ধারিত কোন নামায আছে কি-না?

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنَ الطُّهُوْرِ ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيْبٍ ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى.

'সালমান ফারসি (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন- যে ব্যক্তি জুমু'আর দিন গোসল করে এবং যথাসম্ভব উত্তম ভাবে পবিত্রতা অর্জন করে, এরপর তেল মেখে নেয় অথবা সুগন্ধি ব্যবহার করে। তারপর মাসজিদে যায় এবং দু'জনের মাঝে ফাঁক করে না এবং **তার ভাগ্যে নির্ধারিত পরিমাণ নামায পড়ে**। আর ইমাম যখন বের হন (খুতবার জন্য) তখন চুপ

৪৪৬. বুখারী, আস সহীহ, হা-৮৬০

* ওসমান (রা.) এর খেলাফতের পূর্বে কেবল খুতবার আযান ও ইকামাত প্রচলিত ছিল। লোক সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ওসমান (রা.) তৃতীয় আযান চালু করেন। এটা জুমু'আর নামাযের জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা। বর্তমানে জনসংখ্যা আগের তুলনায় অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। লোকজনের অসতর্কতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই এ আযানের প্রয়োজনীয়তা ওসমান (রা.) এর যুগের তুলনায় বর্তমানে কোনভাবেই হ্রাস পায়নি। তাই এ আযান এখনও চলমান রয়েছে।

থাকে। তার এ জুমু'আ এবং পরবর্তী জুমু'আর মধ্যবর্তী সব গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়।[৪৪৭]*

عَنْ نَافِعٍ قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُطِيلُ الصَّلَاةَ قَبْلَ الْجُمُعَةِ وَيُحَدِّثُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذٰلِكَ.

'নাফে (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনু ওমর (রা.) **জুমু'আর নামাযের পূর্বে দীর্ঘক্ষণ নামায আদায় করতেন** এবং বলতেন রাসূল (সা.) এরূপ করেছেন'।[৪৪৮]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَ النَّبِيُّ يَرْكَعُ مِنْ قَبْلِ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا لَا يَفْصِلُ فِيْ شَيْئٍ مِنْهُنَّ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেন। রাসূল (সা.) জুমু'আর আগে চার রাক'আত নামায পড়তেন। মাঝে সালাম ফিরাতেন না'।[৪৪৯]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّيْ قَبْلَ الْجُمُعَةِ اَرْبَعًا وَبَعْدَهَا اَرْبَعًا.

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি জুমু'আর আগে চার রাক'আত এবং জুমু'আর পরে চার রাক'আত নামায পড়তেন'।[৪৫০]

---

৪৪৭. বুখারী, আস সহীহ, হা-৮৬৪

* জুমু'আর পূর্বে সুন্নাত নামাযের পরিমাণ অনির্ধারিত। যার সর্বনিম্ন পরিমাণ ২ রাক'আত। আর সর্বোচ্চ কোন পরিমাণ নেই। ইমাম মিম্বারে উঠার আগ পর্যন্ত মুসল্লি যে পরিমাণ পড়তে চায় পড়তে পারবে। এ নামাযকে আমাদের দেশে কাবলাল জুমু'আ বলা হয়।

৪৪৮. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১১২৮

৪৪৯. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১১২৯

৪৫০. তিরমিযী, আস সুনান, হা-৫২৩

জুমু'আর খুতবাহ দেয়ার নিয়ম

عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ.

'আমর ইবনু হুরাইস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা.) কে কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মিম্বারে দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিতে দেখেছি'।[৪৫১]

عَنْ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنِيْ اَبِيْ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ اِذَا خَطَبَ فِي الْحَرْبِ خَطَبَ عَلٰى قَوْسٍ وَاِذَا خَطَبَ فِي الْجُمُعَةِ خَطَبَ عَلٰى عَصًا.

'সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধ ক্ষেত্রে খুতবাহ দিলে ধনুকে ভর করে খুতবাহ দিতেন এবং জুমু'আর খুতবাহ দিলে লাঠিতে ভর দিয়ে খুতবাহ দিতেন'।[৪৫২]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُوْمُ كَمَا تَفْعَلُوْنَ الْاٰنَ.

'ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) দাঁড়িয়ে খুতবাহ দিতেন, তারপর বসতেন এবং পুনরায় দাঁড়াতেন, যেমন এখন তোমরা করে থাক'।[৪৫৩]

---

৪৫১. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৪০৭৭; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১১০৪

৪৫২. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১১০৭

৪৫৩. বুখারী, আস সহীহ, হা-৮৬৭; মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৮৭১

عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَقْعُدُ بَيْنَهُمَا.

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) দু'টি খুতবাহ প্রদান করতেন এবং তার মাঝখানে বসতেন'।[৪৫৪]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ اِذَا صَعِدَ الْمِنْبَرَ سَلَّمَ.

'জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) মিম্বারে উঠে সালাম দিতেন'।[৪৫৫]

ইমাম মিম্বারে বসে খুতবার আযানের জবাব দেবেন

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ اَبِيْ سُفْيَانَ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى الْمِنْبَرِ اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ قَالَ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ قَالَ مُعَاوِيَةُ اللهُ اَكْبَرُ اللهُ اَكْبَرُ قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ قَالَ مُعَاوِيَةُ وَاَنَا فَقَالَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ وَاَنَا فَلَمَّا قَضَى التَّأْذِيْنَ قَالَ اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَلٰى هٰذَا الْمَجْلِسِ حِيْنَ اَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ يَقُوْلُ مَا سَمِعْتُمْ مِنِّيْ مَقَالَتِيْ.

'আবু উমামা বিন সাহাল বিন হুনাইফ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুয়াবিয়া ইবনু আবু সুফইয়ান (রা.) কে মিম্বারের উপর বসা অবস্থায় বলতে শুনেছি, যখন মুয়াযযিন আযান দিচ্ছিলেন। মুয়াযযিন বললো- আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার। তিনিও বললেন- আল্লাহু আকবার, আল্লাহু

৪৫৪. বুখারী, আস সহীহ, হা-৮৭৫; আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১০৯৪
৪৫৫. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১১০৯

আকবার। সে বললো- আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। তিনি বললেন- আমিও। মুয়াযযিন বললো- আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ। তিনি বললেন- আমিও তাই বলছি...। যখন মুয়াযযিন আযান শেষ করলেন, মুয়াবিয়া (রা.) তখন বললেন, হে লোক সকল! তোমরা আমার থেকে যে বাক্যগুলো শুনেছ, আমি তা রাসূল (সা.) কে মুয়াযযিনের আযানের সময় এ মাজলিসে বলতে শুনেছি'।[৪৫৬]

খুতবার মাঝখানে ইমামের কথা বলা জায়েয

عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَنَادَاهُ عُمَرُ اَيَّةُ سَاعَةٍ هٰذِهِ فَقَالَ اِنِّيْ شُغِلْتُ الْيَوْمَ فَلَمْ اَنْقَلِبْ اِلٰى اَهْلِيْ حَتّٰى سَمِعْتُ النِّدَاءَ فَلَمْ اَزِدْ عَلٰى اَنْ تَوَضَّأْتُ قَالَ عُمَرُ وَالْوُضُوْءُ اَيْضًا وَقَدْ عَلِمْتَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُنَا بِالْغُسْلِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা জুমু'আর দিন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) জনগণের উদ্দেশ্যে খুতবাহ দিচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় কোন একজন সাহাবী প্রবেশ করলেন। ওমর (রা.) তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন- এটা কোন সময়? তিনি বললেন- আজ খুব ব্যস্ত ছিলাম তো, তাই বাড়িতে যাওয়ার সময়ও পাইনি। শুধু ওযু করে চলে এসেছি। ওমর (রা.) বললেন- শুধু ওযুও চলে। তবে তুমি তো জানো, রাসূল (সা.) আমাদেরকে গোসল করার নির্দেশ দিতেন'।[৪৫৭]*

৪৫৬. বুখারী, আস সহীহ, হা-৮৬৮
৪৫৭. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৮৪০

খুতবাহ চলাকালে যে নামায পড়া জায়েয

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ جَاءَ سُلَيْكٌ الْغَطَفَانِيُّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَرَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْطُبُ فَجَلَسَ فَقَالَ لَهُ يَا سُلَيْكٌ قُمْ فَارْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا ثُمَّ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيْهِمَا.

'জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জুমু'আর দিন সুলাইক আল গাতাফানী মাসজিদে উপস্থিত হলেন। রাসূল (সা.) তখন খুতবাহ দিচ্ছিলেন। সে বসে পড়লো। রাসূল (সা.) তাকে বললেন- হে সুলাইক! দাঁড়াও, সংক্ষেপে দু'রাক'আত নামায পড়। অতপর তিনি বললেন- তোমাদের কেউ যখন জুমু'আর দিন মাসজিদে আসে, আর তখন ইমাম খুতবাহ দিচ্ছেন, তখন সে যেন দু'রাক'আত সংক্ষেপে পড়ে নেয়'।[৪৫৮]*

খুতবাহ চলাকালে যে নামায পড়া যাবে না

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا خَطَبَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন- ইমাম যখন খুতবাহ দিতে থাকেন, তখন কোন নামায নেই এবং কোন কথাও নেই'।[৪৫৯]*

---

* এ ছাড়াও পরবর্তী হাদীছে দেখা যায়, রাসূল (সা.) খুতবাহ দেয়া কালে একজন সাহাবীকে দু'রাক'আত নামায পড়েছে কি-না প্রশ্ন করেছিলেন এবং দু'রাক'আত পড়ে বসতে বলেছিলেন। এতেই প্রমাণিত হয়, খতীব চাইলে প্রয়োজনে খুতবার মাঝে কথা বলতে পারবেন।

৪৫৮. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৯০৯

* এ হাদীছ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, খুতবাহ চলাকালেও মাসজিদে হাজির হলে দু'রাক'আত না পড়ে বসা যাবে না।

৪৫৯. তাবারানী, হা-১৩৭০৮

* এ হাদীছ দ্বারা দলীল পেশ করে কোন কোন আলেম বলেন- খুতবাহ শুনা ওয়াজিব।

জুমু'আর নামাযের রাক'আত সংখ্যা

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ أَبِيْ لَيْلَى قَالَ قَالَ عُمَرُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَانِ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ.

'আব্দুর রহমান ইবনু আবু লায়লা (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওমর (রা.) বলেছেন, রাসূল (সা.) এর যবানীতে জুমু'আর নামায দু'রাক'আত'।[৪৬০]

জুমু'আর পরে কত রাক'আত নামায?

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ... كَانَ لَا يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ فَيُصَلِّيْ رَكْعَتَيْنِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) জুমু'আর দিনে নিজের ঘরে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত নামায আদায় করতেন না। (ঘরে গিয়ে) দু'রাক'আত নামায আদায় করতেন'।[৪৬১]

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا صَلّٰى أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا.

তাই তখন কোন প্রকারের সুন্নাত নামাযই পড়া যাবে না। যদিও তাদের এ বক্তব্য পূর্বোক্ত হাদীছের সম্পূর্ণ বিপরীত। রাসূল (সা.) সুলাইক (রা.) কে খুতবাহ চলাকালেই দু'রাক'আত নামায পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন এবং অন্য সকলকেও একই নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তাই এ হাদীছ দ্বারা যা বুঝা যায়, তা হলো- যারা পূর্ব থেকেই মাসজিদে উপস্থিত আছে, তারা খুতবাহ চলাকালে আর যেন সুন্নাত না পড়ে এবং কথাও না বলে। আর যারা নতুন আগমন করবেন- তারা দু'রাক'আত পড়ে বসবেন। তাহলে এ দু'হাদীছে কোন বৈপরীত্য থাকে না।

৪৬০. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১৪৪০; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১০৬৪

৪৬১. বুখারী, আস সহীহ, হা-৮৮৪; মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৯১৮

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন : তোমাদের কেউ যখন জুমু'আর নামায আদায় করে, তখন সে যেন তার পরে চার রাক'আত সুন্নাত আদায় করে'।[৪৬২]

عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.

'সালেম তাঁর পিতা ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন। রাসূল (সা.) জুমু'আর নামাযের পর দু'রাক'আত নামায আদায় করতেন'।[৪৬৩]*

জুমু'আর ফরয নামাযের রাক'আত ছুটে গেলে কি করতে হবে?

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ اَدْرَكَ الصَّلَاةَ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : যে ব্যক্তি কোন নামাযের এক রাক'আত পায়, সে নামায পেল'।[৪৬৪]

عَنْ سَالِمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ اَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ اَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ.

'সালিম (রহ.) এর পিতার সূত্রে নবী (সা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমু'আ বা অন্য কোন নামাযের এক রাক'আত পেলো তার নামায পূর্ণ হয়ে গেলো। (অর্থাৎ জামা'আতের সাওয়াব পেলো)'।[৪৬৫]

---

৪৬২. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৯১৩

৪৬৩. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৯২৬

* এ নামাযকে আমাদের দেশে বা'দাল জুমু'আ বলা হয়।

৪৬৪. বুখারী, আস সহীহ, হা-৫৪৬; মুসলিম, আস সহীহ, হা-১২৫৯

৪৬৫. নাসাঈ, আস সুনান, হা-৫৫৮; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১২২৩

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مَنْ اَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ اِلَيْهَا اُخْرٰى فَاِنْ اَدْرَكَهُمْ جُلُوْسًا صَلّٰى اَرْبَعًا.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন- যে ব্যক্তি জুমু'আর নামাযের এক রাক'আত পেলো, সে যেন তার সাথে আরো এক রাক'আত মিলিয়ে পড়ে। আর যে ব্যক্তি মুসল্লিদেরকে বসা (তাশাহহুদ) অবস্থায় পেলো, সে চার রাক'আত পড়বে (অর্থাৎ যুহর পড়বে)।[৪৬৬]

সকাল সকাল জুমু'আয় যাওয়া ও জুমু'আর পর বিশ্রাম করা

عَنْ اَنَسٍ قَالَ كُنَّا نُبَكِّرُ بِالْجُمُعَةِ وَنَقِيْلُ بَعْدَ الْجُمُعَةِ.

'আনাস (রা.) বলেন, আমরা প্রথম ওয়াক্তেই জুমু'আর নামাযে যেতাম এবং জুমু'আর পর কাইলুলা (বিশ্রাম) করতাম'।[৪৬৭]

জুমু'আ পরিত্যাগে হুশিয়ারি

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلٰى اَعْوَادِ مِنْبَرِهٖ لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمِ الْجُمُعَاتِ اَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُوْنُنَّ مِنَ الْغَافِلِيْنَ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) তাঁর মিম্বারের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে বলেছেন- যারা জুমু'আর নামায ত্যাগ করে, তাদেরকে এ অভ্যাস বর্জন করতে হবে। নতুবা আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দেবেন। অতপর তারা গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে'।[৪৬৮]

---

৪৬৬. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১১২১

৪৬৭. বুখারী, আস সহীহ, হা-৮৫৯

৪৬৮. মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৮৮৭

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ كُتِبَ مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ.

'উসামা ইবনু যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বিনা ওজরে তিন জুমু'আ পরিত্যাগ করবে, তাকে মুনাফিক হিসেবে লিখে দেয়া হবে'।[৪৬৯]

তারাবীহ'র নামায

তারাবীহ'র নামাযের রাক'আত সংখ্যা কত?

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ كَيْفَ كَانَتْ صَلَاةُ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ فَقَالَتْ مَا كَانَ يَزِيْدُ فِيْ رَمَضَانَ وَلَا فِيْ غَيْرِهِ عَلٰى إِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُوْلِهِنَّ ثُمَّ يُصَلِّيْ ثَلَاثًا.

'আবু সালামাহ ইবনু আবদুর রহমান (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা.) কে জিজ্ঞেস করেন যে, রমযানে রাসূল (সা.) এর নামায কিরূপ ছিল? তিনি বললেন, রমযান মাসে ও রমযান মাস ব্যতীত অন্য সময়ে, তিনি এগার রাক'আত থেকে বৃদ্ধি করতেন না। তিনি চার রাক'আত আদায় করতেন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। অতপর তিনি আরো চার রাক'আত পড়তেন। তুমি তার সৌন্দর্য ও দৈর্ঘ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো না। এরপর তিনি তিন রাক'আত নামায আদায় করতেন'।[৪৭০]*

---

৪৬৯. আলবানী, সহীহুল জামি, হা-৬১৪৪

৪৭০. বুখারী, আস সহীহ, হা-১৮৭০

* এ হাদীছকে দলীল হিসেবে পেশ করে এক দল আলিম বলেন, তারাবীহ'র নামায আট রাক'আত এর বেশী নয়। আরেক দল আলিম বলেন, এটা রাসূল (সা.) এর সারা জীবনের নিত্য নৈমিত্তিক আমল। রমযানের বাহিরে তো তারাবীহ নেই। এ হাদীছ দ্বারা তারাবীহ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ صَلَاةُ النَّبِيِّ ﷺ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً يَعْنِيْ بِاللَّيْلِ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) এর রাতের নামায ছিল তের রাক'আত'।[৪৭১]*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُصَلِّيْ فِيْ رَمَضَانَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً وَالْوِتْرَ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) রমযান মাসে বিশ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর পড়তেন'।[৪৭২]

عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ رُوْمَانَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَقُوْمُوْنَ فِيْ زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِيْ رَمَضَانَ بِثَلَاثٍ وَّعِشْرِيْنَ رَكْعَةً.

'মালিক ইবনু ইয়াযীদ ইবনু রুমান (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, লোকজন ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর খিলাফত কালে রমযানে তেইশ রাক'আত নামায পড়তেন'।[৪৭৩]*

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَقُلْتُ لَأَنْظُرَنَّ إِلٰى صَلَاةِ

উদ্দেশ্য নয় বরং তাঁর তাহাজ্জুদ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তিনি সব সময় ৮ রাক'আত তাহাজ্জুদ ও ৩ রাক'আত বিতর পড়তে অভ্যস্ত ছিলেন। তারাবীহ ভিন্ন হাদীছ দ্বারা সাব্যস্ত।

৪৭১. বুখারী, আস সহীহ, হা-১০৬৭

* এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, দশ রাক'আত তারাবীহ ও তিন রাক'আত বিতর।

৪৭২. ইবনু আবি শায়বাহ, আল মুসান্নাফ, হা-৭৭৭৪

৪৭৩. মালিক, আল মুয়াত্তা, হা-২৪৫

* এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়- বিশ রাক'আত তারাবীহ ও তিন রাক'আত বিতর। অদ্যাবধি মক্কা ও মাদীনার হারামাইনে বিশ রাক'আত তারাবীহ প্রচলিত আছে। তবে হারামাইনের বাহিরের মাসাজিদগুলোতে ৮/১০ রাক'আত তারাবীহ চলছে। কোন বিতর্ক ওখানে নেই, নেই কোন ঝগড়া ফাসাদ বা ফাতওয়ার তীর বর্ষণ। বরং সকলে রাক'আতের এ ভিন্নতাকে উদারভাবে গ্রহণ করেছেন।

رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَطَرَحْتُ لِرَسُوْلِ اللهِ ﷺ وِسَادَةً فَنَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فِيْ طُوْلِهَا فَجَعَلَ يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ ثُمَّ قَرَأَ الْاٰيَاتِ الْعَشْرَ الْاَوَاخِرَ مِنْ اٰلِ عِمْرَانَ حَتّٰى خَتَمَ ثُمَّ اَتٰى شَنًّا مُعَلَّقًا فَاَخَذَهُ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ قَامَ يُصَلِّيْ فَقُمْتُ فَصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَ ثُمَّ جِئْتُ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلٰى رَأْسِيْ ثُمَّ اَخَذَ بِاُذُنِيْ فَجَعَلَ يَفْتِلُهَا ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ صَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ اَوْتَرَ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার খালা মাইমুনা (রা.) এর কাছে রাত্রি যাপন করলাম। আমি (মনে মনে) বললাম, অবশ্যই আমি রাসূল (সা.) এর নামায আদায়ের নিয়ম দেখবো। রাসূল (সা.) এর জন্য একটা বিছানা বিছিয়ে দেয়া হলো। রাসূল (সা.) বিছানার লম্বালম্বি দিকে নিদ্রামগ্ন হলেন। এরপর জাগ্রত হয়ে মুখমণ্ডল থেকে ঘুমের রেশ মুছতে লাগলেন এবং সূরা আলে ইমরানের শেষ দশ আয়াত পাঠ করে সমাপ্ত করলেন। তারপর একটি ঝুলন্ত মশকের দিকে এসে তা নিজের কাছে নিলেন এবং ওযু করে নামাযে দাঁড়ালেন। আমি দাঁড়িয়ে তিনি যা যা করছিলেন, তা করলাম। তারপর আমি এসে তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। তারপর তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন। তারপর আমার কান ধরে মলতে লাগলেন। তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত, তারপর দু'রাক'আত নামায আদায় করলেন এবং তারপর বিতরের নামায আদায় করলেন'।[৪৭৪*]

---

৪৭৪. বুখারী, আস সহীহ, হা-৪২১৫
* এ হাদীছে রাসূল (সা.) এর রাতের নামায বিতর ব্যতীত ১২ রাক'আত ছিল মর্মে বর্ণিত হয়েছে। বিতরসহ ১৩ বা ১৫ রাক'আত হবে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ بِتُّ عِنْدَ خَالَتِيْ مَيْمُوْنَةَ فَتَحَدَّثَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَعَ اَهْلِهِ سَاعَةً ثُمَّ رَقَدَ فَلَمَّا كَانَ ثُلُثُ اللَّيْلِ الْاٰخِرِ قَعَدَ فَنَظَرَ اِلَى السَّمَاءِ... ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ وَاسْتَنَّ فَصَلّٰى اِحْدٰى عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ اَذَّنَ بِلَالٌ فَصَلّٰى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى الصُّبْحَ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি আমার খালা মাইমুনা (রা.) এর কাছে রাত্রি যাপন করেছিলাম। ঐ রাতে রাসূল (সা.) তাঁর পরিবারের সাথে কিছুক্ষণ কথা বললেন, তারপর শুয়ে পড়লেন। যখন রাতের শেষ তৃতীয়াংশ হলো, তিনি উঠে বসলেন। তারপর আকাশের দিকে তাকালেন।..... অতপর তিনি দাঁড়ালেন, তারপর ওযু করলেন এবং মিসওয়াক করলেন, তারপর এগারো রাক'আত নামায পড়লেন। অতপর বিলাল (রা.) আযান দিলেন। তারপর রাসূল (সা.) দু'রাক'আত নামায পড়লেন, অতপর বের হলেন, তারপর ফজরের নামায পড়লেন'।[৪৭৫]

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ اَنَّهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لَيْلَةً فِيْ رَمَضَانَ اِلَى الْمَسْجِدِ فَاِذَا النَّاسُ اَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُوْنَ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِيْ نَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّيْ بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ اِنِّيْ اَرٰى لَوْ جَمَعْتُ هٰؤُلَاءِ عَلٰى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ اَمْثَلَ ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلٰى اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً اُخْرٰى وَالنَّاسُ يُصَلُّوْنَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ قَالَ عُمَرُ نِعْمَ الْبِدْعَةُ هٰذِهِ.

'আব্দুর রহমান ইবনু আবদ আল কারী (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রমযানের এক রাতে ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) এর সাথে মাসজিদে

---

৪৭৫. বুখারী, আস সহীহ, হা-৪২১৪

নববীতে গিয়ে দেখতে পাই যে, লোকেরা বিক্ষিপ্ত জামা'আতে বিভক্ত। কেউ একাকী নামায পড়ছে, আবার কোন ব্যক্তি নামায পড়ছে এবং তার ইকতিদা করে একদল লোক নামায আদায় করছে। ওমর (রা.) বলেন, আমি মনে করি যে, এই লোকদের যদি একজন কারীর (ইমামের) পিছনে একত্রিত করে দেই তবে তা উত্তম হবে।

এরপর তিনি উবাই ইবনু কা'ব (রা.) এর পিছনে সকলকে একত্রিত করে দিলেন। পরবর্তীতে আরেক রাতে আমি তাঁর (ওমর) সঙ্গে বের হই। তখন লোকেরা তাঁদের ইমামের সাথে নামায পড়ছিল। ওমর (রা.) বললেন, কতইনা সুন্দর এই নতুন ব্যবস্থা'।[৪৭৬*]

عَنْ اَبِيْ ذَرٍ قَالَ صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا حَتّٰى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا حَتّٰى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ فَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتّٰى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هٰذِهِ قَالَ اِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْاِمَامِ حَتّٰى يَنْصَرِفَ كَتَبَ اللهُ لَهُ قِيَامَ لَيْلَةٍ ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا وَلَمْ يَقُمْ حَتّٰى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ فَقَامَ بِنَا فِي الثَّالِثَةِ وَجَمَعَ اَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ تَخَوَّفْنَا اَنْ يَفُوْتَنَا الْفَلَاحُ قُلْتُ وَمَا الْفَلَاحُ قَالَ السُّحُوْرُ.

---

৪৭৬. বুখারী, আস সহীহ, হা-১৮৮৩

* এ হাদীছ দ্বারা যা বুঝা যায়, তা হলো–

(i) হযরত ওমর (রা.) এর খেলাফতের আগ পর্যন্ত তারাবীহর নামায নিয়মিতভাবে জামা'আতে পড়ার প্রথা চালু ছিল না।

(ii) হযরত ওমর (রা.) নিজেও তারাবীহ'র এ জামা'আতে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন নি।

(iii) এ ব্যবস্থাপনাকে তিনি অতি উত্তম ব্যবস্থাপনা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

'আবূ যর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা একবার রাসূল (সা.) এর সাথে রোযা রাখছিলাম। তিনি আমাদেরকে নিয়ে তারাবীহর নামায আদায় করলেন না। যখন মাসের সাত রাত্রি অবশিষ্ট ছিলো, তিনি আমাদেরকে নিয়ে তারাবীহর নামায আদায় করতে লাগলেন, রাতের তৃতীয় প্রহর অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত। যখন মাসের ছয় রাত্রি অবশিষ্ট থাকলো তিনি আমাদেরকে নিয়ে তারাবীহ পড়লেন না। যখন পাঁচ রাত্রি অবশিষ্ট থাকলো তিনি আমাদেরকে নিয়ে তারাবীহ পড়লেন, অর্ধ রাত পর্যন্ত। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদেরকে নিয়ে বাকী রাতটুকুও যদি নফল নামায আদায় করতেন! তিনি বললেন, যে ব্যক্তি ইমামের সাথে তারাবীহ পড়ে ঘরে ফিরে যায়, তার জন্য পূর্ণ রাত্রি নামায পড়ার সাওয়াব লিখে দেয়া হবে। অতপর তিনি আমাদেরকে নিয়ে তারাবীহ পড়লেন না, নিজেও একাকী আদায় করলেন না। যখন মাসের আর তিন রাত্রি বাকী থাকলো, তিনি ঐ রাতে আমাদেরকে নিয়ে তারাবীহ পড়লেন। ঐ রাতে তার সন্তান-সন্ততি এবং পরিবারবর্গও জড়ো হয়ে গেল। আমরা আশংকা করতে লাগলাম, নামাযের কারণে "ফালাহ" হারিয়ে ফেলি। আমি বললাম (পরবর্তী রাবী বলেন) "ফালাহ" এর অর্থ কী? বললেন, সাহরী খাওয়া'।[৪৭৭*]

---

৪৭৭. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১৬০৮

* এ হাদীছের দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায়, রাসূল (সা.) রমযানের ২৩তম রাতে সাহাবাগণকে সাথে নিয়ে তারাবীহ পড়েছেন রাতের ১ম তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হওয়ার পর। পরবর্তী রাতে একত্রিত হয়ে তারাবীহ পড়েন নি। পঁচিশতম রাতে মধ্যরাত অতিবাহিত হওয়ার পর সাহাবাগণকে সাথে নিয়ে আবার তারাবীহ পড়েছেন। আবার সাতাশতম রাতে তৃতীয় বারের মত সাহাবাগণের সাথে পরিবার পরিজনকে নিয়ে তারাবীহ পড়ছেন সাহরীর আগ পর্যন্ত। শুধু এ তিন রাত রাসূল (সা.) এর তারাবীহ জামা'আতের সাথে আদায় করা হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হলো। কিন্তু এখানে প্রশ্ন উঠে- শেষ রাত তথা সাতাশতম রাতে সাহরী পর্যন্ত তারাবীহ পড়েছেন– তিনি তাহাজ্জুদ পড়লেন কখন? তিনি তো কখনো তাহাজ্জুদ মিস করতেন না। না-কি শেষ রাতের নফল নামাযকে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোই বলতে বাধা নেই? এ হাদীছ দিয়ে কেউ কেউ দলীল প্রদান করে বলেন- তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই নামায। রমযানের রাতে প্রথম দিকের নফল নামাযকে তারাবীহ বলা হয়। আর শেষ রাতে পড়লে এটাকে তাহাজ্জুদ বলা হয়। আবার কেউ কেউ বলেন, তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ ভিন্ন ভিন্ন নামায। তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ এক নামায হলে- রমযানে "কিয়ামুল লাইল" এর জন্য আলাদা হাদীছ বর্ণনার কি প্রয়োজন ছিল?

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنٰى مَثْنٰى.

'আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) কে রাতের নামায সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, রাতের নামায দু'রাক'আত, দু'রাক'আত'।[৪৭৮]*

ঈদের নামায

ঈদের দিনের প্রচলন হয় যেভাবে

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الْمَدِيْنَةَ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُوْنَ فِيْهِمَا فَقَالَ مَا هٰذَانِ الْيَوْمَانِ قَالُوْا كُنَّا نَلْعَبُ فِيْهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِنَّ اللهَ قَدْ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا خَيْرًا مِنْهُمَا يَوْمَ الْأَضْحٰى وَيَوْمَ الْفِطْرِ.

উল্লেখ্য যে, এ হাদীছে লম্বা সময় ব্যাপি নামায পড়ার কথা বলা হলেও কত রাক'আত পড়া হয়েছে তা বলা হয় নি। এতে বুঝায় যায় রাক'আতের সংখ্যাকে প্রাধান্য দেয়া হয়নি। সময়ের ব্যাপ্তিকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে।

৪৭৮. বুখারী, আস সহীহ, হা-৯৯৫; মুসলিম, আস সহীহ, হা-৭৪৯

* সনদের মানে প্রচণ্ড শক্তিশালী এ হাদীছে নববী খানা তারাবীহ এর রাক'আত সংখ্যা নিয়ে সৃষ্ট মতভেদ (ঝগড়ার) নিরসনে আহলে ইলমদের জন্য হাকীমের ভূমিকা পালনে সক্ষম, যদি তাঁরা ঝগড়া নিরসনে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরে যেতে রাজী থাকেন। এ হাদীছে রাতের (নফল/সুন্নাত) নামাযকে নির্ধারিত রাক'আত সংখ্যায় সীমিতকরণ না করে উন্মুক্ত রাখা হয়েছে। দু'রাক'আত করে করে যার যত মন চায় পড়ার সুযোগ দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, রাক'আতের সংখ্যা কত, তা নয়; বরং নামাযের মান কতটা সুন্দর করা যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা বেশী জরুরী। রাসূল (সা.) ৮ রাক'আত পড়েছেন না-কি ২০ রাক'আত পড়েছেন এটা নিয়ে বিতর্ক তৈরী করা হলো, কিন্তু তিনি নামাযে দাঁড়ালে দু'পা ফুলে যেত- এমন লম্বা নামায পড়তেন, তা নিয়ে বিতর্ক হয়েছে কয় দিন? তাই রাক'আতের সংখ্যা তত্ত্বে মনোযোগী হওয়ার তুলনায় নামাযের সৌন্দর্যের দিকে বেশী মনোযোগী হওয়ার মাঝেই প্রকৃত কল্যাণ নিহিত আছে।

'আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) মদীনাতে এসে দেখেন, মদীনাবাসীরা নির্দিষ্ট দু'টি দিনে খেলাধুলা ও আনন্দ করে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন : এ দু'টি দিন কিসের? তারা বললো, জাহিলী যুগে আমরা এ দু'দিন খেলাধুলা করতাম। রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, মহান আল্লাহ তা'আলা তোমাদের এ দু'দিনের পরিবর্তে উত্তম দু'টি দিন দান করেছেন। তা হলো, ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের দিন'।[৪৭৯]

ঈদের দিনের কতিপয় সুন্নাত

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَغْدُوْ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ وَيَأْكُلُهُنَّ وِتْرًا.

'আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (সা.) ঈদুল ফিতরের দিন কিছু খেজুর না খেয়ে বের হতেন না। আর তিনি সেটা বেজোড় সংখ্যায় খেতেন'।[৪৮০]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتّٰى يَطْعَمَ وَلَا يَطْعَمُ يَوْمَ الْأَضْحٰى حَتّٰى يُصَلِّيَ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু বুরাইদা (রহ.) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) ঈদুল ফিতরের দিন কিছু না খাওয়া পর্যন্ত নামাযের দিকে বের হতেন না এবং ঈদুল আযহার দিন নামায না আদায় করা পর্যন্ত কিছু খেতেন না'।[৪৮১]

---

৪৭৯. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১১৩৪; নাসাঈ, আস সুনান, হা-১৫৫৫

৪৮০. বুখারী, আস সহীহ, হা-৮৯৯, ৯৫৩

৪৮১. তিরমিযী, আস সুনান, হা-৫৪২; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১৭৫৬

عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمُ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ.

'জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা.) ঈদের দিন (বাড়ী ফেরার পথে) ভিন্ন পথে আসতেন'।[৪৮২]

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنِ عُمَرَ كَانَ يَغْتَسِلُ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يَغْدُوَ إِلَى الْمُصَلَّى.

'নাফে (রহ.) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) ঈদুল ফিতরের দিন সকালে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে গোসল করতেন'।[৪৮৩]

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيْدِ مَاشِيًا وَيَرْجِعُ مَاشِيًا.

'ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) পায়ে হেঁটে ঈদগাহে যেতেন এবং পায়ে হেঁটে ফিরে আসতেন'।[৪৮৪]

ঈদুল ফিতরের নামাযে যাওয়ার পূর্বে সাদাকাতুল ফিতর আদায় করা

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوْجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

'ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) সাদাকায়ে ফিতরের ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন যে, লোকজনের ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বেই যেন তা আদায় করে দেয়া হয়'।[৪৮৫]

---

৪৮২. বুখারী, আস সহীহ, হা-৯২৯
৪৮৩. মালিক, আল মুয়াত্তা, হা-৪১৫
৪৮৪. তিরমিযী, আস সুনান, হা-৫৩০; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১২৯৫
৪৮৫. নাসাঈ, আস সুনান, হা-২৫২০

দু'ঈদে তাকবীর বলা

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ فَيُكَبِّرُ حَتّٰى يَأْتِيَ الْمُصَلّٰى وَحَتّٰى يَقْضِيَ الصَّلَاةَ فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَطَعَ التَّكْبِيْرَ.

'মুহাম্মাদ ইবনু মুসলিম ইবনু শিহাব আযযুহরী (রহ.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) যখন ঈদুল ফিতরের দিন বের হতেন, ঈদগাহে পৌঁছা পর্যন্ত এমনকি নামায শেষ হওয়া পর্যন্ত তাকবীর দিতেন। অতপর যখন নামায শেষ হতো তাকবীর বন্ধ করে দিতেন'।[৪৮৬]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ غَدَاةَ عَرَفَةَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ عَلٰى مَكَانِكُمْ ثُمَّ يَقُوْلُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ اَللهُ أَكْبَرُ اَللهُ أَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ فَيُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ.

'জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) যখন আরাফার দিন ফজরের নামায পড়তেন তখন সাহাবাগণকে বলতেন- তোমাদের স্থানে থাকো- তারপর বলতেন- আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ। তিনি তাকবীর দিতেন আরাফার দিন ফজর থেকে আইয়্যামে তাশরীকের দিন আসর পর্যন্ত'।[৪৮৭]

---

৪৮৬. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, খ-৩, পৃ. ১২৩
৪৮৭. বায়হাকী, আদ দাওয়াতুল কাবীর, খ-২, পৃ. ১৬৪

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ اِنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ اَيَّامَ التَّشْرِيْقِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ.

'ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি আইয়্যামে তাশরীকের দিনগুলোতে এ বলে তাকবীর দিতেন- আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, ওয়া আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ'।[৪৮৮]

ঈদের দিন সাক্ষাতে "তাকাব্বালাল্লাহু" বলা

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ اَبِىْ اُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ وَغَيْرِهِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ ﷺ فَكَانُوْا اِذَا رَجَعُوْا مِنَ الْعِيْدِ يَقُوْلُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ تَقَبَّلَ اللّٰهُ مِنَّا وَمِنْكَ.

'মুহাম্মাদ ইবনু যিয়াদ থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- আমি আবু উমামা বাহিলী (রা.) ও অন্যান্য সাহাবীর সাথে ছিলাম। তাঁরা যখন ঈদের দিন ঈদগাহ থেকে ফিরতেন তখন একে অন্যকে বলতেন- তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ও মিনকা। (আল্লাহ আমাদের ও তোমাদের পক্ষ থেকে আমলগুলো কবুল করুন')।[৪৮৯]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ : اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ وَاَجَلُّ، اَللّٰهُ اَكْبَرُ عَلٰى مَا هَدَانَا.

'ইবনু আব্বাস থেকে বর্ণিত। তাঁর বক্তব্য হলো- (তাকবীরের বাক্য হবে) আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হামদ, আল্লাহু আকবার ওয়া আযাল্লু, আল্লাহু আকবার 'আলা মা হাদানা'।[৪৯০]

---

৪৮৮. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, খ-৩, পৃ.১২৫
৪৮৯. আহমাদ, আল মুগনী, খ-৩, পৃ.২৯৪
৪৯০. আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, খ-৩, পৃ. ১২৫

নতুন চাঁদ দেখে দু'আ পড়া

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اِذَا رَاَى الْهِلَالَ قَالَ : اَللّٰهُمَّ اَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْاَمْنِ وَالْاِيْمَانِ وَالسَّلَامَةِ وَالْاِسْلَامِ وَالتَّوْفِيْقِ لِمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللّٰهُ.

'ইবনু ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূল (সা.) যখন নতুন চাঁদ দেখতেন, তখন বলতেন : আল্লাহুম্মা আহিল্লাহু আলাইনা বিল আমনি, ওয়াল ঈমানি, ওয়াছ ছালামাতি, ওয়াল ইসলামি, ওয়াত তাওফীকি, লিমা তুহিব্বু ও তারদা, রাব্বুনা ওয়া রাব্বুকাল্লাহ'।[৪৯১]*

ঈদের নামাযে আযান ও ইকামাতের বিধান

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَا لَمْ يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَلَا يَوْمَ الْاَضْحٰى.

'ইবনু আব্বাস এবং জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, ঈদুল ফিতরের নামাযে কিংবা ঈদুল আযহার নামাযে আযান দেয়া হত না'।[৪৯২]

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا مَرَّتَيْنِ الْعِيْدَيْنِ بِغَيْرِ اَذَانٍ وَلَا اِقَامَةٍ.

'জাবির ইবনু সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

---

৪৯১. ইবনু হিব্বান, আস সহীহ, হা-৮৮৮
* ঈদুল ফিতরের নতুন চাঁদ দেখার পর উল্লেখিত দু'আ পড়ে তাকবীর দেয়া শুরু হবে। ঈদের নামায শেষ হলে তাকবীর দেয়া বন্ধ হবে। আর পরস্পর সাক্ষাৎ হলে- "ঈদ মোবারক" বলার চেয়েও হাদীছে শিখানো দু'আটি বেশী বেশী বলার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। যে কোন মাসের নতুন চাঁদ দেখে এ দু'আ পড়া সুন্নাত।
৪৯২. বুখারী, আস সহীহ, হা-৯০৫

(সা.) এর সাথে দুই ঈদের নামায আযান ও ইকামাত ছাড়া একবার-দুইবার নয় বরং অনেকবার আদায় করেছি'।[৪৯৩]*

ঈদের নামাযে খুতবাহ কখন দেয়া হবে?

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَاَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ فَكُلُّهُمْ كَانُوْا يُصَلُّوْنَ قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা.) আবু বকর, ওমর ও উসমানের সাথে ঈদ উদযাপন করেছি। তারা সবাই খুতবার পূর্বে নামায সম্পন্ন করতেন'।[৪৯৪]*

ঈদের নামাযের রাক'আত সংখ্যা

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ صَلَاةُ الْاَضْحٰى رَكْعَتَانِ وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ.

'ওমর ইবনু খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ঈদুল আযহার নামায দু'রাক'আত, ঈদুল ফিতরের নামায দু'রাক'আত'।[৪৯৫]

---

৪৯৩. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১১৪৮; তিরমিযী, আস সুনান, হা-৫০০

* ঈদের নামাযে আযান ও ইকামাত ব্যতীত রাসূল (সা.) ও সাহাবাগণ নামায পড়েছেন। এটাই সুন্নাত। তাই আমরাও ঈদের নামাযে আযান ও ইকামাত দেই না। নিষেধ তো নাই, এ কথা বলে নতুন করে কেউ ঈদের নামাযে আযান ইকামাত চালু করলে যেমন বিদ'আত হবে, ঠিক অন্যান্য ইবাদাতের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু পরিতাপ হলো- একথা আমরা এক জায়গায় মানি, অন্য জায়গায় মানতে চাই না। ইয়া সালাম !!!

৪৯৪. বুখারী, আস সহীহ, হা-৯০৬; মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৯২৮

* ঈদের জামা'আতের পূর্বে খুতবাহ দেয়া যাবে না- এমন নিষেধাজ্ঞার একটি হাদীছও নেই। তারপরও আমরা ঈদের নামাযের পূর্বে খুতবাহ দেই না কারণ, রাসূল (সা.) এর হুবহু অনুসরণ করতে আমরা বাধ্য। নিষেধ নাই- এ অজুহাত চলবে না। অন্যান্য ইবাদাতের ক্ষেত্রেও ঠিক একই কথা মেনে চলাই ইসলামের মূল চেতনা।

৪৯৫. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১৫৬৯

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلّٰى يَوْمَ الْفِطْرِ رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُصَلِّ قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী (সা.) ঈদুল ফিতরের দু'রাক'আত নামায আদায় করেন। এর পূর্বে ও পরে কোন (নফল) নামায আদায় করেন নি'।[৪৯৬]*

ঈদের নামাযের তাকবীর সংখ্যা

عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُكَبِّرُ فِى الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى فِى الْاُوْلٰى سَبْعَ تَكْبِيْرَاتٍ وَفِى الثَّانِيَةِ خَمْسًا.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযে প্রথম রাক'আতে সাতবার এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচবার তাকবীর বলতেন'।[৪৯৭]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَلتَّكْبِيْرُ فِى الْفِطْرِ سَبْعٌ فِى الْاُوْلٰى وَخَمْسٌ فِى الْاٰخِرَةِ وَالْقِرَاءَةُ بَعْدَهُمَا كِلْتَيْهِمَا.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী

---

৪৯৬. বুখারী, আস সহীহ, হা-৯০৮; মুসলিম, আস সহীহ, হা-১৯৩৪

* এ হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, ঈদগাহে কোন নফল নামায নেই। সকাল ৯টায় জামা'আত হবে। কিন্তু আপনি ৭টায় ঈদগাহে চলে গেলেন। হাতে অনেক সময় আছে। তাই বলে ২/৪ রাক'আত নফল নামায পড়তে আপত্তি কোথায়? হাদীছে তো নিষেধ নেই। পড়া যাবে? উত্তর হলো না। নিষেধ আছে? উত্তর হলো- না, নিষেধও নেই। তাহলে পড়া যাবে না কেন? উত্তর হলো- বিশ্বনবী (সা.) পড়েননি। তাই আমরাও পড়বো না। অনেক আলেমকে মাঝে মাঝে বলতে শুনা যায়- এটা তো নিষেধ নেই! করলে অসুবিধা কী? আসলে বুঝের অভাবটা এখানেই। সঠিক বুঝ হলো- রাসূল (সা.) যখন, যা, যেভাবে করেছেন, তখন, তা, সেভাবেই করতে হবে। ব্যতিক্রম করার সুযোগ ইসলামে নেই।

৪৯৭. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১১৪৯; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১২৮০; তিরমিযী, আস সুনান, হা-৫০৩

(সা.) বলেছেন : ঈদুল ফিতরের নামাযের তাকবীর হচ্ছে প্রথম রাক'আতে সাতটি এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচটি এবং উভয় রাক'আতেই তাকবীর বলার পর কিরাআত পড়তে হবে'।[৪৯৮]

اِنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ اَبَا مُوْسٰى اَلْاَشْعَرِىَّ وَحُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِ كَيْفَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُكَبِّرُ فِى الْاَضْحٰى وَالْفِطْرِ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى كَانَ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا تَكْبِيْرَهُ عَلَى الْجَنَائِزِ فَقَالَ حُذَيْفَةُ صَدَقَ فَقَالَ اَبُوْ مُوْسٰى كَذٰلِكَ كُنْتُ اُكَبِّرُ فِى الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ وَقَالَ اَبُوْ عَائِشَةَ وَاَنَا حَاضِرٌ سَعِيْدَ بْنَ الْعَاصِ.

'আবু মূসা আল-আশ'আরী ও হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) কে সাঈদ ইবনুল আস (রহ.) জিজ্ঞেস করেন, ঈদুল ফিতর এবং ঈদুল আযহার নামাযে রাসূলুল্লাহ (সা.) কিভাবে তাকবীর বলতেন? আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা.) বলেন, তিনি জানাযার নামাযের ন্যায় চারটি তাকবীর বলতেন। হুযাইফা (রা.) বলেন, আবু মূসা (রা.) সত্যই বলেছেন। আবু মূসা (রা.) বলেন, আমি বসরাতে গভর্নর থাকাকালে (ঈদের নামাযে) এভাবেই তাকবীর দিয়েছি। আবু আয়েশা (রা.) বলেন, সাঈদ ইবনুল আস প্রশ্ন করার সময় আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম'।[৪৯৯]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ اَلتَّكْبِيْرُ فِى الْعِيْدَيْنِ اَرْبَعٌ كَالصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَفِىْ رِوَايَةٍ اَلتَّكْبِيْرُ عَلَى الْجَنَائِزِ اَرْبَعٌ كَالتَّكْبِيْرِ فِى الْعِيْدَيْنِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুই ঈদের নামাযে চার তাকবীর হবে, জানাযার নামাযের মতো। অন্য রেওয়ায়েতে এসেছে, জানাযার নামাযে চার তাকবীর হবে দুই ঈদের নামাযের মতো'।[৫০০]

---

৪৯৮. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১১৫১; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১২৭৮
৪৯৯. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১১৫৩
৫০০. ত্বাহাবী, শরহু মা'আনিল আছার, খ-১, পৃ. ৩২০

عَنِ الْقَاسِمِ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنِىْ بَعْضُ اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ صَلّٰى بِنَا النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ عِيْدٍ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا وَاَرْبَعًا ثُمَّ اَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهٖ حِيْنَ اِنْصَرَفَ قَالَ لَا تَنْسَوْا كَتَكْبِيْرِ الْجَنَائِزِ وَاَشَارَ بِاَصَابِعِهٖ وَقَبَضَ اِبْهَامَهُ.

'কাসেম আবু আব্দুর রহমান (রহ.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) এর জনৈক সাহাবী আমার নিকট বর্ণনা করেন- তিনি বলেন, নবী (সা.) আমাদের নিয়ে ঈদের দিন নামায পড়লেন এবং (প্রতি রাক'আতে) চারটি করে তাকবীর দিলেন। নামায শেষ করে আমাদের মুখোমুখি হয়ে বললেন- ভুলে যেয়ো না, জানাযার তাকবীরের মতো। এই বলে তিনি বৃদ্ধাংগুলী গুটিয়ে বাকী চার আংগুল দিয়ে ইশারা করলেন'।[৫০১]

عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْاَسْوَدِ قَالَا كَانَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ جَالِسًا وَعِنْدَهُ حُذَيْفَةُ وَاَبُوْ مُوْسٰى اَلْاَشْعَرِىُّ فَسَأَلَهُمَا سَعِيْدُ بْنُ الْعَاصِ عَنِ التَّكْبِيْرِ فِى الصَّلَاةِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْاَضْحٰى فَجَعَلَ هٰذَا يَقُوْلُ : سَلْ هٰذَا. وَهٰذَا يَقُوْلُ سَلْ هٰذَا فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ : سَلْ هٰذَا لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ. فَسَأَلَهُ. فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ : يُكَبِّرُ اَرْبَعًا ثُمَّ يَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ فَيَرْكَعُ ثُمَّ يَقُوْمُ فِى الثَّانِيَةِ فَيَقْرَأُ ثُمَّ يُكَبِّرُ اَرْبَعًا بَعْدَ الْقِرَاءَةِ.

'আলকামা ও আসওয়াদ (রহ.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেন, ইবনু মাসউদ (রা.) বসা ছিলেন। তাঁর কাছে উপস্থিত ছিলেন হুযায়ফা ও আবু মূসা আশ'আরী (রা.)। তাঁদের দু'জনকে সাঈদ ইবনুল আস (রা.) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার নামাযের তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। ইনি বলতে লাগলেন, ওনাকে জিজ্ঞেস করুন। আর উনি বলেন, এনাকে জিজ্ঞেস

---

৫০১. ত্বাহাবী, শরহু মা'আনিল আছার, খ-২. পৃ. ৪০০

করুন। অবশেষে হুযায়ফা (রা.) তাঁকে বললেন, তাঁকে জিজ্ঞেস করুন, এই বলে তিনি ইবনু মাসউদ (রা.)কে দেখিয়ে দিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ইবনু মাসউদ (রা.) তখন বললেন- চার তাকবীর দেবে, অতপর কিরাআত পড়বে। আবার তাকবীর বলে রুকু করবে। এর পর দ্বিতীয় রাক'আতের জন্য দাঁড়াবে ও কিরাআত পড়বে। কিরাআতের পর চার তাকবীর বলবে'।[৫০২]

ঈদ ও জুমু'আ একই দিনে হলে জুমু'আ পড়তে হবে কি-না?

قَالَ اَبُوْ عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُّ الْعِيْدَ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذٰلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَصَلّٰى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ هٰذَا يَوْمٌ قَدْ اِجْتَمَعَ لَكُمْ فِيْهِ عِيْدَانِ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ اَهْلِ الْعَوَالِىْ فَلْيَنْتَظِرْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَّرْجِعَ فَقَدْ اَذِنْتُ لَهٗ.

'আবু উবায়দা বলেন, এরপর আমি উসমান ইবনু আফফান (রা.) এর সময়ও হাজির হয়েছি। সেদিন ছিল জুমু'আর দিন। তিনি খুতবাহ দানের আগে (ঈদের) নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি খুতবাহ দিতে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন : হে লোক সকল! এটি এমন দিন, যেদিন তোমাদের জন্য দু'টি ঈদ একত্র হয়ে গেছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে আওয়ালী এলাকার যে ব্যক্তি জুমু'আর নামাযের জন্য অপেক্ষা করতে চায় সে যেন অপেক্ষা করে। আর যে ফিরে যেতে চায় তার জন্য আমি অনুমতি প্রদান করলাম'।[৫০৩]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اَنَّهٗ قَالَ اجْتَمَعَ عِيْدَانِ فِىْ يَوْمِكُمْ هٰذَا فَمَنْ شَاءَ اَجْزَاَهٗ مِنَ الْجُمُعَةِ وَاِنَّا مُجَمِّعُوْنَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ.

---

৫০২. আব্দুর রাজ্জাক, আল মুসান্নাফ, খ-৩, পৃ. ২৯৩

৫০৩. বুখারী, আস সহীহ, হা-৫১৬৪

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেন : তোমাদের আজকের এ দিনে দু'ঈদ একত্রিত হয়েছে। অতএব যার ইচ্ছা সে জুমু'আর নামায ছেড়ে দিতে পারে। ইনশাআল্লাহ আমরা অবশ্যই জুমু'আর নামায পড়ব'।[৫০৪]*

ঈদের নামাযের খুতবাহ শোনার বিধান

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ حَضَرْتُ الْعِيْدَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَصَلّٰى بِنَا الْعِيْدَ ثُمَّ قَالَ قَدْ قَضَيْنَا الصَّلَاةَ فَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَجْلِسَ لِلْخُطْبَةِ فَلْيَجْلِسْ وَمَنْ اَحَبَّ اَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু সাইব (রা.) থেকে বণিত। তিনি বলেন, আমি ঈদের দিন রাসূল (সা.) এর সাথে উপস্থিত ছিলাম, তিনি আমাদের নিয়ে ঈদের নামায পড়েন। অতপর বলেন : আমরা নামায আদায় করেছি। অতএব যে পছন্দ করে সে খুতবার জন্য বসুক এবং যে চলে যেতে পছন্দ করে চলে যাক'।[৫০৫]

জানাযার নামায

জানাযার নামাযের ফজিলত

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتّٰى يُصَلِّىَ فَلَهٗ قِيْرَاطٌ وَمَنْ شَهِدَ حَتّٰى تُدْفَنَ كَانَ لَهٗ قِيْرَاطَانِ قِيْلَ وَمَا الْقِيْرَاطَانِ قَالَ مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيْمَيْنِ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃতের

---

৫০৪. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৯৮৪; ইবনে মাজাহ, আস সুনান, হা-১৩১১

* এ হাদীছের আলোকে একদল আলিম বলেন, ঈদের দিন মাসজিদে জুমু'আর নামায অনুষ্ঠিত হবে। তবে যারা চায় ব্যক্তিগতভাবে জুমু'আর পরিবর্তে যুহর নামায পড়তে পারবে।

৫০৫. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১২৯০

জন্য নামায আদায় করা পর্যন্ত জানাযায় উপস্থিত থাকবে, তার জন্য এক কীরাত (সাওয়াব দেয়া হবে)। আর যে দাফন হয়ে যাওয়া পর্যন্ত উপস্থিত থাকবে- তার জন্য দু'টি কীরাত (সাওয়াব দেয়া হবে)। জিজ্ঞেস করা হলো- দু'কীরাত কী? তিনি বললেন- দু'টি বিশাল পর্বত সমতুল্য (সাওয়াব)'।[৫০৬]

জানাযার নামাযে ইমাম কোথায় দাঁড়াবে?

عَنْ اَبِيْ غَالِبٍ قَالَ رَأَيْتُ اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جَنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ حِيَالَ رَأْسِهِ فَجِيْئَ بِجَنَازَةٍ اُخْرٰى بِاِمْرَأَةٍ فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيْرِ فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ يَا اَبَا حَمْزَةَ هٰكَذَا رَأَيْتَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَامَ مِنَ الْجَنَازَةِ مَقَامَكَ مِنَ الرَّجُلِ وَقَامَ مِنَ الْمَرْأَةِ مَقَامَكَ مِنَ الْمَرْأَةِ قَالَ نَعَمْ فَاَقْبَلَ عَلَيْنَا فَقَالَ اِحْفَظُوْا.

'আবু গালিব (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনু মালিক (রা.)কে এক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়তে দেখলাম। তিনি তার মাথা বরাবর দাঁড়ালেন। তারপর আরেক মহিলার লাশ উপস্থিত করা হলে- তিনি খাটের মাঝ বরাবর দাঁড়ালেন। অতপর আলা ইবনু যিয়াদ বলেন- হে আবু হামযা! আপনি পুরুষ ও মহিলার জানাযার নামাযে যেখানে-যেখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়েছেন- রাসূল (সা.) কি সেখানে দাঁড়িয়েই নামায পড়েছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তারপর তিনি আমাদের দিকে ফিরে দাঁড়ালেন এবং বললেন- তোমরা স্মরণ রেখো'।[৫০৭]

عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِيْ نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا.

---

৫০৬. বুখারী, আস সহীহ, হা-১৩২৫
৫০৭. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১৪৯৪

'ছামুরা ইবনু যুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূল (সা.) এর পিছনে একজন স্ত্রীলোকের জানাযার নামায আদায় করেছি, যিনি নিফাছ অবস্থায় (প্রসূতি নারীর প্রসবজনিত রক্তস্রাব) মারা গিয়েছেন। তিনি তার (স্ত্রীলোকটির) মাঝ বরাবর দাঁড়িয়েছিলেন'।[৫০৮]

জানাযার নামাযের কাতার সংখ্যা

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اِنَّ اَخًا لَكُمْ قَدْ مَاتَ فَقُوْمُوْا فَصَلُّوْا عَلَيْهِ قَالَ فَقُمْنَا فَصَفَّنَا صَفَّيْنِ.

'জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (নাজাশীর ইন্তিকালের পর) রাসূল (সা.) বলেন- তোমাদের এক ভাই ইন্তিকাল করেছেন। অতএব তোমরা উঠ এবং তার জন্য নামায পড়। জাবির (রা.) বলেন, আমরা উঠে দাঁড়ালাম। অতপর তিনি আমাদেরকে দু'কাতারে দাঁড় করিয়ে দিলেন'।[৫০৯]

عَنْ مَالِكِ بْنِ هُبَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيُصَلِّيَ عَلَيْهِ ثَلَاثَةُ صُفُوْفٍ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا اَوْجَبَ قَالَ : فَكَانَ مَالِكٌ اِذَا اِسْتَقَلَّ اَهْلَ الْجَنَازَةِ جَزَّأَهُمْ ثَلَاثَةَ صُفُوْفٍ لِلْحَدِيْثِ.

'মালিক ইবনু হুবাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন : কেউ মারা গেলে, তার জানাযার নামাযে যদি তিন কাতার লোক উপস্থিত হয় (আল্লাহ তার জন্য জান্নাত) ওয়াজিব করে দেন। রাবী বলেন- এ কারণে মালিক (রা.) জানাযায় লোক কম হলে তাদেরকে তিন কাতারে বিভক্ত করতেন। এ হাদীছের আলোকে আমল করার উদ্দেশ্যে'।[৫১০]

---

৫০৮. বুখারী, আস সহীহ, হা-১৩৩২
৫০৯. মুসলিম, আস সহীহ, হা-২০৯৮
৫১০. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৩১৬৬

জানাযার নামাযের তাকবীর সংখ্যা

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى اِنَّهُ كَبَّرَ عَلٰى جَنَازَةِ اِبْنَةٍ لَهُ اَرْبَعَ تَكْبِيْرَاتٍ فَقَامَ بَعْدَ الرَّابِعَةِ كَقَدْرِ مَا بَيْنَ التَّكْبِيْرَتَيْنِ يَسْتَغْفِرُ لَهَا وَيَدْعُوْ. ثُمَّ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصْنَعُ هٰكَذَا. ثُمَّ سَلَّمَ عَنْ يَمِيْنِهٖ وَعَنْ شِمَالِهٖ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আবি আউফা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি তার এক কন্যার জানাযার নামাযে চার বার তাকবীর দিলেন। অতপর চতুর্থ তাকবীরের পর দু'তাকবীরের মাঝের বিরতি পরিমাণ সময় দাঁড়িয়ে থাকলেন। কন্যাটির জন্য দু'আ ও ইস্তিগফার করলেন। অতপর বললেন, রাসূল (সা.) এরূপই করতেন। তারপর ডানে ও বামে সালাম ফিরালেন'।[৫১১]

عَنْ اِبْنِ اَبِيْ لَيْلٰى اَنَّ زَيْدَ بْنَ اَرْقَمَ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْسًا وَقَالَ كَبَّرَهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ

'ইবনু আবু লাইলা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনু আকরাম (রা.) একটি জানাযার নামাযে ইমামতি করলেন এবং তাতে পাঁচবার তাকবীর বললেন। তারপর তিনি বলেন- রাসূল (সা.) অনুরূপ তাকবীর বলেছেন'।[৫১২]

জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়া যাবে কি-না?

عَنْ اُمِّ شَرِيْكٍ الْاَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

'উম্মু শারীক আল-আনসারিয়্যাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল

৫১১. আহমাদ, আল মুসনাদ, হা-১৯৪১৭
৫১২. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১৯৮৬

(সা.) আমাদেরকে জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন'।[৫১৩]

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَرَأَ عَلَى الْجَنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূল (সা.) জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করেছেন'।[৫১৪]

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَالَ لِيَعْلَمُوْا اَنَّهَا سُنَّةٌ.

'তালহা ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আওফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাস (রা.)-এর পিছনে জানাযার নামায আদায় করেছি। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা পাঠ করলেন। রাবী বলেন, যাতে লোকেরা জানতে পারে যে, এটা সুন্নাত'।[৫১৫]

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ اَنَّهُ اَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ اِنَّ السُّنَّةَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ اَنْ يُكَبِّرَ الْاِمَامُ ثُمَّ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ بَعْدَ التَّكْبِيْرَةِ الْاُوْلٰى سِرًّا فِيْ نَفْسِهٖ ثُمَّ يُصَلِّيْ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَيُخْلِصُ الدُّعَاءَ لِلْجَنَازَةِ فِي التَّكْبِيْرَاتِ لَا يَقْرَأُ فِيْ شَيْءٍ مِنْهُنَّ ثُمَّ يُسَلِّمُ سِرًّا فِيْ نَفْسِهٖ.

'আবু উমামা ইবনু সাহল ইবনু হুনাইফ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূল

৫১৩. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১৪৯৬
৫১৪. তিরমিযী, আস সুনান, হা-১০২৬
৫১৫. বুখারী, আস সহীহ, হা-১৩৩৫

(সা.) এর একজন সাহাবী থেকে বর্ণনা করেন- জানাযার নামাযের সুন্নাহ পদ্ধতি হলো- ইমাম প্রথম তাকবীর দিয়ে চুপে চুপে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে। তারপর দরূদ পড়বে এবং পরবর্তী তাকবীরসমূহে একনিষ্ঠভাবে মৃতের জন্য দু'আ পড়বে। কিন্তু আর কোন কিরা'আত পড়বে না। অতপর চুপে চুপে সালাম ফিরাবে'।[৫১৬]

عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ اَنَّهُ قَالَ اَلسُّنَّةُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَازَةِ اَنْ يَقْرَأَ فِي التَّكْبِيْرِ الْاُوْلٰى بِاُمِّ الْقُرْاٰنِ مُخَافَتَةً ثُمَّ يُكَبِّرُ ثَلَاثًا وَالتَّسْلِيْمُ عِنْدَ الْاٰخِرَةِ.

'আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুন্নাত হলো জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীর দেয়ার পর সূরা ফাতিহা চুপে চুপে পাঠ করবে। তারপর তিনবার তাকবীর দেবে এবং শেষ তাকবীরের পর সালাম ফিরাবে'।[৫১৭]

عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُوْرَةٍ وَجَهَرَ حَتّٰى أَسْمَعَنَا فَلَمَّا فَرَغَ أَخَذْتُ بِيَدِهِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سُنَّةٌ وَحَقٌّ.

'তালহা ইবনু আব্দুল্লাহ ইবনু আউফ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনু আব্বাসের পিছনে একটি জানাযার নামায আদায় করলাম। তিনি তাতে সূরা ফাতিহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করলেন এবং সশব্দে পড়লেন যাতে করে আমরা শুনতে পাই। যখন তিনি অবসর হলেন- আমি তার হস্ত ধারণপূর্বক জিজ্ঞাসা করলাম, তখন তিনি বলেন, এটা সুন্নাত এবং সঠিক'।[৫১৮]*

---

৫১৬. বাইহাকী, আস সুনানুল কুবরা, খ-৪, পৃ. ৩৯

৫১৭. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১৯৯৩

৫১৮. নাসাঈ, আস সুনান, হা-১৯৯১

* ইমাম তিরমিযী (র.) জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করা প্রসঙ্গে বলেন-

عَنْ نَافِعٍ اَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ.

'নাফে (র.) থেকে বর্ণিত। আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রা.) জানাযার নামাযে কিরাআত পাঠ করতেন না'।[৫১৯]

জানাযার নামাযে মাইয়্যেতের জন্য কোন দু'আ পড়া হবে?

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ صَلّٰى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلٰى جَنَازَةٍ فَقَالَ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيْرِنَا وَكَبِيْرِنَا وَذَكَرِنَا وَاُنْثَانَا اَللّٰهُمَّ مَنْ اَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاَحْيِهِ عَلَى الْاِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْاِيْمَانِ اَللّٰهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) এক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়লেন। নামাযে এ দু'আ করলেন- হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত, মৃত, ছোট, বড়, পুরুষ, নারী, উপস্থিত, অনুপস্থিত সকলকে ক্ষমা

والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي ﷺ وغيرهم يختارون ان يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الاولى وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم لا يقرأ في الصلاة على الجنازة انما هو ثناء على الله والصلاة على النبي ﷺ والدعاء للميت وهو قول الثوري وغيره من اهل الكوفة.

'জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করার হাদীছের উপর একদল বিশেষজ্ঞ সাহাবী ও অপরাপর আলিমগণ আমল করেছেন। জানাযার নামাযে প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতিহা পাঠ করাকে তারা পছন্দ করতেন। এই মত ইমাম শাফেঈ, আহমদ ও ইসহাকেরও। অপর একদল বিশেষজ্ঞ আলিম বলেছেন- জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না। কেননা এটা হচ্ছে আল্লাহর প্রশংসা, নবী (সা.) এর উপর দরূদ পাঠ এবং মৃতের জন্য দু'আ করা। এই মত সুফিয়ান সাওরী ও কুফাবাসী আলেমদের। (তিরমিযী, হা-১০২৭ দ্রষ্টব্য)।

৫১৯. মালিক, আল মুয়াত্তা, হা-৫৪১

করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদের মধ্যে তুমি যাকে জীবিত রাখবে তাকে ইসলামের উপর রেখো। যাকে মৃত্যু দেবে ঈমানের সাথে মৃত্যু দাও। হে আল্লাহ! এর সওয়াব থেকে আমাদের বঞ্চিত করো না এবং এরপর আমাদের পথভ্রষ্ট করো না'।[৫২০]

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيِّ قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلٰى جَنَازَةٍ فَحَفِظْتُ مِنْ دُعَائِهِ وَهُوَ يَقُوْلُ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَاَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَاَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَاَهْلًا خَيْرًا مِنْ اَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَاَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَاَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ قَالَ حَتّٰى تَمَنَّيْتُ اَنْ اَكُوْنَ ذٰلِكَ الْمَيِّتَ.

'আউফ ইবনু মালিক আল আশজাঈ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) এক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়লেন। তিনি তাতে যে দু'আ পড়লেন তা আমি মুখস্থ করে ফেলেছি। তা হলো- হে আল্লাহ তুমি তাকে ক্ষমা কর। তার প্রতি দয়া কর। তাকে নিরাপদে রাখ ও তার ত্রুটি মার্জনা কর। তাকে উত্তম সামগ্রী দান কর এবং তার প্রবেশ পথকে প্রশস্ত কর। তাকে পানি, বরফ ও বৃষ্টি দ্বারা ধৌত করে দাও। তাকে পাপ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার করে দাও, যেভাবে সাদা কাপড় ময়লা থেকে পরিষ্কার হয়ে যায়। তাকে তার ঘর অপেক্ষা উত্তম ঘর দান কর। তার পরিবার অপেক্ষা উত্তম পরিবার দান কর। তার স্ত্রী অপেক্ষা উত্তম স্ত্রী দান কর। তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও এবং কবরের আযাব থেকে পরিত্রাণ দাও।

রাবী বলেন, এ দু'আ শুনে আমি যেন মনে আকাঙ্ক্ষা করলাম, যদি সে লাশটি আমি হতাম'।[৫২১]*

---

৫২০. ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১৪৯৮

৫২১. মুসলিম, আস সহীহ, হা-২১২১

জানাযার নামাযে বেশী লোকের উপস্থিতি কল্যাণকর

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ فَيَقُوْمُ عَلٰى جَنَازَتِهِ اَرْبَعُوْنَ رَجُلًا لَايُشْرِكُوْنَ بِاللهِ شَيْئًا اِلَّا شَفَّعَهُمُ اللهُ فِيْهِ.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন- কোন মুসলিম মারা গেলে তার জানাযার নামাযে যদি এমন চল্লিশজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে যায়, যারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করে না, তবে মহান আল্লাহ তার অনুকূলে তাদের সুপারিশ কবুল করেন'।[৫২২]

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مَيِّتٍ يُصَلِّيْ عَلَيْهِ اُمَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَبْلُغُوْنَ مِائَةً كُلُّهُمْ يَشْفَعُوْنَ لَهُ اِلَّا شُفِّعُوْا فِيْهِ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেছেন- কোন ব্যক্তির উপর যখন একদল মুসলমান জানাযার নামায পড়ে। আর তাদের সংখ্যা যদি একশ'তে উপনীত হয় এবং তাদের সকলে তার জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে, তবে তার জন্য এ সুপারিশ কবুল করা হবে'।[৫২৩]

মাইয়্যেতের জন্য জানাযার নামাযে আন্তরিকতার সাথে দু'আ করা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ اِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى الْمَيِّتِ فَاَخْلِصُوْا لَهُ الدُّعَاءَ.

---

* কোন কোন আলিম এ হাদীছগুলোকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে বলেন, জানাযার নামাযে সশব্দে সূরা ফাতেহা পাঠ ও সশব্দে দু'আ করা জায়েয।

৫২২. মুসলিম, আস সহীহ, হা-২০৮৮

৫২৩. মুসলিম, আস সহীহ, হা-২০৮৭

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) কে আমি বলতে শুনেছি- যখন তোমরা জানাযার নামায পড়বে, তখন খালেসভাবে তার জন্য দু'আ করবে'।[৫২৪*]

বাচ্চাদের জানাযার নামাযে যে দু'আ করতে হবে

وَعَنِ الْبُخَارِيِّ تَعْلِيقًا قَالَ : يَقْرَأُ الْحَسَنُ عَلَى الطِّفْلِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَيَقُولُ : اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَذُخْرًا وَاَجْرًا.

---

৫২৪. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৩১৯৯, ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১৫৬৪

* কোন কোন আলিম এ হাদীছের অনুবাদে ভুলের শিকার হয়ে জানাযার নামায শেষ করেই হাত তুলে দু'আ শুরু করেন। এ ভ্রান্তির কারণ হলো- তারা فأخلصوا এর ف (ফা) অক্ষরের অনুবাদ করছেন- "অতপর"। অথচ রাসূল (সা.) নিজে কখনো জানাযার নামায শেষে হাত তুলে একবারও দু'আ করেননি। আর এ মর্মে একটি হাদীছও পাওয়া যায় না। বরং তিনি দাফনের পর মাইয়্যেতের জন্য ইস্তেগফার ও ঈমানের অবিচলতার জন্য দু'আ করতে বলেছেন। ف (ফা) অক্ষরটি এখানে তা'কীবের (অতপর) জন্য নয়; বরং রাবেতা (সংযোগ) এর জন্য এসেছে। যেমন- وَاِذَا قُرِئَ الْقُرْاٰنُ فَاسْتَمِعُوْا لَهٗ وَاَنْصِتُوْا. 'আর যখন কুরআন তিলাওয়াত করা হবে, তখন (তিলাওয়াত চলাকালে) তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শুনবে এবং চুপ থাকবে'। (৭-সূরা আ'রাফ : ২০৪)।

এখানে ف (ফা) এর অর্থ "অতপর" করা হলে চরম ভুল হবে। কেননা তিলাওয়াতের পর শুনতে ও চুপ থাকতে বলা হয় নি। বরং ف (ফা) রাবেতা বা সংযোগ অর্থে হবে। অর্থাৎ তিলাওয়াত চলাকালে শুনো ও চুপ থাক।

ঠিক এ হাদীছের অর্থও তাই। যখন তোমরা জানাযার নামায পড়বে তখন- যে দু'আগুলো পড়বে সেগুলো একনিষ্ঠভাবে পড়বে। এ জন্যে আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী (র.) বলেছেন-

ولا يدعو للميت بعد صلاة الجنازة لانه يشبه الزيادة فى صلاة الجنازة.

'জানাযার নামাযের পর মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ করবে না। কেননা তা জানাযার নামাযে বৃদ্ধির সমতুল্য।' (মিরকাতুল মাফাতীহ, খ-২, পৃ. ২১৯)।

'ইমাম বুখারী (র.) তারজামাতুল বাবে এ হাদীছকে তা'লীক পদ্ধতিতে উল্লেখ করেন- হাসান বসরি (র.) বাচ্চার জানাযার নামাযে সূরা ফাতিহা পড়তেন এবং বলতেন- হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী ব্যবস্থাপক, রক্ষিত ভাণ্ডার ও সাওয়াবের কারণ বানাও'।[৫২৫]

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا سَلَفًا وَفَرَطًا وَاَجْرًا.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি (বাচ্চাদের জানাযার নামাযে) বলতেন- হে আল্লাহ! তাকে আমাদের জন্য অগ্রবর্তী ব্যবস্থাপক এবং সাওয়াবের কারণ বানাও'।[৫২৬]

দাফন করতে দেরী না করা

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اَسْرِعُوْا بِالْجَنَازَةِ فَاِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُوْنَهَا وَاِنْ يَكُ سِوٰى ذٰلِكَ فَشَرٌّ تَضَعُوْنَهٗ عَنْ رِقَابِكُمْ.

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূল (সা.) বলেন- তোমরা জানাযা (লাশ) নিয়ে দ্রুতগতিতে চলবে। (দাফন কাজে গড়িমসি করবে না)। কেননা সে যদি পুণ্যবান হয়, তবে এটা উত্তম, যার দিকে তোমরা তাঁকে এগিয়ে দিচ্ছ। আর সে অন্য কিছু হয়, তবে সে একটি আপদ, যাকে তোমরা তোমাদের ঘাড় হতে জলদি নামিয়ে ফেলছ'।[৫২৭]

দাফনের পর করণীয়

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ اِذَا فَرَغَ عَنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ وَقَفَ عَلَيْهِ. فَقَالَ : اِسْتَغْفِرُوْا لِاَخِيْكُمْ وَسَلُوْا لَهُ التَّثْبِيْتَ فَاِنَّهُ الْاٰنَ يُسْاَلُ.

---

৫২৫. মিশকাতুল মাসাবীহ, হা-১৬৯০

৫২৬. বাইহাকী, সুনানুল কুবরা, হা-৭০৪২

৫২৭. বুখারী, আস সহীহ, হা-১৩১৫

'উসমান ইবনু আফফান (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) যখন দাফন কাজ থেকে বিরত হতেন, কবরের নিকট কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং বলতেন- তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা চাও আর তার ঈমানের অবিচলতা প্রার্থনা কর, কেননা সে এখনই জিজ্ঞাসিত হবে'।[৫২৮]

দাফনের পর জানাযার নামায পড়া

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ قَبْرًا فَقَالُوْا هٰذَا دُفِنَ اَوْ دُفِنَتْ الْبَارِحَةَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَصَفَّنَا خَلْفَهُ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا.

'ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সা.) একটি কবরের নিকট আসলেন। সাহাবাগণ বললেন- একে গত রাতে দাফন করা হয়েছে। ইবনু আব্বাস বলেন, তখন আমরা রাসূল (সা.) এর পিছনে কাতারবন্দী হলাম। তারপর তিনি তার জানাযার নামায আদায় করলেন'।[৫২৯]

প্রয়োজন হলে মাসজিদে জানাযার নামায পড়া

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ عَلَى سُهَيْلِ بْنِ بَيْضَاءَ فِى الْمَسْجِدِ.

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- রাসূল (সা.) সুহাইল ইবনু বাইজার জানাযার নামায মাসজিদের ভিতরে আদায় করেন'।[৫৩০]

গায়েবী জানাযার নামায পড়ার বিধান

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ نَعَى النَّبِىُّ ﷺ اِلَى اَصْحَابِهِ النَّجَاشِىَّ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَصَفُّوْا خَلْفَهُ فَكَبَّرَ اَرْبَعًا.

---

৫২৮. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-৩২২১

৫২৯. বুখারী, আস সহীহ, হা-১৩২৬

৫৩০. তিরমিযী, আস সুনান, হা-১০৩৩

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- নাবী (সা.) তাঁর সাহাবাগণকে নাজাশীর মৃত্যুর খবর শোনালেন। পরে তিনি সম্মুখে অগ্রসর হলেন এবং সাহাবাগণ তাঁর পিছনে কাতারবন্দি হলে তিনি চার বার তাকবীর দিলেন'।[৫৩১]*

জানাযার নামাযের নিষিদ্ধ সময়

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِىِّ قَالَ ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَنْهَانَا اَنْ نُصَلِّىَ فِيْهِنَّ وَاَنْ نَقْبُرَ فِيْهِنَّ مَوْتَانَا حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ

---

৫৩১. বুখারী, আস সহীহ, হা-১৩১৮

* আসহামা নাজাশী হাবশার বাদশা ছিলেন। তিনি ছিলেন খৃষ্টধর্মের অনুসারী। রাসূল (সা.) সাহাবী আমর ইবনু উমাইয়্যাকে পত্র দিয়ে নাজাশীর কাছে হাবশায় প্রেরণ করেন। যে পত্রে নাজাশীকে দ্বীনের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিলো। পত্র পাঠান্তে নাজাশী তা নিজের চোখে-মুখে মুছেন এবং ঐ সাহাবীর হাতে কালেমা পাঠ করে ইসলামে প্রবেশ করেন। কিন্তু তিনি রাসূল (সা.)কে দেখার সুযোগ পান নি। তাই সাহাবী হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করতে পারেন নি। তবে তাঁর দাওয়াতে হযরত আমর ইবনুল আস (রা.) ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় হিজরত করেন এবং রাসূল (সা.) এর সুহবত লাভে ধন্য হয়ে সাহাবী হওয়ার বিশাল সৌভাগ্য অর্জন করেন। (তুহফাতুল আওয়াজী, ৪/১২৪)।
ঐতিহাসিক বর্ণনামতে নাজাশী ৯ম হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর রাসূল (সা.) তাঁর গায়েবী জানাযার নামায আদায় করেন। আর এ হাদীছকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করে একদল আলেম যে কোন মুসলিমের জন্য গায়েবী জানাযার নামায পড়াকে জায়েয মনে করেন। আরেকদল আলেম বলেন- এটি একটি বিরল ঘটনা এবং এটা রাসূল (সা.) এর জন্য খাস। তাই অন্য কারো জন্য এটা অনুমোদিত নয়। যদিও তাদের "খাস" দাবী করার পক্ষে কোন দলীল নেই। তবে জানাযার নামায ফরযে কেফায়া। তাই নাজাশী খৃষ্টান অধ্যুষিত এলাকায় মৃত্যুবরণ করায় সেখানে তাঁর জানাযার নামায হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম, তাই রাসূল (সা.) তাঁর গায়েবী জানাযার নামায পড়েছেন। এরকম যদি কারো ক্ষেত্রে ঘটে যায়, তাহলে এ হাদীছের আলোকে গায়েবী জানাযা হতে পারে। কিন্তু যে ব্যক্তির একবার জানাযার নামায পড়া হয়েছে- তার আবার গায়েবী জানাযার নামায পড়া আদৌ কি কোন প্রয়োজন আছে? ফরযে কেফায়া তো আদায় হয়ে গেছেই। তাই বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনার দাবী রাখে।

بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ وَحِيْنَ تَقُوْمُ قَائِمُ الظَّهِيْرَةُ حَتَّى تَمِيْلَ وَحِيْنَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرِبَ.

'উকবা ইবনু আমির আল জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- তিনটি সময়ে রাসূল (সা.) আমাদেরকে নামায পড়তে নিষেধ করেছেন। নিষেধ করেছেন- ঐ সময়ে মৃতদেরকে কবর দিতেও। ১. সূর্য যখন উদিত হতে থাকে- তা প্রকাশিত হওয়া পর্যন্ত। ২. যখন সূর্য মাথার উপরে থাকে (একেবারে মধ্য আকাশে থাকে) তা হেলে পড়া পর্যন্ত। ৩. এবং সূর্য ডুবতে থাকা অবস্থায় এবং তা ডুবে যাওয়া পর্যন্ত'।[৫৩২]*

সালাতুল তাসবীহ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا عَبَّاسُ يَا عَمَّاهُ اَلَا اُعْطِيْكَ؟ اَلَا اَمْنَحُكَ؟ اَلَا اَحْبُوْكَ؟ أَلَا أَفْعَلُ بِكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذٰلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ قَدِيْمَهُ وَحَدِيْثَهُ خَطَأَهُ

---

৫৩২. তাহাবী, শারহু মায়ানীল আছার, খ-১, পৃ.১১৪

* ইমাম তিরমিযী (র.) বলেন-

والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبى ﷺ وغيرهم يكرهون الصلاة على الجنازة فى هذه الساعات وقال الشافعى لا بأس بالصلاة على الجنازة فى الساعات التى تكره فيهن الصلاة۔

'রাসূল (সা.) এর কতিপয় সাহাবা ও অন্যান্য আলেমগণের মতে উল্লেখিত সময়সমূহে জানাযার নামায পড়া মাকরূহ। কিন্তু ইমাম শাফেঈ (র.) এর মতে উল্লেখিত সময়সমূহে (ফরয) নামায পড়া মাকরূহ হলেও জানাযার নামায পড়তে কোন অসুবিধা নেই। (সুনানুত তিরমিযী, হা-১০৩০ নং দ্রষ্টব্য)

وَعَمْدَهُ صَغِيْرَهُ وَكَبِيْرَهُ سِرَّهُ وَعَلَانِيَّتَهُ اَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ تَقْرَأُ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُوْرَةً فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاْءَةِ فِيْ اَوَّلِ رَكْعَةٍ وَأَنْتَ قَائِمٌ قُلْتَ سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ اَكْبَرُ خَمْسَ عَشَرَةَ مَرَّةً ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُوْلُهَا وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوْعِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَهْوِيْ سَاجِدًا فَتَقُوْلُهَا وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُوْدِ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا فَذٰلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُوْنَ فِيْ كُلِّ رَكْعَةٍ تَفْعَلُ ذٰلِكَ فِيْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ اِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ تُصَلِّيَهَا فِيْ كُلِّ يَوْمٍ فَافْعَلْ فَاِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِيْ عُمُرِكَ مَرَّةً.

'আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা.) আব্বাস ইবনু আব্দুল মুত্তালিবকে বললেন, হে আব্বাস! হে আমার চাচাজান! আমি কি আপনাকে দান করব না? আমি কি আপনাকে উপহার দেবো না? আমি কি আপনাকে কিছু কথা বলে দিব না? আপনাকে কি দশটি অভ্যাসের অধিপতি বানিয়ে দিব না? আপনি যদি এগুলো আমল করেন, তাহলে আল্লাহ আপনাকে পূর্বের, পরের, পুরানো ও নতুন, ইচ্ছাকৃত অথবা ভুলক্রমের, ছোট কি বড়, প্রকাশ্য কি গোপন, সকল গোনাহ ক্ষমা করে দিবেন। আর সেটা হল আপনি চার রাক'আত নামায আদায় করবেন। প্রতি রাক'আতে ফাতিহাতুল কিতাবের সাথে একটি সূরা

মিলাবেন। প্রথম রাক'আতের (ক্বিরাআত) পড়া শেষ হলে দাঁড়ানো অবস্থায় পনের বার এ তাসবীহ পড়বেন : "সুবহানাল্লা-হি ওয়াল হামদু লিল্লাহি, ওয়ালা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার"। তারপর রুকুতে যাবেন। রুকুতে এ তাসবীহটি দশবার পড়বেন। তারপর রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে এ তাসবীহ আবার দশবার পড়বেন। তারপর সাজদাহ করবেন। সাজদায় এ তাসবীহ দশবার পড়বেন। তারপর সাজদাহ থেকে মাথা উঠাবেন। সেখানেও এ তাসবীহ দশবার পড়বেন। তারপর দ্বিতীয় সাজদায় যাবেন। এ তাসবীহ এখানেও দশবার পড়বেন। তারপর সাজদাহ থেকে মাথা উঠিয়ে এ তাসবীহ দশবার পড়বেন। সর্বমোট এ তাসবীহ এক রাক'আতে ৭৫ বার হবে। চার রাক'আতে এ রকম পড়ে যেতে হবে। আপনি যদি প্রতিদিন এ নামায পড়তে পারেন, তাহলে প্রতিদিনই পড়বেন। প্রতিদিন পড়তে না পারলে, সপ্তহে একদিন পড়বেন। সপ্তাহে একদিন পড়তে না পারলে, প্রতি মাসে একদিন পড়বেন। যদি প্রতি মাসে একদিন পড়তে না পারেন, বছরে একবার পড়বেন। যদি বছরেও একবার না পড়তে পারেন, জীবনে একবার পড়বেন'।[৫৩৩]*

---

৫৩৩. আবু দাউদ, আস সুনান, হা-১২৯৭; তিরমিযী, আস সুনান, হা-৪৫৩; ইবনু মাজাহ, আস সুনান, হা-১৩৮০

* সালাতুত তাসবীহ সংক্রান্ত এ হাদীছটির বিশুদ্ধতা নিয়ে অতীতের ওলামাগণ কঠিনভাবে মতবিরোধ করেছেন। কেউ বলেছেন, হাদীছটি সহীহ। কেউ বলেছেন, হাসান। কেউ বলেছেন- জঈফ। কেউ কেউ এ হাদীছকে জাল বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। একটি হাদীছকে কেন্দ্র করে এমন বিস্ময়কর মতবিরোধ দেখা যায়, যা অন্য কোন হাদীছের ব্যাপারে খুব একটা দেখা যায় না। কোন কোন সাহাবী এ হাদীছের উপর আমল করেছেন, এ মর্মেও বর্ণনা পাওয়া যায়। আল্লামা মুল্লা আলী ক্বারী (র.) উনার উস্তাজ মরহুম কুতুবুদ্দিন (র.) এর উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন–

وهذا الذى كان اليه حبر الامة وترجمان القران عبد الله بن عباس رضى الله عنهما فانه كان يصليها عند الزوال يوم الجمعة.

শেষ কথা :

নামাযের মাসায়িল সংখ্যা অগণিত। নামায সংক্রান্ত সকল বিষয়ের আলোচনা এক পুস্তকে তুলে ধরা অনেকটাই অসম্ভব। সর্বোপরি আমার অযোগ্যতা তো আছেই। এরপরও নামায বিষয়ক মৌলিক আলোচনা এ বইতে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। সমাজে নামায বিষয়ে চলমান বিতর্ক ও ঝগড়া ফাসাদ নিরসনে এ বই যদি সামান্যও ভূমিকা রাখতে পারে, আমার পরিশ্রম সার্থক হবে বলে মনে করি।

হাদীছ নাম্বার খুঁজে বের করার ক্ষেত্রে কিতাবের প্রকাশনা সংস্থার ভিন্নতা বা সংস্করণের ভিন্নতার কারণে বইতে প্রদত্ত নাম্বারের মিল খুঁজে পাওয়া একটু জটিল হতে পারে।

এ পুস্তকের ভালো দিক যা আছে, সবটাই আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে প্রদত্ত রহমত। আর অসুন্দর যা হয়েছে সবটাই আমার অযোগ্যতার কারণেই হয়েছে। আল্লাহর কাছে সে জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। পরিশেষে শুভ সমাপ্তির তাওফীক দাতা আল্লাহকেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি, সকল প্রশংসার মালিক একমাত্র তিনিই।

ফা লিল্লাহিল হাম্‌দ।

'আর এই হাদীছের আলোকে আমলকারী হিসেবে পাওয়া যায়- উম্মতের বিদগ্ধ পণ্ডিত, আল কুরআনের ভাষ্যকার আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা.) কে। তিনি শুক্রবারে সূর্য হেলার সময় এ নামায পড়তেন। (মিরকাতুল মাফাতীহ, খ-৩, পৃ. ২১৭)।

প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইবনুল মুবারক (র.) ও এ নামায পড়তেন মর্মে- মুল্লা আলী ক্বারী (র.) উল্লেখ করেন। তবে রাসূল (সা.) নিজে কখনো সালাতুত তাসবীহ পড়েছেন- এমন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তাই একদল আলিম বলেন, এ হাদীছের সনদ নিয়ে যেহেতু বিপরীতমুখী মন্তব্য রয়েছে এবং রাসূল (সা.) নিজে কখনো এ নামাযটি পড়েন নি। তাই এ নামায না পড়ে অন্য নফল নামায পড়াই অধিক শ্রেয়।

লেখকের অন্যান্য বই

১. মি'রাজ ও আধুনিক বিজ্ঞান।
আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, ঢাকা।

২. প্রচলিত শিরক ও তা থেকে বাঁচার উপায়।
আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, ঢাকা।

৩. প্রচলিত বিদ'আত ও তা থেকে বাঁচার উপায়
আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, ঢাকা।

সালাতে ইমাম ভুল করলে → ৩১৮

তাঁর লিখিত "মি'রাজ ও আধুনিক বিজ্ঞান", "প্রচলিত শিরক ও তা থেকে বাঁচার উপায়" এবং "প্রচলিত বিদ'আত ও তা থেকে বাঁচার উপায়" বই তিনটি পাঠক মহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে।

কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ২০০১ সালের অক্টোবর থেকে ২০০৩ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বি-বাড়ীয়া জেলার নবীনগর উপজেলা সদরের নারায়ণপুর ফাজিল মাদরাসায় আরবী প্রভাষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

বর্তমানে তিনি ঢাকাস্থ তেজগাঁও মদীনাতুল উলূম কামিল মাদরাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে কর্মরত আছেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি দ্বীনের দাওয়াতি কাজের ময়দানেও সমান ভাবে অবদান রেখে চলেছেন।

তিনি পবিত্র হাজ্জ, আন্তর্জাতিক সেমিনার ও ব্যক্তিগত সফর উপলক্ষে সৌদি আরব, আমেরিকা, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, ইন্দোনেশিয়া, মিশর, কাতার, শ্রীলঙ্কা, ভারত ও নেপাল ভ্রমণ করেন।

পারিবারিক জীবনে তিনি চার ছেলে ও এক কন্যা সন্তানের জনক। আমরা তাঁর সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ কামনা করছি।

প্রকাশক
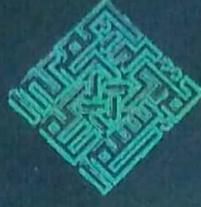
নামায মুসলমানদের ঐক্যের প্রতীক, বিভক্তির নয়। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে পাঁচ বার কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাতারবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো নামাযের আবশ্যকীয় অনুসঙ্গ। মুসলমানগণ কিভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আল্লাহর আনুগত্য করবে নামায সে প্রশিক্ষণই দিয়ে থাকে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, সেই নামাযকে কেন্দ্র করেই আজ মুসলমানগণ দ্বিধা-বিভক্ত হচ্ছে। ঐক্যের সূতিকাগার মাসজিদকে তারা বিবাদের জায়গায় পরিণত করছে। নামাযের বিভিন্ন মাসআলাকে কেন্দ্র করে তারা একে অন্যের প্রতি ফাতওয়ার তীর নিক্ষেপ করছে। আলাদা মাসজিদ তৈরি করছে। নিজেরা ঝগড়া-ফাসাদ এমন কি মারামারিতে পর্যন্ত লিপ্ত হচ্ছে। তারা ভুলতে বসেছে মাসআলাগত ইখতিলাফের শরঈ সীমানা। বিভিন্ন মাসআলায় ইখতিলাফ পূর্বেও ছিলো এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। এটা একটি স্বতঃসিদ্ধ রীতি। কিন্তু পারস্পরিক অশ্রদ্ধা ও অসম্মানটা পূর্বে ছিলোনা, যেটা বর্তমানে প্রকটভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। দলীলের ভিন্নতা বা দলীল থেকে নির্গত বুঝের ভিন্নতার কারণে চিন্তা ও আমলের মাঝে ভিন্নতা তৈরি হতে পারে। একটি বিষয়েই একাধিক রকমের দলীল পাওয়া যায় এমন মাসআলাও বিরল নয়। নামাযও ঠিক অনুরূপ। নামাযের বিভিন্ন মাসআলায় বিপরীতমুখী দলীল বর্ণিত হওয়ার কারণে নামায আদায়ের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। এই গ্রন্থে আমরা নামায বিষয়ক প্রান্তিক দলীলগুলো উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। যাতে এটা প্রমাণিত হয় যে, যাকে আমি ভিন্ন ভাবে নামায পড়তে দেখছি, সেও দলীলের ভিত্তিতেই নামায পড়ছে। এ বুঝটুকু তৈরি হলে- কুরআন ও সুন্নাহর প্রতি যার নূন্যতম শ্রদ্ধাবোধ আছে, আশা করি সেও অন্যের উপস্থাপিত দলীলের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। আর এতে করে চলমান বিতর্ক কিছুটা হলেও কমবে, ইনশা-আল্লাহ।

9 789849 013679

www.ahsanpublication.com
/ahsanpublication